



প্রতিবাদী কলম



PRATIBADI KALAM • Daily • 13th Year, 41 Issue • 12 February, 2022, Saturday • ২৯ মাঘ, ১৪২৮, শনিবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ৮ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

যার মুখ দেখে ভোট দিয়েছিলো ত্রিপুরা সেই মুখই আগরতলা ও বড়দোয়ালিতে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি। উপনির্বাচন দরজায় কড়া নাড়ছে। বিশেষ করে মর্যাদাপূর্ণ আগরতলা আর বড়দোয়ালি নিয়ে জোর আলোচনা, গুঞ্জন রয়েছে শাসক ও শাসকের বিক্ষুব্ধ শিবিরে। এই ক্ষেত্রে প্রধান বিরোধী দল সিপিআইএমকে দূরে রাখা যায় অনায়াসে। কারণ দুইটি আসনের কোনটিই তাদের নয়। ভোটের এই দুটি আসনে বামদলের প্রার্থী থাকলেও আসন দুটি জেতার চেয়ে তাদের মনোযোগ বেশি থাকবে শাসক দলের ভাঙচোরা। যদি ধরে নেওয়া হয় ছয় মাসের মধ্যে শূন্য আসনে ভোট করা হবে সরকার তাহলে এই সময়ে পাঁচ আসনে অকাল ভোট হবে। দিনটাকে আশিস দাসের বরখাস্তের দিন থেকেই গোনা উচিত এবং জুলাই মাসের আগেই ভোট করিয়ে নিতে হবে, সেটি এপ্রিল মে বা জুনও হতে পারে। সবটাই হবে সরকারের

সুবিধা অসুবিধা ভেবেচিন্তে। বর্তমানে রাজ্যের যে পরিস্থিতি তাতে এই দুইটি বিধানসভায় বিজেপির প্রার্থী বাছাইয়ে শাসক দলকে অনেক যত্নবান হতে হবে।

পারেন ২০২৩ বিধানসভার ভোটে জিতে ক্ষমতায় ফেরার পথ। সেক্ষেত্রে পরীক্ষা নিরীক্ষার সময় কিন্তু এখন নয়। সেসব করা যেতে পারে এই পর্যায়ে পেরিয়ে ২০২৩

উঠে নানান সময়ে জয়ে পৌঁছার সঠিক দিশা নির্ণয় করেছেন মুখ্যমন্ত্রী নিক্তে। এবারও তিনি তাই করতে পারবেন আশা করা যায়। তবে এ অবধি যা শোনা যায় অনেক আকাঙ্ক্ষার নাম। দিন যত এগোবে আকাঙ্ক্ষার সংখ্যাও বাড়বে এটি বলাই বাহুল্য। আগরতলা কেন্দ্রে মুখ্যমন্ত্রীর ডান হাত হিসাবে পরিচিত রাজীব ভট্টাচার্যের নাম এসেছে। আরও শোনা যায়, এই কেন্দ্রে দাঁড়াতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক নিক্তে। আবার চ বড়দোয়ালি কেন্দ্রে যুবনেতা চিকু রায় অগ্রণী। তাছাড়া পানিয়ার দত্তের নামও রয়েছে। শোনা যায় মুখ্যমন্ত্রী জয়া নীতি দেবের নামও। স্বাভাবিকভাবেই স্বদলীয় চাপ রয়েছে, থাকবে। আবার এই চাপ থেকে বেরিয়ে আসার পথও থাকবে নিশ্চয়ই। এই সময়ে দরকার সেই ২০১৭-১৮ সালের সেই ইমেজ নিয়ে মাঠে নেমে আসা।

এই কথা ভুললে চলবে না সেদিন দোর্দণ্ড প্রতাপ বাম শাসনের বিপরীতে সাত্রম থেকে চুরাইবাড়ি সারা রাজ্যের মানুষ একজনের মুখের দিকে চেয়েই সরকার পরিবর্তনে পথে নেমেছিলেন। সেই মুখটি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। যাঁট কেন্দ্রে সেদিন একজনই প্রার্থী ছিলেন বিজেপির ইনি বিপ্লব কুমার দেব। আজও সেই ইমেজ আর প্রতাপ দরকার হয়ে পড়ছে দমকা হাওয়া মিশ্রিত ঝড়ের সময়ে। তাই এই দুই কেন্দ্রে মুখ্যমন্ত্রীর নিজেরই প্রার্থী হওয়া দরকার। তাতে জয় যেমন নিশ্চিত হবে তেমনি রাজনৈতিক শত্রু হবে নির্মূল। জয়ের পর তিনি তিনটি কেন্দ্রের যে কোনও দুটি আসনে পদত্যাগ করে নিলে সাংবিধানিক তাত্ত্বিক জটিলতা যেমন কেটে যাবে তেমনি আরও ছয় মাস হাতে পেলে ২০২৩ বিধানসভার সাধারণ নির্বাচনের দিনক্ষণও এসে যাবে।

প্রধানের নেতৃত্বে মহিলার জমি দখল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি। প্রধানের নেতৃত্বে শাসক দলের নেতারা দখল নিল এক মহিলার কৃষিজমি। ৪০ বছর ধরে এই জমি ওই মহিলার দখলে আছে। গুণ্ডামার জোর করে জমি দখল করেই ক্ষান্ত হচ্ছেন না নেতারা। দখল করা জমির ওপর ঘর তৈরি করার কাজও শুরু হয়ে গেছে। প্রকাশ্যে এই ধরনের গুণ্ডামির ঘটনায় এয়ারপোর্ট থানায় মামলা করেছেন হাতিপাড়ার বাসিন্দা শিপ্রা দেবনাথ। যদিও লিখিত অভিযোগটি এফআইআর হিসেবে এখনও গ্রহণ করার সাহস দেখাতে পারেন পুলিশ। স্থানীয় বড় নেতাদের নাম চলে আসায় পুলিশ রীতিমতো ব্যাকফুটে চলে গেছে বলে অভিযোগ। অভিযুক্তদের তালিকায় প্রধান ছাড়াও জেলা পরিষদের সদস্য, পঞ্চায়েত সদস্য ও এলাকার কয়েকজন বখাটের নামও আছে। গোটা ঘটনা ঘিরে পুলিশও কিছু করার সাহস দেখাতে পারছেন না। এই কারণে ৭ গভা জায়গা হাতছাড়া হতে যাচ্ছে শিপ্রাদেবীর। তাকে প্রাণে মারার হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ • এরপর দুইয়ের পাতায়

অক্সিজেন প্ল্যান্ট চালুর পর ‘এস্টিমেট’ বদলানোর আদেশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি। সরকারি কাজে অনিয়মের চিহ্ন নানা দিকেই ফুটে বের হচ্ছে। কোভিড মোকাবিলায় থলাই জেলায় একটি অক্সিজেন প্ল্যান্ট বসানো নিয়ে সরকারি টর্কা নয়-ছয় হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। টাকা নয়-ছয়ের অভিযোগের সাথে আরেকটি ব্যাপারও উঠে এসেছে যে, বিশুদ্ধতা ভালই জাঁকিয়ে বসেছে দফতরগুলিতে। এই অক্সিজেন প্ল্যান্ট বসানো নিয়ে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি টাকা খরচের যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাদের তরফে পাল্টা অভিযোগ যে, তাদের জরুরি ভিত্তিতে কাজ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে অথচ তাদের বলা হয়নি প্ল্যান্টের ক্ষমতা কত, কী ধরনের কাজ হবে, স্থানীয় ঠিকদার দিয়ে জরুরি ভিত্তিতে কাজ করাতে হয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে কাজ করানো, বেশি টাকা খরচ, তা নিয়ে অভিযোগ, পাতার পর পাতা নেট---উদ্বোধনের যে দিন থরা হয়েছিল, তার অন্তত দেড়মাস পর কাজ শেষ হয়েছে,

অক্সিজেন প্ল্যান্ট চালু হয়েছে। জুন মাসে বলা হয় জুলাইয়ের মাঝামাঝি কাজ শেষ করতে, ১৫ আগস্ট উদ্বোধন হবে। শেষ পর্যন্ত তা হয়েছে অক্টোবরের মাঝামাঝি। ততদিনে কোভিডের দ্বিতীয় ধাক্কা কমে আসছে। কোভিড সময়ে অক্সিজেন প্ল্যান্টের কাজের মত জরুরি কাজের বিষয়ে ‘এস্টিমেট’ নিয়ে এই টেবিল থেকে ওই টেবিলে, এই বাবু থেকে ওই বাবু পর্যন্ত নোট চালাচালি চরছে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত। যে কাজ অক্টোবরে ‘শেষ

গতিশীল প্রশাসন

হয়ে গেছে’, সেই কাজের ‘এস্টিমেট’ আবার করে দেওয়ার মাস পর, টেবিলের পর টেবিল হয়ে রোগীদের জন্য চালু হয়ে যাওয়ার কথা, সেই সময় থেকে ছয় মাস পর, টেবিলের পর টেবিল ঘুরে, এই অফিস, সেই অফিস করে সিদ্ধান্ত হয়েছে, ‘এস্টিমেট’ আবার করতে হবে। বিষয়টি কোভিড মোকাবিলায় অক্সিজেন প্ল্যান্ট

শৈশব হারিয়ে যাচ্ছে আংকা ধনীদেব বিলাসিতায়!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ১১ ফেব্রুয়ারি। থলাই জেলা সদর আমবাসা। চারদিকে পাবতা টিলা ভূমিতে ঘেরা যে শহর তার একটি ভালা মাঠের অভাবে হারিয়ে যাচ্ছে শৈশব কৈশোর। অথচ এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। কারণ, দুই দশক আগেও শহরের প্রান কেন্দ্রে ছিল সবুজ গালিচায় পরিপূর্ণ চান্দ্রাইপাড়া স্কুল মাঠ। যে মাঠ একসময় এই রাজ্যকে উপহার দিয়েছে বহু ক্রীড়া প্রতিভাকে। একসময় আন্তর্জাতিক মানের বহু ফুটবলার পর্যন্ত যে মাঠে তাদের গায়ের যাদু প্রদর্শন করে গেছে সেই চান্দ্রাইপাড়া মাঠ এখন যেই অতীতের কঙ্কাল হয়ে অপমৃত্যুর প্রহর গুণছে। একদিকে থলাই নদীর ভাঙনে মাঠটির আয়তন



এখন হ্রাস পেয়ে একখন্ড জমিতে পরিণত হয়েছে। আর যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাও শিশু কিশোরদের পক্ষে পা ফেলা বিপজ্জনক। কারণ, এই মাঠের আশপাশে রয়েছে বেশ কিছু আঁংকা ধনীর বাস। সরকারী অর্থের টুটপাট আর দুই নম্বরী, তিন নম্বরী কামাই দ্বারা রাতারাতি আদুল ফুলে কলাগাছ হয়ে উঠা এই সব ব্যক্তিরা গড়ছে তিন-চার তল বিশিষ্ট বিশাল বিশাল প্রাসাদ। আর এই সব প্রাসাদ নির্মানের • এরপর দুইয়ের পাতায়

জিটি, পিজিটি চাকরি শীঘ্রই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি। টিচার্স রিক্রুটমেন্ট বোর্ড, ত্রিপুরা (টিআরবিটি) থ্যাঙ্কস্কে টিচার (জিটি) এবং পোস্ট থ্যাঙ্কস্কে টিচার (পিজিটি) নিয়োগের জন্য সরকারের কাছে প্রার্থীদের নাম সুপারিশ করে পাঠিয়েছে। ২০২০ সালে নভেম্বরে সিলেকশন টেস্ট ফর থ্যাঙ্কস্কে টিচার (পিজিটি)র নোটিফিকেশন হয়েছিল, পরীক্ষা হয় ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে, ফল বের হয় গত ডিসেম্বরে। গুজবের সুপারিশ সরকারকে দেওয়া হয়েছে। পিজিটির নোটিফিকেশন, পরীক্ষা হয়েছিল সেই এক সময়ে, ফল বের হয় একই দিনে, গুজবের পিজিটি প্রার্থীদের নামও সুপারিশ হয়েছে। জিটিটির ১৬২ জনকে সুপারিশ করা হয়েছে, এসসি ৬, এসটি ১৪১, ভিন্নতর সক্ষম ১১। জিটি’র ক্ষেত্রে পরীক্ষা দিয়েছিলেন ৩০২৫ জন, পাশ করেছেন ৮৯৬ জন। খালি পদ ১৭৫। পিজিটি’র ক্ষেত্রে ৩৬ প্রার্থীকে সুপারিশ করা হয়েছে, সাধারণ ১১, এসসি ৭, এসটি ১৮ প্রার্থী। খালি পদ ৬৪। শিক্ষাবিজ্ঞান সহ তিনটি বিষয়ে কোনও প্রার্থীকে সুপারিশ করা হয়নি, কোনও প্রার্থী ছিলেনই না। মোট নয় বিষয়ে শিক্ষক চাওয়া হয়েছিল। বিজ্ঞান, অঙ্ক, বাণিজ্য, বাংলা, ইরাজি, ইত্যাদি বিষয়ে কোনও শিক্ষক চাওয়া হয়নি। • এরপর দুইয়ের পাতায়

২৫ বছরে নতুন ও বৈভবশালী ত্রিপুরা

প্রেস রিলিজ, ধর্মনগরী।। ত্রিপুরার পূর্বরাজ্য দিবসের ৫০ বছরপূর্তি উপলক্ষে আগামী ২৫ বছরের জন্য “লক্ষ্য-২০৪৭”, শীর্ষক এক কর্ম পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই কর্ম পরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে এক নতুন ত্রিপুরা ও বৈভবশালী ত্রিপুরা গড়ে তোলা। আজ পানিসাগর মহকুমা শাসকের কার্যালয়ও মহকুমা হাসপাতালের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদঘাটন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। নবনির্মিত দুটি ভবনের দ্বারোদঘাটন উপলক্ষে পানিসাগরের বিবেকানন্দ ময়দানে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আরও বলেন, বর্তমান রাজ্য



সরকার ২০১৮তে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পানিসাগর মহকুমা শাসকের কার্যালয় এবং মহকুমা হাসপাতাল নির্মাণের কাজ ক্রততার সঙ্গে সম্পন্ন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে ১ লক্ষ ৬৯ হাজার গৃহ নির্মাণের জন্য গত ১৪ নভেম্বর, প্রথম কিস্তির ৪৮ হাজার টাকা সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় দলমত নির্বিশেষে গৃহ বিতরণ করা হয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের সময়ে অটল জলধারা মিশন ও জলজীবন মিশনের মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের ৪২ শতাংশ বাড়িতে বিনামূল্যে জলের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, গ্রামীণ এলাকার রাস্তার উন্নয়নে রাজ্য সরকার পোতার রক্তের মাধ্যমে রাস্তা নির্মাণের পদক্ষেপ নিয়েছে। উত্তর ত্রিপুরা জেলার গ্রামীণ এলাকায় পোতার রক্ত রাস্তা নির্মাণের জন্য ৪১.৫০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ৫৫ কিলোমিটার পোতার রক্ত রাস্তা • এরপর দুইয়ের পাতায়

হামলায় কাবু সিপিআইএম

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি।। আগামী বিধানসভা ভোটে এলাকার পরিস্থিতি কি হবে পারে তার একটি টেলর দেখিয়েছে বিজেপির কাভারগার। আর সিনেমা গুজর আগে ট্রেলর দেখেই ভয়ে পালিয়েছে বিরোধী সিপিআইএম’র



লোকজনেরা। ঘটনা বাগমার বাগবাসায়। আগামী বিধানসভা ভোটে বিজেপি যখন ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখছে, তখন নির্বাচনের বছরখানেক আগে শাসক দলের সন্ত্রাসের কাছে মাথা নত করে পিছিয়ে আসায় বামদেবের ইচ্ছা নিয়েও প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন অনেকে। তাদের বক্তব্য, বামদেবের বগাবাসা প্যান্ড নির্বাচনের মনোনিয়নপত্র দাখিলের শেষ সীমা ছিলো এদিন। অভিযোগ, এলাকার বিধায়ক রামপদ জমাতিয়ার

নেতৃত্বে প্রায় পাঁচ শতাধিক মানুষ মিছিল করে মনোনিয়নপত্র জমা দিয়েছে। এর পরই ছিলো সিপিআইএম প্রার্থীদের মনোনিয়ন পত্র জমা দেওয়ার সময়। এ ব্যাপারে অবগত ছিলো পুলিশও। কিন্তু সিপিআইএম প্যান্ড নির্বাচনের জন্য পাঁচজন প্রার্থীর মনোনিয়নপত্র

পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছেন দরীয়া কার্যালয়ে। এদের পিছু নেয় শাসক দলের একল উগ্র সমর্থক। এরা বাগমা পাটি অফিসে তালা মেরে দিয়েছে বলেও অভিযোগ। এ ব্যাপারে অবগত ছিলো পুলিশও। কিন্তু সিপিআইএম প্যান্ড নির্বাচনের জন্য পাঁচজন প্রার্থীর মনোনিয়নপত্র সিপিআইএম’র মহকুমা সম্পাদক মানিক বিশ্বাস অভিযোগ করেছেন, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়ার নেতৃত্বে বিভিন্ন এলাকার বাছাই করা দুষ্কৃতিকারীরা এদিন বাগমায় সন্ত্রাস চালিয়েছে। এদের সন্ত্রাসের কারণে সিপিআইএম প্রার্থীরা এদিন মনোনিয়নপত্রই দাখিল করতে পারেনি। এই ঘটনার পর সিপিআইএম কর্মীরাই প্রশ্ন তুলছেন, নির্বাচনের বছরখানেক আগে থেকে যদি সিপিআইএম প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারে তাহলে আগামী বিধানসভা ভোটে এই দুর্ভোগনা বন্ধ করা যাবে না। যেকোনও মূল্যেই সিপিআইএমকে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। কোনওরকম প্রতিরোধ ছাড়া বিজেপিকে এভাবে ময়দান ছেড়ে দিলে তারা সন্ত্রাসের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা চালাবে। কমরেডদের আরও • এরপর দুইয়ের পাতায়

শ্রীলতাহানির মামলা নেয় না পুলিশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১১ ফেব্রুয়ারী।। রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা যে কোন জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে তা আবারও দেখিয়ে দিলো সিপিআইএম জেলার আরেকটি ঘটনা। তিনদিন আগে এলাকার একটি ঘটনা গোটা রাজ্যকে নাড়া দিয়েছিল। সেই এলাকারই আরেকটি ঘটনায় পুলিশও শাসক দলের নেতারা ১২ জনের বিরুদ্ধে করা মামলা তুলে নিয়ে মীমাংসার জন্য চাপ দিচ্ছে বলে অভিযোগ। গাছের সাথে উলঙ্গ অবস্থায় এক নারী-পুরুষকে বেঁধে রাখার মত ঘটনায় যদি অপরাধীরা পার পেয়ে যায় তাহলে শ্রীলতাহানি ও মারধরের মামলায় যে পুলিশ কি রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তা সহজেই অনুমেয়। ঘটনা গত সোমবার। টাকারজলা • এরপর দুইয়ের পাতায়

মৃতদেহ নিয়ে অবরোধ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১১ ফেব্রুয়ারি।। আন্ত একটা গ্রামের মানুষ গত রাতে খুন হওয়া প্রতিবেশীর মরদেহ নিয়ে গোটা গ্রাম ঘুরে মিছিল করছে হত্যাকারীদের গ্রেফতারের দাবিতে। সকাল থেকে রাস্তা অবরোধ শুরু করেছে পুলিশ এবং প্রশাসনকে বাধ্য করার জন্য। পুলিশও ছুটে এসেছে। অবরোধকারীদের তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা চেষ্টাও চলেছে। কিন্তু গত সন্ধ্যায় পিটিয়ে খুন করে ফেলা ব্যক্তির পরিবারের তরফ থেকে খুনের দায়ে যারা অভিযুক্ত তাদের নামধাম দিয়ে থানায় অভিযোগ করেছে। অথচ সেই অভিযুক্তরাই পুলিশের সামনে অবরোধ তুলে নেওয়ার জন্য চোখ রাজাচ্ছে, বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিশ তাদেরকে গ্রেফতার না করে আইনের শাসন প্রমাণ করতে মৃতদেহ নিয়ে



রাস্তা অবরোধকারীদের হাটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা চেষ্টা চালিয়েছে। এটাই নাকি এলাকা শান্তিপূর্ণ রাখার একমাত্র রাস্তা। সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জীতেন চৌধুরী, স্থানীয় বিধায়ক সুধন দাস থানার এসিকে স্পষ্ট বলছেন, অভিযুক্তরা ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের গ্রেফতার করুন। ওসি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছেন। এমন চিত্র দেখা গিয়েছে গুজবের বিলোনিয়া রাজনগরে। এখানকার ইন্দ্রানগর পঞ্চায়তের কমলপুর • এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রান্তিক বারান্দাতে শুইয়ে মধুছন্দা, ফ্লোভ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি।। গুণীজনেরা বলেন, শত্রুর কাছ থেকেও শিখতে হয়। রাজনৈতিকভাবে বিতর্ক থাকলেও, পাশের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে অন্তত শৈল্পিক নানা কিছু শেখার আছে এ রাজ্যের। বঙ্গে বরেন্দ্রা শিল্পীদের মৃত্যুর পরে কিভাবে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে হয়, তা চোখে আঙুল দিয়ে শিখিয়ে গেছেন তদানিন্তন বাম সরকার। আর এখন খ্যাতনামা যে কোনও শিল্পীর প্রাণেই বর্তমান তৃণমূল সরকারের পক্ষে রবীন্দ্র সঙ্গনের চৌহদ্দিতে কিভাবে একেকজন শিল্পীকে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়, তা সকলেরই জানা। জাতীয় পতাকা এবং

শশানঘাটে গান স্যাঁটে কিভাবে শিল্পীরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শেষ শ্রদ্ধা পেয়েছেন, তাও সম্প্রতি



দেখেছেন লাখে লাখে সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ। গুজবের শহরের রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ভেতরে যে করুণ চিত্র ফুটে উঠলো,

তা একদিকে যেমন সরকারের দূরদৃষ্টির অভাবকে প্রকাশ্যে আনে, অন্যদিকে শিল্পীদের প্রতি চূড়ান্ত বিমবন্দর। বিমবন্দরকে সূদীপবাবুদের স্বাগত জানাতে হাজির থাকবেন কয়েক হাজার মানুষ। তাদেরকে বাইক মিছিল করে শহরে নিয়ে আসা হবে

সহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে গত বৃহস্পতিবার রাতে প্রাণের খবরটি সংশ্লিষ্ট শিল্পী মহলে ছড়িয়ে পড়তেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তাঁকে সেদিন দাখ করা হবে না। পরিবারকে অনুরোধ করা হয়, শুক্রবার মধুছন্দাদেবীর নিখর দেহটি শেষবারের জন্য রবীন্দ্র ভবনে নিয়ে যাওয়া হোক। স্বামী আশিস চক্রবর্তী এবং একমাত্র পুত্রসন্তান অভিষেক মায়ের প্রয়াণের সময় হাসপাতালে থাকা সত্ত্বেও, উনারা দুজনই শিল্পীদের ‘আবেগ’কে মেনে নেন। সেই শব্দেই রাধার জন্য কোনও ব্যবস্থা বেসরকারি হাসপাতালটিতে ভিড জমাতে শুরু করেন শহরের জ্ঞানী-গুণী শিল্পীরা। প্রয়াতার

শুভাকাঙ্ক্ষী এবং গুণগ্রাহী অনেকেই হাসপাতালে যান। সেখান থেকে রীতিমতো শোক মিছিল করে প্রয়াতকে প্রথমে উনার বড়জলাস্থিত বাড়িতে এবং পরে কয়েক মিনিটের জন্য কের চৌমুহনিস্থিত বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে সরাসরি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে। আর ওই ভবন প্রাঙ্গণেই শিল্পীকে তাঁর বিদায় বেলায় রীতিমতো অসম্মানিত করা হলো। এদিন, যেসব সংস্থার উদ্যোগে শিল্পীকে রবীন্দ্র ভবনে নিয়ে আসা হয়, তাদের তরফে শব্দেই রাধার জন্য কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি। বিদায়ী এই আয়োজনে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর জড়িয়ে • এরপর দুইয়ের পাতায়

সোজা সার্প্টা প্রধান প্রতিপক্ষ

শহর আগরতলা আজ কতটা জেগে উঠে তা দেখার অপেক্ষায় থাকবে ডান-বাম-রাম সব রাজনৈতিক দলই। শাসক বিজেপি-র সঙ্গে সবরকমের রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দুই প্রভাবশালী বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ ও আশিশ কুমার সাহা এখন কংগ্রেসে। আর কংগ্রেসে ফিরে আসার পর তারা আজ নিজের শহরে ফিরছেন। বিজেপি ছাড়ার আগে সুদীপবাবুরা গোটা রাজ্যেই জনসম্পর্ক অনুষ্ঠান করে গেছেন। বলা চলে, খানিকটা প্রস্তুতি নিয়েই তারা দিল্লি গেছেন। আজ তাদের শহরে আসা। গত কয়েকদিনে এশহরে কংগ্রেস যেন জেগে উঠেছে। আজ কিছুটা হলেও বোঝা যাবে যে, সুদীপ-দের কংগ্রেসে ফেরা নিয়ে শহরবাসী কতটা তৈরি। কিছুদিন ধরেই সুদীপ বাহিনী বনাম বর্তমান শাসক দলের মধ্যে দূরত্ব বাড়ছিল। এখন তো অন্য রাজনৈতিক দলে সুদীপ-রা। আগরতলা শহর বরাবরই বিধানসভা ভোটে বিরোধী দলকে এগিয়ে রেখেছে। এই অবস্থায় সুদীপ, আশিশ-রা বিরোধী দলে গিয়ে তাদের ইমেজ বা জনপ্রিয়তা কতটা ধরে রাখতে পারছে তার একটা বলক হয়তো আজ দেখা যেতে পারে। তবে সবাই যে পথে নামবে তা নয়। কেননা বিজেপি এখনও ক্ষমতায়। ফলে বাইরে বিজেপি ভেতরে কংগ্রেস হয়েও অনেকে আজ হয়তো পথে নামবে না। অবশ্য এটা বেশি করে দেখার যে, সুদীপ, আশিশ-রা কংগ্রেস ফিরে গোটা রাজ্যে শাসক-বিরোধী আন্দোলন কতটা গড়ে তুলতে পারেন। কংগ্রেস দুর্বল থাকায় কিছু কিছু জায়গায় তৃণমূল মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। এখন দেখার, সুদীপ-রা ওই তৃণমূলিদের কংগ্রেসে আনতে পারেন কি না। এরাভ্যে কংগ্রেসই যে প্রধান প্রতিপক্ষ তা প্রমাণ করার দায়িত্ব কিন্তু এখন সুদীপ, আশিশ-দের।

তিন বছর পর চার্জ গঠন

● **আটের পাতার পর** – মূলতঃ ঠিকেন্দারিতে দন্দুকে কেন্দ্র করে এই হত্যা হয়েছিল। মিলনচক্র মূল অভিসুক্ত প্রাণিজন্তের একটি ফাস্টফুডের দোকান ছিল। খুনের ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বিংশতিতের স্ত্রী আরনিকা পালকে সচিবালয়ে একটি চুক্তির ভিত্তিতে চাকরি দেন। কিন্তু তার চাকরি এখনও পর্যন্ত রায়মতি করা হয়নি। জানা গেছে, মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ বিংশজি পাল কাজ সেরে বাড়ি ফিরতে প্রায়ই ভাল রাত হয়। রাত সাড়ে দশটা নাগাদ বিংশজি-কে তার স্ত্রী ফোন করে কোথায় আছে জানতে চান। তখন তিনি জানান মিলনচক্র আছে। একটি সভা সেরে বাড়ি যাবেন। প্রায়ই বিংশজি কাজ সেরে রাতে এলাকারই প্রাণজিৎ ভোমিকের বাড়ি যান। প্রাণজিৎ-এর বাড়িতে প্রায় প্রতিদিন বিজেপি’র বৈঠক হয়। বিংশজি-এর এই বাড়িতে নির্বাচনের আগে থেকেই আসা-যাওয়া। রাত ১২ টা নাগাদ বাড়ির কাছে গুলির আওয়াজ পান এলাকার লোকজন। বিংশজিতের হেটে ভাই অভিভাবকে প্রাণজিৎ ফোন করে জানায়, তার ভাই রাস্তায় পড়ে আছে। অভিজিৎ, বিংশজিতের স্ত্রী-সহ বাড়ির লোকজন ছুটে যান। তারা গিয়ে বিংশজিতকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পান। পাশেই দাঁড় করানো ছিল তার স্কুটি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ ছুটে যায়। বিংশজিতের বুকের বাম দিকে একটি গুলি ছিল। বিংশজিতের স্ত্রীর অভিযোগ, প্রাণজিৎই তার স্বামীকে খুন করেছে। পুলিশ তদন্তে জানতে পারে জমি কেনা-বোা নিয়ে প্রাণজিতদের সঙ্গে ঝগড়া শুরু হয়েছিল বিংশজিতের। এছাড়া ওয়ার্ড এলাকায় ট্রান্সেদারীর কাজ নিয়েও বিংশজি চাইছিল নতুনরা সুযোগ যাতে পায়। কিন্তু প্রাণজিৎ নিজেরই সব ব্যয়ত পেতে চাইছিল। এসব নিয়েই রাত ১২টা নাগাদ বিংশজিতের সঙ্গে ধমকাপ্তি হয়েছিল প্রাণজিতের। ঘটনাস্থলেই গুলি করে হত্যা করা হয় তাকে। পুলিশ পরবর্তী সময়ে নাইন এমএএস পিস্তল-সহ ৫ রাউন্ড গুলি জলাশয় থেকে উদ্ধার করে। প্রাণজিতও গুরুত্ব হত্যার দায় পুলিশের কাছে স্বীকার করে নেন। এরপরও সাড়ে তিন বছর কেটে গেছে মামলার চার্জ গঠন হতে। সরকার পক্ষে এই মামলা গুনানির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে স্পেশাল পিপি সম্রট কর ভৌমিককে।

ভুল তথ্য

● **আটের পাতার পর** – পুলিশ উদ্ধার করেছে বেলারার থেকে। একই সঙ্গে স্থানীয়রা মেয়েটি উদ্ধারের ঘটনায় পুলিশের দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার সম্ভষ্টি প্রকাশ করেছে। কিন্তু সব কিছুতেই ছাপিয়ে গেছে ভুল তথ্য দেওয়া। একজন এআইজি পর্যায়ের পুলিশ অফিসার এক থানার সাফল্যকে অন্য থানার বলে বিবৃতি প্রকাশ করে দিলে। পুলিশ সমর দফতর থেকে এই বিবৃতি প্রকাশের পর পাল্টা কোনও কিছু বলাও হয়নি। ভুল সংশোধন করারও কথা বলা হয়নি।

থানার দ্বারস্থ

● **আটের পাতার পর** – প্রত্যাহার করে নিতে।তিনি আরও বলেন, ৯ মাস আগে সেই ঘটনায় বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হলেও আজ পর্যন্ত অমরেন্দ্রনগর ফাঁড়ি পুলিশ ঘটনার তদন্ত করতে ওই এলাকায় যাননি। তাই শেষ পর্যন্ত মহিলাকে বিশ্রামগঞ্জ থানায় ছুটে আসতে হয় অভিযোগ জানানো। তিনি চাইছেন পুলিশ যেন ঘটনার তদন্ত করে এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

স্টেডিয়াম

● **সাতের পাতার পর** – কি করে? এমবিবি-র স্টেডিয়াম গোটা রাজ্যের ক্রিকেটার এবং ক্রিকেটপ্রেমীদের। সেখানে শুধুমাত্র দুইজন সদস্য কিভাবে এই ধরনের এক বিশাল অনিয়মকে প্রশ্রয় দিলে। রাজ্যে ভর্যাডুবির মুখে ক্রিকেট। বলা যায়, এই ভর্যাডুবি আরও দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাবে টিসিএ-র এই সিদ্ধান্তে। গোলায় থাক ক্রিকেট। আগে রাজনীতি তারপর ক্রিকেট। সুতরাং বীরেন্দ্র সেওয়াগ বা দেবাশিস মহান্তির স্বপ্নের এমবিবি স্টেডিয়াম আজ সকলের আড়ালে হয়তো ঈদছে। কিন্তু সেটা দেখার কেউ নেই। আরও বেশি করে ঈদলাইনে যেন নেতাদের লক্ষ্য।

বিপক্ষে

● **সাতের পাতার পর** – জোসেফ এবং হেডেন ওয়ালশের জুটি। উইকেট কামড়ে পড়েছিলেন তারা। এত পরিশ্রম ভারতকে বাকি উইকেট পেতেও করতে হয়নি। শেষমেশ জুটি ভাঙেন মহম্মদ সিরাজ। ফেরান ওয়ালশেরে।

● **সাতের পাতার পর** – একটিতে হার ও দুইটিতে ড্র করেছে। অর্থাৎ সুপার লিগের চারটি দলই লিগে প্রাজজয়ের মুখ দেখেছে। সুপার লিগে ১০ পয়েন্ট।

এক্ষেপে কমপক্ষে ৭ পয়েন্ট না পেলে কোন দলের পক্ষেই হয়তো লিগ জেতা সম্ভব হবে না। সুপার লিগে যেহেতু প্রতিটি ম্যাচ গুরুত্বপূর্ণ তাই চার দলের সামনে জয়ই একমাত্র লক্ষ্য থাকবে। সুভাষ বোস, সুজিত হান্দার, খোকন সাহা ও কৌশিক রায়। রাজ্যের এই চার ফুটবল কোচেরও পরীক্ষা হবে সুপার লিগে। চার কাচের ফুটবল রাষ্ট্র তাদের দলকে কতটা এগিয়ে দিতে পারে তাও দেখা যাবে সুপার লিগে। লিগের খেলার পর কিন্তু কোন দলকেই আগাম চ্যাম্পিয়ন বলা যাচ্ছে না। লিগে কোন দলই প্রত্যাশিত ফুটবল খেলতে পারেনি। তবে লিগ ভুলে এখন সুপার ফোর। এখানে প্রতিটি ম্যাচে আলাদা আলাদা লড়াই হবে। চার দলের ফুটবল কোচের ফুটবল বুদ্ধির লড়াই হবে প্রতিটি ম্যাচে। চার দলই কিন্তু আশাবাদী হবে, এবার তারা জিতবে লিগ। অবশ্য সুপার লিগে যেহেতু শূন্য পয়েন্টে থেলা শুরু তাই চার দলের সামনেই সুযোগ লিগ জেতার। এখন দেখার, শেষ পর্যন্ত এবারের লিগ কার দখলে যায়।

পুলিশ

● **প্রথম পাতার পর** – থানাধীন গোলামখাটিতে জমি সংক্রান্ত বিবাদ ঘিরে দুই পরিবারের মধ্যে মারপিটের ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনায় এক মহিলা নিহাতনের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ। নব্য নেতা স্বপন পাল ও তার পক্ষে আরও তিন পরিবারের মোট ১২ জন মিলে তাদের বাড়িতে হামলা করে। গত সোমবার সকালে তা মারাত্মক আকার ধারণ করে। কথা কাটাকাটির মধ্যেই উভয় পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। অভিযোগ, স্বপন পালের নেতৃত্বে মোট ১২ জন মহিলা-পুরুষ মিলে অপর বাড়িতে হামলা চালান। নিজের বাড়ি রক্ষা করতে আসলে মহিলার স্কীলতাহনি করা হয় বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, তার পরনের জামা কাপড়ও ছিড়ে দেয় অভিযুক্তরা। একসময় সেই গৃহবধু জ্ঞান হারিয়ে ফেললে তাকে নিয়ে আসা হয় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। সেখান থেকে রেফার করে দেওয়া হয়েছিল জিবি হাসপাতালে। জানা গেছে, গৃহবধু এখনও শয্যাশায়ী। ডাক্তারের পরামর্শে হয়তো তার অপারেশনও লাগতে পারে। ঘটনার পরদিন ১২ জনের বিরুদ্ধে টাকারজলা থানায় লিখিত অভিযোগে দায়ের করা হয়েছিল। অভিযোগ, এরপর থেকেই নেতারা সেই পরিবারটিকে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করছে। পুলিশ তো নেতাদের কথাতেই ইটবে। এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তরা প্রেফরতার তো দূরের কথা মামলাই গ্রহণ করেনি টাকারজলা থানার পুলিশ।

বৈভবশালী ত্রিপুরা

● **প্রথম পাতার পর** – নির্মাণের জন্য ২২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। তিনি আরও বলেন, পেতাব রুকের মাধ্যমে নির্মিত রাস্তা ১০ বছর পর্যন্ত কোন মেয়ামতি করা ছাড়া অক্ষত থাকতে পারে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার এমএসপি’র মাধ্যমে কৃষকদের কাছ থেকে ১৯টাকা ৪০ পয়সা দরে আন ক্রয় করছে। যিথানে যিথানে গিয়ে ধানকে বিনয়ত্বপূর্ণ দাস বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার গঠিত হওয়ার পর পানিসাগর এলাকার উন্নয়নে এবং মানুষের কাছে বিভিন্ন পরিসেবাগুলিকে পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে দ্রুততার সঙ্গে কাজ করছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক নাগেশ কুমার বি। তিনি জানান, পানিসাগর মহকুমা শাসকের কার্যালয় আর ডি ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে তৈরী করা হয়েছে। এজন্য ব্যয় হয়েছে ৫ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা। পানিসাগর মহকুমা হাসপাতালের নির্মাণের কাজ পূর্ত হওয়ার মাধ্যমে করা হয়েছে। ৫০ শয্যাবিশিষ্ট এই হাসপাতাল নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১৪ কোটি টাকা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের রাজস্ব দফতরের প্রধান সচিব পুনিত আগরওয়াল, মহকুমাশাসক রজত পঙ্খ প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাপতিত্ব ভবতোষ দাস।

‘এস্টিমেট’ বদলানোর আদেশ

● **প্রথম পাতার পর** – নির্দেশ যায়, তিন-চার মাসে তা কার্যকর হয়, তারও দুই মাস পর সেই প্ল্যাটে কী ধরনের ক্যাবল লাগানো হবে, তা নিয়ে কর্তৃব্যাক্তির সিদ্ধান্ত নিয়ে আবার ‘এস্টিমেট’ করতে বলেন। ততদিনে সেকেন্ড ওয়েভ শেষ হয়ে, কোভিডের থার্ড ওয়েভ দিশে শুরু হয়ে গেছে। বিশ্বজুড়ার আরও উদাহরণ যে ধনীই কোলাং একটি নির্দিষ্টন শ্রেণি টাকা খরচ করে যদি কাজ করে থাকে, তবে কাজ করার সময়ে উপরের আলমারা টিক তখন কী করছিলেন। এমন নয় যে, চুপি চুপি একটি অক্সিজেন প্ল্যান্ট বসানো। হচ্ছিল,সারা রাজ্যেই জানা যায়গা তা ব্যসাও নাহিন্দা হচ্ছিল। এমন জরুরি বিষয়ে ধারও নজরদারি থাকবে না, এমনটা শৃঙখলার উদাহরণ হয় না টেক্সার ছাড়া কাজ করতে হলে, তার জন্য বিশেষভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে অনুমোদিত দর ঠিক করে দেওয়া হয়, ডিজাইন ঠিক করে দেওয়া হয়, তার সেরকম হলে সারা রাজ্যেই একরকম দর কাজ হওয়ার কথা না হলে, তা কাজ শেষ করার পর ধরা পড়লে, অতি জরুরি কাজেও নজরদারি না থাকার দিকে ইঙ্গিত করে, প্রশ্ন করে অক্সিজেন প্ল্যান্ট সময়ে চালু করার আন্তরিকতা নিয়েও। অক্সিজেন প্ল্যান্ট নিয়ে আচমকা দর নিয়ে আপত্তি হওয়ার কালোনে দক্ষিণ ত্রিপুরায় কাজ আটকে থাকার ঘটনাও হয়েছে,বিষয় হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছিল। ছেলেটা মহকুমা হাসপাতালে অক্সিজেন প্ল্যান্ট বসানো নিয়ে আমবাসার ইন্টারন্যাাল ইন্সপেক্টিফকেন ডিভিশন’র এগ্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অজিত ঘোষ বেশি দর দিয়েছেন বলে অভিযোগ। খোয়াইনে অক্সিজেন প্ল্যান্ট-এ এই কাজের জন্য দর দেওয়া হয়েছে ৩,০৯,৪২৪ টাকা, আর ছেলেটার জন্য ৬,৫৬,১৮১ টাকা। মহাকরণের প্রজেক্ট’র সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক্যাল) আমবাসার এগ্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে লিখেন যে দুইটি কাজের ধরনই একই, কেনে এই পার্থক্য, তা বিস্তারিত জানান। সে চিঠি ২২ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের। তারপর ফেটে গেছে দেড় মাস। ৫ নভেম্বর এসে আবার আমবাসাকে চিঠি দেওয়া হয় যে তিন দিনের মধ্যে জবাব দিতে, বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যারনি। বিষয়টি জরুরি, তাই তিনদিনের মধ্যে জবাব দিতো। দেড় মাস পর চিঠির জবাব তলব করা হচ্ছে। কোভিড মোকাবিলায় জুরি অক্সিজেন বসানোর মত কাজ নিয়ে জবাব না পেয়ে দেড় মাস পর তলব করা হচ্ছে। তার মাঝখানেই পাতয়ার কাজালের কী সাইজ হবে, ইতাদি নিয়ে ফাইলে নোট জমায়ে। কেউ নোট দিচ্ছেন, কেউ বলে দিচ্ছেন সৌর তার ক্ষমতায় কুলোয় না, আবাব কাজের জোগা দেখে আসতে বলা হচ্ছে, নোট চলছেই। আবার নোট পাওয়া যাচ্ছে যে এগ্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ারকে বলছেন যে টেক্সার ছাড়া কাজ করতে গিয়ে কী করা হয়েছে। কারণে কাজ করা ক্যানো হবে। স্বাভা দফতর এস্টিমেট মত টাকা দিয়ে দিয়েছে। এখন এগ্জিকিটিভ ইঞ্জিনিয়ারের ক্ষমতা এই টাকার কাজ কারোনে টেক্সার ছাড়া, তা যেন অনুমোদন করা হয়। শেষ পর্যন্ত ১৮ ডিসেম্বর মহাকরণের প্রজেক্ট ইউনিট থেকে আমবাসার এগ্জিকিউটিভকে বলা হচ্ছে চিঠি দিয়ে সাত দিনের মধ্যে নতুন ‘এস্টিমেট’ দেওয়ার জন্য। কয়েকমাস ধরে নোট চালাচালি, বিস্তারিত বিবরণ চাওয়া, আরেক

আংকা ধনীদের বিলাসিতায়!

● **প্রথম পাতার পর** – ইট, পাথর কংক্রিট, বালি এসব কিছুর মজুত থানা হচ্ছে শিশু কিশোরদের প্রানপ্রিয় এই এক চিলতে মাঠ। এসব আংকা ধনীর দল তাদের প্রাসাদের মশলা মাখার কাজটিও এই মাঠেই করছে। এখানেই শেষ নয় অনেকেইই প্রাসাদতুল্য বাড়ির সাথে রয়েছে দামী গাড়িও। কিন্তু সামনে সরকারি মাঠ থাকতে বাড়ীতে গ্যারেজ বানায় কোন গাধা ! ফলে গোটা মাঠ জুড়ে এবাড়ো খেবাড়ো অবস্থার পাশাপাশি কংক্রিটের ছোট ছোট টুকরা সহ ময়লা আবর্জনা়্য অবস্থা এমন যে এই মাঠে দৌড়ঝাঁপ করতে গেলে যেকোন সময় পা টোটির হয়ে রক্তপাত অবশ্যাজ্ঞাবী। তারপরও অরুণ দাস নামক একজন ক্রীড়াশিক্ষক মাঠট এক পাশে ৪০-৫০ জন শিশু কিশোরকে নিয়ে প্রত্যহ অপরাহতে যোগা ট্রেনিং সহ নানাবিধ শারীরিক কসরত করাতেন। এরজন্য প্রত্যহ মাঠের এই অংশটিকে ঝাড়ুই সাফাই করতে হত অরুণ বাবু এবং উনার ছাত্র ছাত্রীদের। কিন্তু গত কিছুদিন যাবত তাও করতে পারছেন তিনি। কারন বর্তমানে দৃশ্যতঃ উপার্জনহীন জনৈক অনিমেঘ সরকার নামের এক ব্যক্তি মাঠ সংলগ্ন তার বাড়িতে চারতলা বিল্ডিং বানাচ্ছেন। আর কোটি টাকার এই বিল্ডিং নির্মাণের যাবতীয় সামগ্রী মজুত থেকে শুরু করে ক্রেনার মেশিন বসিয়ে ইট ভাঙ্গার কাজ পর্যন্ত এই মাঠেই করছেন। এক্ষেত্রে কয়েক বছর শিক্ষা দফতর চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তাকর হিসেবে কাতানোর পর অকম্পাৎ চাকুরী ছেড়ে দেওয়া এই ব্যাক্তি কোটি টাকার রহস্য এখানে অপ্রাসঙ্গিক বলে সেই দিকের অবতারণা মূলতবি রাখা হল ভবিষ্যতের জন্য। বিগত বেশ কিছু দিন যাবৎ অনিমেঘ তার প্রাসাদ নির্মাণের জন্য মাঠটি ব্যবহার করছে কিন্তু মাঠটির কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ চান্দাইপাড়া দ্বাদশ স্কুল কর্তৃপক্ষ বরাবরের মতোই এবারো নিরব দর্শক। এই বিষয়ে স্কুলটির প্রধান শিক্ষক দয়ানন্দ দেবর্মাাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, প্রত্যেকদিনি তিনি মাঠে গিয়ে অনিমেঘ সরকারকে নিষেধ করেন কিন্তু উনার নিষেধ শুনছেনো। একটি দ্বাদশ স্কুলের ডেজিগনেটেট প্রধান শিক্ষকের পক্ষে যা অত্যন্ত লজ্জাকর ও হাস্যাস্পন্ন বক্তব্য। কারন একজন প্রধানশিক্ষক নিজে প্রত্যেকদিন গিয়ে উনার অধীনস্থ মাঠ অপব্যবহারে নিষেধ করছেন অথচ অপব্যবহারকারী তা গ্রহ্য করছে না , আবার তিনি ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদানুগ ব্যবস্থাও নিচ্ছেন না। এই গল্প কোন ভাবেই শুন্য থানো। তবে এলাকায় লোকশ্রুতি রয়েছে যে এই মালিক বিভিন্ন অবৈধ কাজে ব্যবহার করতে গিয়ে প্রধান শিক্ষক মহোদয়ের কামাই নাকি মন্দ নয়। দীর্ঘ প্রায় ৭ বছর যাবৎ দয়ানন্দ বাবু এই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের চেয়ারে। আর উনার কার্যকালেই মাঠটির অপব্যবহার সর্বাবধি। নেপথ্যে নাকি সেই অপকামাই। অর্থাৎ এলাকার শৈশব ও কৈশোরে ইট পাথরের স্থপে হারিয়ে যাওয়া পেছনে এখনো এসব স্বার্থাধীরা আংকা ধনীদের পাশাপাশি দয়ানন্দ বাবুর অবদানও কিছু কম নয়। এক্ষেত্রে দায় এড়াতে পারে না এলাকার কাউন্সিলর গন সহ নেতা - মাতকররাও।

● **প্রথম পাতার পর** – থেকে সোজা চলে আসবেন তারা গাঙ্গীঘাটে। এখানে জাতীয় নেতা-নেত্রীদের স্মৃতির উদ্দেশে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে এরা রওনা দেবেন কংগ্রেস ভবনের উদ্দেশে। এখানেই তাদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করবে প্রদেশ কংগ্রেস। এই অনুষ্ঠানে সুদীপ রায় বর্মণ, আশিশ কুমার সাহা ছাড়াও উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরার দায়িত্ব প্রাপ্ত ড. অজয় কুমার, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিং সিনহা এবং কংগ্রেস নেতা গোপাল রায়। এরপর তারা তাদের বক্তব্য রাখবেন। জানা গেছে, বিজেপি ছেড়ে দেওয়ার পর এই প্রথম প্রকাশ্যে মুখ খুলবেন সুদীপবাবু। তার সদ্য প্রত্য

শহরে বাইক র্যালি আজ

দলের প্রতি তিনি কী মনোভাব পোষণ করবেন দলের একাংশ নেতৃত্বের প্রতি তিনি কী বার্তা দেবেন, আগামী নির্বাচনের রূপরেখাই বা কী হতে পারে তা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করবেন সুদীপবাবু। তবে এটা ঘটনা, সুদীপ রায় বর্মণ, আশিশ কুমার সাহা’রা এদিন কার্যত শরীরে থাকবে রাষ্ট্র,প্রিয়াক্তা ও সুদীপের ছবি সমেত

সুএর দাবি, সুদীপবাবু’দের বিমানবন্দর থেকে ছেড়খোলা গাড়িতে তুলে নিয়ে আসা হবে শহরের বৃকে। তার সাথে থাকবে ধারাভাষ্যকারের গাড়ি। কবিতার লাইন আর আবেগি ভাষণে সেই ভাষ্যকারের গাড়ি

সামনের দিকে ছুটবে। তবে প্রতিক্রিয়াশীলদের বাড়াবাড়িতে এতকুর্ পিছুপা হবেন না প্রচার গাড়ি। কারণ, আরও দুটো প্রচার গাড়ি অপেক্ষমাণ তালিকায় থাকবে। একটিতে অঘটন ঘটলে পরের দুটো চালিয়ে যাবে সংগ্রামী ধারাভাষ্যকারের লড়াইটা। তবে বাইকপ্রদের শরীরে থাকবে রাষ্ট্র,প্রিয়াক্তা ও সুদীপের ছবি সমেত গেঞ্জি। শহরের বৃকে ৮ সেক্টরে বিজেপির র্যালিতে যেরকম মোটা লাঠি প্রদর্শিত হয়েছিলো এই ধরনের লাঠি থাকবে সুদীপ বাহিনীর হাতে। তার সাথে অবশ্যই থাকবে প্রতিরোধ করার মতো যাবতীয় শক্তি ও কৌশল।

মৃতদেহ নিয়ে অবরোধ

● **প্রথম পাতার পর** – বাজারে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা রাতে খুন হয়েছেন সিপিআইএম’র মৎসাজীবী শাখার কমরেড বেণু বিশ্বাস। বিধাকর্ষ সুধন দাসের অভিযোগ, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা রাতে বেণু বিশ্বাস স্থানীয় কলপর্য বাজারে গিয়েছিলেন। তখনই রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য জয়দেব সরকার, বিজেপি নেতা মালিক সরকার সহ স্থানীয় পাঁচ/ ছয়জন দম্ভুতিকারী বেণু’র উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের অভিযোগ, বেণু বিশ্বাস নাকি এলাকায় সিপিআইএম পার্টিকে শিষ্টশালী করছে। বার বার তাকে সতর্ক করা হলেও গোপনে গোপনে সে নাকি সিপিআইএম’র সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছে। ঠিক একই অভিযোগ এনে চার মাস আগে বেণু’র ভাই শানু বিশ্বাসকেও বেধড়ক পিটিয়েছিলো এই দম্ভুতিকারীরা। এরপর থেকেই শানুবাবু চিকিৎসাধীন। বৃহস্পতিবার বেণু বিশ্বাসকে হাতের কাছে পেয়েই প্রথমে ঘৃসি মেরে তাকে মাটিতে ফেলে মেরে জয়দেব সরকার, মালিক সরকার’রা। এরপর রাস্তার পাশে পড়ে থাকা বাঁশ, ইটের টুকরো, কাঠের টুকরো ইত্যাদি দিয়ে বেধড়ক পেটোতে গুরু করে তারা। চিংকার করতে করতে ছটফট করতে থাকলেও দম্ভুতিকারীরা পেটানো বদ্ধ করেনি। একসময় বেণু বিশ্বাস যখন নিস্তেজ হয়ে যায় তখনই অন্ধকারে মিলিয়ে যায় দম্ভুতিকারীরা। বাজারের এক কোণে পড়ে থাকে নিস্তেজ বেণু বিশ্বাস। পরে তার বাড়ির লোকজনকে খবর পেয়ে ছুটে এসে তাকে নিহানগর হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসকরা অবশ্য তাকে মালিক সরকারের কোনও সুযোগই পায়নি। পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তারা জানিয়ে দেন, হাসপাতালে আনার আগেই বেণু বিশ্বাস মৃত্যুব্র কোলো ঢাল পড়েছেন। শুক্রবার সকালে ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহটি তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তারা এই ঘটনার সঙ্গে তা স্থানীয় মানুষেরা প্রসেসেই দেখেছেন। কিন্তু এদিন সকালেও প্রত্যেক হামলাকারীই কলপর্য বাজারে বসে আড়া মারছে এবং মাঝে মাঝেই ফোড়ন কেটেছে, রাস্তা অবরোধ তুলে না নিলে বেণু বিশ্বাসের মতো আরও দু’চারটি লাশ ফেলে দেওয়া হবে। এদিন পিআরবাড়ি বাজার ওসিকে অভিভূতদেয়ে প্রেতখতার নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাক জীতেন্দ্র চৌধুরী। একে একে এলাকার বহু হামলার ঘটনার উল্লেখ করে জীতেনবাবু বলেন, কোনও একটি ঘটনার সঙ্গে যুক্তদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারেনি পুলিশ। উন্টো ঘটনা অভিযোগ করবে, নানাভাবে তাদেরকেই হরারনি করা হয়েছে। বেণু বিশ্বাসকে বৃহস্পতিবার রাতে প্রকাশ্যেই পিটিয়ে মেরেছে বিজেপির দম্ভুতিকারীরা। কিন্তু এদের নামধাম দিয়ে থানায় অভিযোগ করা হলেও পুলিশ নাকি ঘটনার সত্যতা খুঁজে দেখছে এবং কার সঙ্গে যুক্ত তাও খুঁজে বের করবে। অথচ যাদের নামে অভিযোগ তারা বাজারে হাঁটচাল করছে, নিষ্টি, সিঙ্গার। যাচ্ছে। পুলিশ নাকি তাদের খুঁজে পাচ্ছে না।

দফতরের টাকা দিয়ে দিচ্ছে, সরকারি দফতরে শৃঙ্খলা। প্রায় ছয় মাস ধরে ফাইল চালাচালি হচ্ছে ‘জরুরি কাজের জন্য’। প্রশ্ন উঠছে, এত ঘাঁটাঘাঁটি এখন চলাছে তখন যে হাসপাতালে কাজ চাচ্ছে, কাজ শেষ হয়ে যাচ্ছে, কাজ শেষ হয়ে গেছে, সেই খবর মহাকরণের ইউনিটে এসে পৌঁছাচ্ছে না কেন, সেখানে থেকে সিদ্ধান্ত

দিতেই আবার ‘এস্টিমেট’ করে দেওয়ার কথা, খোখান থেকে নেই কাজ শেষ হয়ে গেছে আরও দুই মাস আগে। পকেটে পকেটে ফোন, সরকারি টাকাও দেওয়া হয় ফোনের জন্য, তা এই কোভিডের মত জরুরি সময়ে এই খবর এসে পৌঁছায় না। গার্মিন্ট’র আইজুকুত এই অবস্থা। তাও অক্সিজেন প্ল্যান্টে মনে একটি বিষয়ে। কার দোষে সরকারি টাকা বেশি খরচ হয়, সেই প্রশ্ন উঠেছে। গণিশীল প্রশ্রাণানের এই অবস্থা। অরাজকতা, সরকার একশরীকরণ করলে এইমতই হয় বাক্য কথা শোনা যায়। খোয়াইয়ের প্ল্যান্টের সরবরাহ ক্ষমতা আর ছেলেটার প্ল্যান্টের ক্ষমতা এক না, এই কাজ একবার আগরতলায় জানানো হয়েছে ধনীরা থেকে। তখনও কেউ জানেন না প্ল্যান্টের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে, অথচ সেই প্ল্যান্টের কাবল নিয়ে আপত্তি আছে। সেটা বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে অনেকের মত। তারও অনেক পরে আবার এস্টিমেট করে দেওয়ার কাজ বলা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য আরও যে এত কিছুর পরেও ১৫ আগস্টের আগে প্ল্যান্ট কার্যকর হইনি। আমবাসার এগ্জিকিউটিভ ইনঞ্জিনিয়ার আবার এস্টিমেট করে দেওয়ার নির্দেশের জবাব দিয়ে লিখেছেন ২৮ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে মহাকরণের ইউনিটকে। লিখেছেন, ”জন মাসে আমাদের বলা হয়েছে ১৭ জুলাইয়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে, ১৫ আগস্ট ২০২১ উদ্বোধনের দিন ঠিক হয়েছে। তখন আমাদের কেউই, আপনার অফিসও প্ল্যান্টের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন জানতেন না। এমনকি আমরা প্ল্যান্টের সাইজও জানতাম না, আমবার অফিস থেকেও কোনও পরামর্শ দেওয়া হয়নি। এই অবস্থায় আগরতলার আই ই এগ্জিকিউটিভ অফিসের সাহায্য নেই, যদিও প্ল্যান্টের ক্ষমতা ছাড়া শুধু কাবলের সাইজ জানিয়ে ২৫.০৬.২০২১ তারিখের এবিএডি-আরসি(ক্যাপার হসপিটাল) —র মেডিক্যাল সুপার’র একটি রিকুজিশন লেটার ছাড়া তাদের (আই ই-আগরতলা) থেকে আর কোনও সাহায্য পাইনি। এলাটিভ’র পিডব্লুডি(আর এন্ড ভি)-র এগ্জিকিউটিভ ইনঞ্জিনিয়ার’র একটি রিকুজিশন লেটার পেয়েছিলাম, যেখানে বলা হয় যে প্ল্যান্ট হবে ২৫-৫০০ পিএমএল’র, টিনাটি বড় মাপের এগজার্ট ক্যান লার্গের। আমরা উপরওয়াল্য মত তাড়াতাড়ি সত্ৰব কাজটি শেষ করতে পারেন। এই অবস্থায় স্থানীয় একটি সন্থাটিকে দিয়ে মালপত্র কিনেছি। ২০২১ বালের অক্টোবরকে প্ল্যান্ট বসানো হয় এবং কাজও শুরু করে। কর্তৃপক্ষকে তা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজ শেষ হওয়ার পর যুক্তি অনুযায়ী কাজটি নিয়মিত করা হয়েছে,ফলে ওয়ার্ক চলার দেওয়া হয়েছে। এখন আর এস্টিমেট বদলানো যাবে না, তাতে সমস্যা দেখা দেবে। হাসপাতালে অক্সিজেন প্ল্যান্ট নিয়ে, সরবরাহ নিয়ে জনস্বার্থ মামলাও হয়েছে সেকেন্ড ওয়েবে।

চাকরি শীঘ্রই

● **প্রথম পাতার পর** – পরীক্ষা দিয়েছিলেন ১৬০ জন। পাশ করেছেন ১৪০ জন। মহাকরণ সুদে খবর, খুব শীঘ্রই তাদের অফার দেওয়া হবে। একই সাথে টেট উল্ট্রিদেরও চাকরি প্রক্রিয়া চলতি অর্থ বছরে শেষ করার জন্য বোড়াজুড়ে চলছে।

সিপিআইএম

● **প্রথম পাতার পর** – প্রশ্ন,সিপিআইএম নেতৃত্ব আগামী বিধানসভা ভোটে ক্ষমতায় ফিরে আসার স্বপ্ন দেখলেও এভাবে বিরোধী নীতি নিয়ে অগ্রসর হলে তা যে কোনওদিনই সম্ভব হবে না, এ বিষয়টিও সুস্পষ্ট করেছে। তাদের বক্তব্য, এখনই সময় কমরেডদের সংগঠিত করার, সাহস জোগানোর এবং দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করার। তা না করে হামলার ভয়ে পিছিয়ে এলে আগামী বিধানসভা ভাটে একই পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।

সূত্রটি আরও দাবি করেছে, সুদীপবাবুর বরণপর্বে অনেকেই যোগ দিতে পারেন। তার মধ্যে অন্যতম সদ্য সমাপ্ত আগরতলা পুরনিগের বেশ কয়েকজন তৃণমূলের বিজিত প্রার্থী, রাজা রাজনীতিতে বহু চর্চিত আশিস দাস এবং চমকের রাজনীতিতে বিজেপির অতিমামী নেতারা। তবে গত ২৪ ঘটায় রাজ্যের রাজনীতি যেন দিল্লিতে উত্তরণ বাড়িয়ে দিয়েছে। কারণ, ত্রিপ্রা মখা’র সুপ্রিমো প্রমোত কিশোর দেববর্মা দিল্লিতে অবস্থানকালে রণকৌশলের বৈঠকে শামিল হয়েছেন। তাইই শেষ ধরে শনিবারের বরণ পর্ব যেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের কাছে অন্যতম বিষয় হয়ে উঠলে।

জমি দখল

● **প্রথম পাতার পর** – করা হয়েছে। শিপ্রার দাবি, ৪০ বছর আগে বারশুর ১৭ গভা জায়গা কিনেছিলেন। এই জমিতে কৃষিকাজ করেন তারা। জমি পড়েছে পট্টনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।কয়েক বছর আগে একই প্রশ্নন , জিলা পরিষদের সদস্য অরিদুলা আচার্য, রিংকু দত্ত, হাতি পাড়ার পঞ্চায়েত সদস্য রাজকীরের নেতৃত্বে গ্রামেরই বখাটে হিসেবে পরিচি্ত সঞ্জীব দেবনাথ, সঞ্জীব বিন, প্রভু দেবনাথ, সুদন দেবনাথ মহিয়ার জমি জোর করে দখল নেয় বলে অভিযোগ। খন্দলকুত জমিতে প্রথমে পিলার বসানো হয়। প্রতিবাদ করলে নানাভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছে শিপ্রা দেবনাথের পরিবারের সদস্যদের। এখন বখাটে যুবকরা প্রধানের সহযোগিতায় সাত গজ জমি দখল করে বহু তোলাকাল শুরু করে দিয়েছে। বড় বড় গর্তও করা হয়েছে। প্রতিবাদ করার বৃহস্পতিবার শিপ্রার বাড়ির সবটিকেই হত্যার হুমকি দেওয়া হয়। তাতেক অসহ্য হয়ে পড়েন শিপ্রার শাশুড়ি আরতি দেবনাথ। তিনি এখন শয্যাশায়ী। শুক্রবার সকালে শিপ্রাদেবীর বাড়িতে থাকা সীমান্ত বেড়া ভেঙ্গে ফেলে দেয়। প্রতিবাদ করার আবারও মারতে আসে অভিযুক্তরা। বেড়া দিলে হত্যার হুমকি দিয়ে যায়। এই পরিস্থিতির মধ্যে আক্রান্ত পরিবারটি কিবার থেকে এয়ারপোর্ট থানায় যায়। লিখিত অভিযোগও ধার্য হয়। পুলিশ কিছুই করতে নারাজ। অভিযোগের সঙ্গে শিপ্রাদেবী জমির দলিলও জমা করেছেন থানায়। শমিক দলের প্রধান, জেলা পরিষদের সদস্য মিলে প্রকাশ্যে এইভাবে সাত গজ জমির ওপর দখল নেওয়ার ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। পার্শ্ববর্তী নতুননগর পঞ্চায়েত প্রধান শিলা দাস নেনকে এই ধরনের দুর্নীতির রক্ত বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করতে হয়। একই অবস্থায় পাশের পট্টনগর গ্রামে। প্রধানের দায়িত্ব হয় গ্রামের মানুষের পাশে থাকা। কিন্তু প্রধানের সহযোগিতায় জমি দেখখল হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

টিচিং স্টাফ

● **৬-এর পাতার পর** – দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন ব্যাকিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার নির্ধারিত ফি জমা দেবেন।

চাকরি

● **৬-এর পাতার পর** – অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাও হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির পক্ষে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন ব্যাকিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার নির্ধারিত ফি জমা দেবেন।

এপ্রেন্টিস

● **৬-এর পাতার পর** – ওয়েবসাইটে লগঅন করে দেখে নিতে হবে। প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপিএ-এর জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন ২২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ২২ ফেব্রুয়ারি।

গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নে গুরুত্ব

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি ।। সরকারি পরিকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সরকারের কর্তব্য। সংশ্লিষ্ট আধিকারিকগণ মুখ্যমন্ত্রীকে এই সড়ক নির্মাণ কৌশল ও প্রযুক্তিগত দিক সম্পর্কে অবহিত করে।

মুখ্যমন্ত্রী-সহ অন্যান্য অতিথিগণ নির্মিত সড়কটি পরিদর্শন করেন। সড়ক বিকাশে কাজ করে চলেছে এই সড়ক নির্মাণ কৌশল ও প্রযুক্তিগত দিক সম্পর্কে অবহিত করেন।

সহ সমস্ত ক্ষেত্রেই সহায়ক ভূমিকা নেবে। তিনি বলেন, সরকার মানেই জনগণ। তাই সরকার দ্বারা নির্মিত জনগণের জন্য উৎসর্গিত যেকোনও সম্পদের

থেকেই এই ১০১টি সব খাতুতে চলাচল উপযোগী পেভার রকের সড়ক জনগণের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। আজ এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, বিধায়ক বিনয় ভূষণ দাস, উক্তের ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাপতি ভবতোষ দাস, রাজস্ব দফতরের সচিব পুনীত আগরওয়াল, উক্তের ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার প্রমুখ। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এদিন উক্তের ত্রিপুরা জেলার তিলখৈতিতে প্রয়াত বিধায়ক তথা বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথের বাড়িতে যান। পারলৌকিক ক্রিয়ায় অংশ নিয়ে প্রয়াত বিধায়কের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন ও পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত বিধায়কের বিদেহি আত্মার সদগতি কামনা করেন। এরপর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশ্রী রামচাঁকুরের আবির্ভাব দিবসকে কেন্দ্র করে ধর্মগণের রামচাঁকুর সেবা মন্দিরে আয়োজিত পূণ্যতিথি উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করেন।

নিয়ন্ত্রণের পথে সংক্রমণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি ।। করোনার সংক্রমণ নিচের দিকেই। একই সঙ্গে দ্বিতীয় দিনেও করোনায় মৃত্যু শূন্য রাজ্য। শুক্রবার নতুন করে আরও ২২জনের শরীরে করোনা মারণ ভাইরাস পাওয়া গেছে। সব মিলিয়ে ৩ হাজার ৩১৭ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছিল। এদিন করোনামুক্ত হয়েছেন আরও ৯০ জন। সংক্রমণের হার ছিল দশমিক ৬৬ শতাংশ। রাজ্যের প্রায় সবক’টি জেলা নিয়ন্ত্রণে পথে করোনা। চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকা করোনা আক্রান্তের সংখ্যা নেমে দাঁড়িয়েছে ৩০৭জনে। স্বাস্থ্য দফতর শুক্রবার মিডিয়া বুলেটিনে জানিয়েছে, সুস্থতার হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৮.৭৮ শতাংশ। এদিকে দেশেও এদিন মৃত্যু এবং আক্রান্তের সংখ্যা অনেকটা নেমেছে। ২৪ ঘণ্টায় ৬৫৭ জন পজিটিভ রোগীর মৃত্যু হয়েছে।এই সময়ে আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে ৫৮ হাজার ৭৭ জন। যদিও হাসপাতর নাইট কারফিউ রাজ্যে জারি হয়েছে।

বিকল্প ঠিক করে উচ্ছেদ

দাবি সিপিআইএম’র

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি - হকারদের বিকল্প ব্যবস্থা করে উচ্ছেদ অভিযান করার দাবি করল সিপিএম পশ্চিম জেলা কমিটি। শুক্রবার পশ্চিম জেলা কমিটির সদস্যরা সিটি সেন্টারে গিয়ে মেয়র দীপক মজুমদারে সঙ্গে দেখা করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ শংকর প্রসাদ দত্ত, প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র সমর চক্রবর্তী, অমল চক্রবর্তী সমেত অনার্য। এর আগে সিপিএমের এক প্রতিনিধি দল মানিক দের নেতৃত্বে বাঁশ বাজার ঘুরে দেখেন। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দীর্ঘ কথা বলেন। শহরের কাছে বিকল্প ব্যবস্থা করে উচ্ছেদ অভিযানের দাবি করেছেন প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে। এদিন, মেয়রের কাছে ডেপুটিন্স দিয়ে বেরিয়ে আসার পর শংকর প্রসাদ দত্ত বলেন, হকারদের বিকল্প ব্যবস্থা না করে সরিয়ে দেওয়া আহছে। আমরা এদিন রীয়েী শহরকে সুন্দর করার কাজে পাশে থাকব। কিন্তু সুন্দর করার নামে যাতে মানুষের ক্ষতি না হয়। আগে সরকার মানুষের সঙ্গে কথা বলে বিকল্প ব্যবস্থা করে দখলমুক্ত করত। মানুষের সঙ্গে আলোচনা করছে না এখানের পুর নিগম। যে কারণে গরিবরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। আমরা মেয়রের কাছে দাবি করেছি, বিকল্প ব্যবস্থা করতে। বাঁশ বাজারের ব্যবসায়ীদেরও তুলে দেওয়ার কথা বলা হবে। এখান থেকে মানুষ প্রয়োজনে বাঁশ সংগ্রহ করে। ডিভিশন বেধে বাঁশ ব্যবসায়ীরা মামলা করেছিলেন। ডিভিশন বেধে স্থগিতাশেষ দিয়েছে। আপাতত স্থিতবস্থা বজায় রাখতে বলছে। এরপরও পুর নিগম বাঁশ ব্যবসায়ীদের উঠে যেতে নোটিস দিয়েছে। শহরের কাছে বাঁশ ব্যবসায়ীদের বসার থাকে জায়গা দিতে হবে। শহর থেকে ১০ -১২ কিলোমিটার দূরে গিয়ে ব্যবসা হবে না। সিপিএম পশ্চিম জেলার পক্ষ থেকে এদিন মেয়রের কাছে এই দাবি কর হয়েছে।

প্রায় ৪ বছর পর কমলপুরে বামদের মিছিল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলপুর, ১১ ফেব্রুয়ারি ।। সরকার পরিবর্তনের পর প্রথমবার কমলপুরের রাস্তায় নেমে মিছিল করল বাম নেতা-কর্মীরা। সরকার পরিবর্তনের পর বেশ কয়েকবার তাদের দলীয় অফিসে হামলা হয়েছে। এমনকী নেতাদের বাড়িতেও হামলা হয়েছিল। কমলপুরের প্রবীণ সিপিআইএম নেতা রঞ্জিত ঘোষকে রাস্তায় ফেলে পিটিয়ে ছিল দুকুতিরা। প্রতিটি ঘটনার পর অভিযোগের আঙ্গুল উঠেছিল শাসক পক্ষের দিকে। একের পর এক হামলা-হুম্মতির জেরে গত প্রায় ৪ বছর ধরে সিপিআইএম’র প্রকাশ্য কোন কর্মসূচি দেখা যায়নি। তবে শেষ পর্যন্ত শুক্রবার তারা রাস্তায় নেমেছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় এদিন সকাল ৬টায় মিছিল করেন বাম নেতা-কর্মীরা। বিগত দিনের ঘটনাগুলির জন্যই একেবারে সকালে মিছিলের

পঠনপাঠন লাটে রাজধানীর বনেদি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি - রাজ্যের শিক্ষা দফতরের চরম গাফিলতির কিংবা উদাসীনতায় ইংরেজি মাধ্যম স্কুল গুলির একাংশের পঠনপাঠন লাটে উঠেছে। এই স্কুলগুলি কিভাবে চলছে, সেখানে কোথায় কি সমস্যা তা দেখার সময় নেই বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরের তথাকথিত মাথা মোটা অধিকারিকদের। ইতিমধ্যেই মন্ত্রী বাড়ি রোডের উমাকান্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের দুর্দশা পরপ্রকায় প্রকাশিত হয়েছে। এবার আরও একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের দুর্দশার তুলে ধরা হচ্ছে। রাজধানীর একেবারে প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত মহাদ্বা গান্ধী মেমোরিয়াল দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ইংলিশ মিডিয়াম শাখাটি চরম অব্যবস্থার মধ্যেই চলছে। রাজ্যের শিক্ষা দফতরের একান্তিক চেষ্টার ফলে গত বছর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলটি চালু হলেও এক বছরের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে এই স্কুলের পঠনপাঠনের কোনো পরিবেশ নেই। বর্তমানে ক্লাস ওয়ান পর্যন্ত ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্র ছাত্রীরা এখানে নামকাওয়াস্তে পড়াশোনা করছে। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের অনেকেরই অভিযোগ, স্কুলে ঠিকমতো মিত-ডে-মিল দেওয়া হচ্ছে না।কোভিড সংক্রান্ত পরিস্থিতিতে অন্যান্য ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে

চাল- ডাল দেওয়া হলেও স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সেটি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এই ব্যাপারে ওই সময়ে কোনপ্রকার নোটিশ স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে অভিভাবকদের জানানো হয়নি। কেন কোভিডজনিত পরিস্থিতির সময় ছাত্র-ছাত্রীদের মিত-ডে-মিল প্রদান করা হয়নি সে সম্পর্কে রহস্য সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, এই স্কুলে ইংলিশ মিডিয়াম বিভাগে নিয়মিত ক্লাস টিচাররা আসেন না এবং ক্লাসও হয় না। যে সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন তাদের একটা অংশ মাঝেমধ্যে গল্পগুজব করেই সময় কাটিয়ে দিচ্ছেন।অভিভাবকদের তরফে জানা গেছে, গত একবছরের জেনারেল নলেজ এবং স্পোকেন ইংলিশের ক্লাস শুধুমাত্র একদিন নেওয়া হয়েছে। স্কুলের ক্লাস ওয়ানের ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যাপারটিতেও স্কুল কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট চিলেমিল মনোভাব লক্ষ্য করা গেছে। স্কুলের মধ্যে আরেকটি ব্যাপার চলছে যা নিয়ে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরা তিতিবিরস্ত। বিশেষ করে সরকারি স্কুলে ভোশেনশন প্রথা না থাকলেও এই স্কুলে ভোশেনশন হিসাবে দেশি টাকা প্রতি মাসে দিতে হচ্ছে। বাইরে থেকে অস্থায়ীভাবে এক শিক্ষককে নিয়োগ করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার অধিকার আইন অনুযায়ী এই

সিস্টেমে একেবারেই বেআইনি অথচ এই স্কুলে এসমস্ত কার্যকলাপ চলছে। সরকারি স্কুলে কেন ভোশেনশন চলবে সেটা নিয়ে জিজ্ঞাসা রয়েছে অভিভাবকদের। জানা গেছে, অভিভাবকদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র কর্পোত সব সময় স্কুলের কাজ ছাড়া ব্যক্তিগত কাজ অর্থাৎ প্রাইভেট টিউশিনতেই বেশি ব্যস্ত থাকছেন। অভিভাবকদের অভিযোগ মূলত এই সমস্ত নানা কারণের পরিপ্রেক্ষিতে ক্লাস ওয়ানের তিনটি সেকশনের ১৩০জন ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ রীতিমতো অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। স্কুলে যদি নিয়মিত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরদারি করতেন তাহলে হয়তো মিত-ডে-মিল সংক্রান্ত এবং ভোশেনশন সংক্রান্ত ভুলত্রুটি কিংবা কার্যকলাপ চলাতো না। অভিভাবকদের বক্তব্য বিভাগীয় দফতরের চরম উদাসীনতায় ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলিতে গুণগত মানের শিক্ষা প্রদান ব্যবস্থা সম্ভব হচ্ছে না। রাজ্য সরকার ঢাক-ঢোল পিটিয়ে এক্ষেত্রে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলির উদ্বোধন করলেও দেখা গেছে অধিকাংশ স্কুলের পরিকাঠামোগত সমস্যা খুঁজে ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতের পক্ষে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

যোগেন্দ্রনগর-আড়ালিয়ায় পুলিশ পাঠাচ্ছে না এসপি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি - অবৈধ মাদক বোচা-কেনার বড়োসড়ো আড়ত হয়ে উঠেছে যোগেন্দ্রনগর ও আড়ালিয়া। যোগেন্দ্রনগরের নিশানপাড়ার হারানন নিজের বাড়ির মধ্যে চালিয়ে যাচ্ছে অবৈধ বিলিতি মদের ব্যবসা। গত কুড়ি বছর ধরে তার এই ব্যবসা। তার বাড়ির লাগোয়া মাঠ পুরোটাই হয়ে উঠেছে উন্মুক্ত বার। এই মাঠ থেকে মাদ্র কয়েক মিনিটের পথে শাসক দলের নবনির্বাচিত কাউন্সিলরের বাড়ি। দিনরাত এখানে মদ্যপায়ীদের লাইন লেগে থাকে। অন্যদিকে আড়ালিয়া পঞ্চবটি বাজারের বিষ্ণু প্রায় এক দশক ধরে তার বেআইনি মদ্যে ব্যবসা দেখানো বসন্তে চালিয়ে যাচ্ছে। এই দুই মদ ব্যবসায়ীদের কারণে এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলার পরিবেশ রীতিমতো নষ্ট হয়ে পড়েছে। চুরি-ডাকাতি স্থানীয় এলাকার মধ্যে অস্বাভাবিক মাত্রায় বেড়ে গেছে। এক্ষেত্রে সদস্যদের মজার ব্যাপার হলো। কলেজটিলা আউটপোস্টের তরফে বিশেষ কোন অভিযান কখনোই চালানো হচ্ছে না। বর্তমানে কলেজ টিলা আউটপোস্টের দায়িত্বে রয়েছেন ওসি অরিন্দম রায়। গত ছয় মাস ধরে তিনি এই এলাকাগুলোতে টহলদারি করেননি। বিশেষ করে এই সমস্ত এলাকার অলিগলিতে গত সেকো মাস ধরে মোবাইল টহলদারি লক্ষ্য করা যায়নি। কেন এই নিক্তিয়াজ সোটা মানুষ বুঝতে পারছেন। মদ ব্যবসায়ীদের এই সমস্ত দুর্দমের ফলে সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হওয়ায় কিছুদিন আগে স্থানীয় বিধায়ক অবৈধ মদ বিরোধী অভিযানে নামতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু দেখা গেল এই অভিযান শেষ হতে না হতেই আবারো চাঙ্গা হয়ে উঠেছে অবৈধ মদ্যের ব্যবসা। সুত্রে জানা গেছে, বিধায়কের সঙ্গে যারা অভিযানে নেমেছিল তাদের কেউ কেউ হারানন এবং বিষ্ণুর কাছ থেকে মাসে মাসে কমিশন পেয়ে থাকায় এই ব্যবসাকে নিমূল করা সম্ভব হচ্ছে না। সে যাই হোক, পুলিশ নির্লিপ্ততায় এবং একাশ্রে সুবিধাবাদীর নেতার কারণে প্রতাপাড়া বিধানসভার এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলটিতে অপরাধমূলক ঘটনাবলী আটকানো সম্ভব হচ্ছে না। কোনো সন্দ্ব্ধার পর থেকে যোগেন্দ্রনগর এবং আড়ালিয়ার বেশ কিছু অঞ্চল চলে যাচ্ছে সমাজবিরোধীদেরই হাতে।

উদ্ধার দলিত তরুণীর মাটিচাপা দেহ

লখনউ, ১১ ফেব্রুয়ারি ।। মাস দু’য়েক আগে নিখোঁজ হওয়ার পরেই তাঁর মা থানায় অভিযোগ জানিয়েছিলেন সমাজবাদী পার্টির প্রাক্তন মন্ত্রী ফতে বাহাদুর সিংহ এবং তাঁর ছেলে রাজ্যেলের বিরুদ্ধে। উন্মোচনে নিখোঁজ সেই ২২ বছরের দলিত তরুণীর মাটি-চাপা দেহ ফতে বাহাদুরের আশ্রমের পার্শ্ব থেকে উদ্ধার করা হয়। তদন্তের ভারপ্রাপ্ত উত্তরপ্রদেশ পুলিশের ‘এসওজি টিম’-এর তরফে জানানো হয়েছে, প্রাথমিকভাবে এটি অপহরণ এবং খুনের ঘটনা বলে মনে করা হচ্ছে। মূল সন্দেহভাজন রাজ্যেলকে গ্রেফতার করে জেবা করা হচ্ছে। উন্মোচনের পুলিশ সুপার শশীশেখর সিংহ বলেন, “মোবাইল টাওয়ার লোকেশন চিহ্নিত করে আমরা আশ্রমের পাশে একটি ফাঁকা খিল থেকে নিখোঁজ তরুণীর দেহ উদ্ধার করেছি।” পুলিশ সুত্রের খবর, গত ৮ ডিসেম্বর ওই তরুণী নিখোঁজ হওয়ার পরেই তাঁর মা থানায় ফতে বাহাদুর এবং রাজ্যেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। ২৪ জানুয়ারি এসপি প্রধান অখিলেশ যাদবের গাড়ির সামনে গায়ে আঙন লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন ওই দলিত তরুণী মা। উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা ভোটপর্ব শুরু পরেই এই দেহ উদ্ধারের ঘটনা রাজনৈতিক মাত্রা পেয়েছে।

প্রায় ৪ বছর পর কমলপুরে বামদের মিছিল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলপুর, ১১ ফেব্রুয়ারি ।। সরকার পরিবর্তনের পর প্রথমবার কমলপুরের রাস্তায় নেমে মিছিল করল বাম নেতা-কর্মীরা। সরকার পরিবর্তনের পর বেশ কয়েকবার তাদের দলীয় অফিসে হামলা হয়েছে। এমনকী নেতাদের বাড়িতেও হামলা হয়েছিল। কমলপুরের প্রবীণ সিপিআইএম নেতা রঞ্জিত ঘোষকে রাস্তায় ফেলে পিটিয়ে ছিল দুকুতিরা। প্রতিটি ঘটনার পর অভিযোগের আঙ্গুল উঠেছিল শাসক পক্ষের দিকে। একের পর এক হামলা-হুম্মতির জেরে গত প্রায় ৪ বছর ধরে সিপিআইএম’র প্রকাশ্য কোন কর্মসূচি দেখা যায়নি। তবে শেষ পর্যন্ত শুক্রবার তারা রাস্তায় নেমেছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় এদিন সকাল ৬টায় মিছিল করেন বাম নেতা-কর্মীরা। বিগত দিনের ঘটনাগুলির জন্যই একেবারে সকালে মিছিলের

আয়োজন করা হয়। কারণ তারাও জানেন পরবর্তী সময় মিছিল হলে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে তারা একেবারে প্রস্তুত। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর পেশ করা বাজেটের বিরোধিতায় সারা রাজ্যে

বিক্ষোভ মিছিল এবং সভা সংগঠিত হয়। যার নেতৃত্বে ছিলেন সিপিআইএম কমলপুর মহকুমা কমিটির সম্পাদক অঞ্জন দাস।



উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যণীয়। দীর্ঘদিন পর রাস্তায় নেমে মিছিলের মধ্য দিয়ে বামেরা জানান দিয়েছে তারা এখনও হারিয়ে যায়নি। সুযোগ পেলেই

বিক্ষোভ প্রদর্শন কর ছে সিপিআইএম। শুক্রবার কমলপুর এবং মরাছড়া অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে বাজেটের প্রতিবাদে

সবচেয়ে অবাক করার বিষয় হলো এই প্রথম কমলপুরে প্রকাশ্যে সিপিআইএম’র কোন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুরু মানিকের গোপন বৈঠক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁটালিয়া, ১১ ফেব্রুয়ারি ।। বিভিন্ন সময় দলীয় অনুষ্ঠানে ভাষণ রাখতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার অভিযোগ করেন তাকে নিজ বিধানসভা এলাকায় যেতে দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু গত দু’দিন ধরে সোনামুড়াতেই অবস্থান করছেন বিরোধী দলনেতা। দলীয় সূত্র অনুযায়ী দলীয় কাজেই তার সম্ভব। বিভিন্ন এলাকার দলীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ে পৃথক পৃথকভাবে বৈঠক করেছেন মানিক সরকার। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দলীয় কর্মীদের কি করা উচিত সেই বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। এখন প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি সব মহকুমায় গিয়ে এভাবে দলীয় নেতাদের সাথে বৈঠক করবেন মানিক সরকার? জানা গেছে, বঙ্গনগর, নলছড়ার দলীয় নেতাদের সাথে গত ১০ ফেব্রুয়ারি তিনি দিনভর বৈঠক করেন। আর শুক্রবার ধনপুর এবং সোনামুড়ার বিধানসভা কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের নিয়ে বৈঠক করেন। দলীয় সূত্র অনুযায়ী মানিক সরকার দলীয় নেতা-কর্মীদের পরামর্শ দিয়েছেন তারা যেন মানুষের সাথে নিবিড় সম্পর্ক চালিয়ে যান। কারণ, সাধারণ মানুষ জোট সরকারের উপর একেবারে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। গত ৪ বছরের অভিজ্ঞতায় রাজ্যব্যপী অনেকেকিছু দেখেছে এবং শিখেছে। এখন মানুষকে একাধক করে আন্দোলনের ময়দানে নিয়ে আসার প্রয়োজন। সেই বিষয়টি নেতা-কর্মীদের বুঝিয়ে চলেছেন বিরোধী দলনেতা। পরিস্থিতি যেনাই হোক না কেন বারপাহীরা লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে পিছপা হবে না তা মানুষকে বোঝানোর পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। সোনামুড়া, ধনপুর এবং বঙ্গনগর আসনটি ২০১৮ সালের নির্বাচনে বামদের দখলে থাকলেও মেলাঘর, নলছড়-সহ আশপাশের এলাকাগুলিতে দলের শক্তি বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এক কথায় ২৩’র লক্ষে এখন থেকেই ময়দানে নেমে পড়েছেন মানিক সরকার-সহ গোটা বাম শিবির।

অন্য ছবি টিডিএফ’র

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি ।। পাহাড়ে টিডিএফ মাটি ধরে রেখেছে বলে পূজন বিশ্বাসদের দাবি। কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসা পূজন বিশ্বাসরা পাহাড়কে ভিত্তি করে তাদের নতুন রাজনৈতিক দল টিডিএফ’র শক্তি বাড়ালে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে টিডিএফ তাদের নিজের দক্ষশিল করতে সক্ষম হচ্ছে ভোটারদের। এমনই একটি দলে যোগদান কর্মসূচি সংগঠিত হলো কাঞ্চনপুরে। সেখানে ১০০



জন ভোটার যোগ দিয়েছে বলে দাবি করেন পূজন বিশ্বাস। তিনি এও দাবি করেন, বিভিন্ন জায়গায় কর্মসূচি সংগঠিত করে যথেষ্ট সাড়া পাচ্ছেন। আগরতলা ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় টিডিএফ তাদের ধারাবাহিক কর্মসূচি পালন করে আসছে। গত কয়েকদিন ধরে পাহাড়ের বিভিন্ন বিষয়কে যুক্ত করে টিডিএফ প্রচার তেজি করছে। ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে টিডিএফ কোনদিকে ঝুঁকে পড়ে সেটা সময়ই বলবে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ১১ ফেব্রুয়ারি ।। জলের অপর নাম জীবন। তাই জল নিয়ে জালিয়াতির অর্থ হল জীবন নিয়ে জালিয়াতি। আর ধলাই জেলায় এই জীবন নিয়ে জালিয়াতি একটু বেশি পরিমাণেই হচ্ছে। যত্রতত্র বাঙালি ছাত্রার ন্যায় গরিয়ে উঠেছে খনিজযুক্ত পরিষৃত (?) পানীয় জলের কারখানা। কোন প্রকার সরকারি অনুমতিপত্র ছাড়া গরিয়ে উঠা এসব নাম-গোহাশ্রী কারখানায় সাগ্রহি কিংবা নদী নালার জল মোটর দিয়ে তুলে শত শত লেগেলবিরহী জার ভর্তি করে বাজার জাত করা হচ্ছে। আর সামান্য বেশী মুনাফার জন্য দোকানি এ জল গ্রাহকদের খাওয়াচ্ছে। আর গ্রাহকেরা ন্যায্য পয়সা দিয়ে জীবাবুমুক্ত জল কিনে যাচ্ছে আর এরমাধ্যমে নিজের অজান্তেই মানুষ বিভিন্ন জলবাহিত রোগের পাশাপাশি মৃত্যুকেও দাওয়াত দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে সাধারণ প্রশাসন সমেত সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকরা নীরব দর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করায় জীবন নিয়ে জালিয়াতির কারবারিরা বাড়তি উৎসাহ নিয়ে তাদের কর্মধারা চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি উচ্চ আদালতের দাবদানিতে খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক ডঃ বিষ্ণুপদ জমাতিয়া, ধলাই জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ সুভাষ বড়ুয়া, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ আরা পেলা কলিই এবং জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধি চন্দ্রজয় রিয়াংকে নিয়ে গঠিত একটি দল ধলাই জেলায় নামকাওয়াস্তে একটি অভিযান চালিয়েছে। গত ২৪ এবং ২৫ জানুয়ারি দুই দিনে এরা জেলার মোট দশটি জল কারখানায় হানা দেয়। এরমধ্যে মাত্র তিনটি কারখানার ঠিকঠাক কাগজ পত্র পাওয়া যায়। বাকি সাতটিরই এফ এস এস এ আই লাইসেন্স, বিআইএস লাইসেন্স ইত্যাদি ঠিকঠাক পায়নি। এর মধ্যে সর্বাধিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে কুলাই পূর্বনালীছড়া গ্রামের নবগ্রাম এলাকায় অবস্থিত মালতি আকুয়া নামের কারখানা। জনৈক মলয় পালের মালিকানাধীন এ কারখানার না আছে এফ এস এস

এ আই লাইসেন্স, না আছে বিআইএস লাইসেন্স। আছে শুধু কয়েক হাজার কুড়ি লিটার মাপের লেবল বিহীন জার আর মোটর পাম্প এবং কর্ক সিল করার মেশিন। গত পাঁচ বছরেরও বেশি সময় যাবৎ প্রত্যহ শত শত জার ভর্তি করে তা নিজেদের গাড়ি দিয়ে জেলার প্রত্যেকটি হাটে-বাজারে নান্যও বন্ধ হয়নি, হবেও না। তার প্রতিবেশীদেরই অভিযোগ হল প্রতিবেদিনি সকাল নয়টার আগেই গাড়ি বোকাই হয়ে বেরিয়ে যায় কয়েকশত জার জল। এই তথ্য জেলা স্বাস্থ্য অধিকারিক ডঃ সুভাষ বড়ুয়াকে জানালে আধিকারিক ছাড়া উনার কিছুই করার নেই। কি অবাক করা বক্তব্য, সরকারি নোটিশ দিয়ে বন্ধ করা জল কারখানা নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে দোদার জল সরবরাহ করছে যার অভিযোগ পাওয়ার পরও একজন জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকে কিছু করার নেই। অথচ বিশেষজ্ঞ মহলের বক্তব্য হল, জলের মতো স্পর্শকাচের দ্রব্যের ক্ষেত্রে এই রূপ জালিয়াতির বিরুদ্ধে দৃষ্টি ধরিয়েই দায়িত্ব শাসন করে ঐ বিশেষ তদন্তকারী দল। কিন্তু দীর্ঘ ৫ বছর যাবৎ মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করা ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ মামলা এবং গ্রেফতার জরুরি ছিল। বিভিন্ন মহলের মতে, এইরূপ জল জালিয়াতির অপরাধ কলকাতার জল বিভাগের দায়িত্বে থাকা জলকারখানা বা আইনি ব্যবস্থা নেয়নি। কেবল কারখানা বন্ধ করার জন্য একটি নোটিশ ধরিয়েই দায়িত্ব শাসন করে ঐ বিশেষ তদন্তকারী দল। কিন্তু দীর্ঘ ৫ বছর যাবৎ মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করা ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ মামলা এবং গ্রেফতার জরুরি ছিল। বিভিন্ন মহলের মতে, এইরূপ জল জালিয়াতির অপরাধ কলকাতার জল বিভাগের দায়িত্বে থাকা জলকারখানা বা আইনি ব্যবস্থা নেয়নি। কেবল কারখানা বন্ধ করার জন্য একটি নোটিশ ধরিয়েই দায়িত্ব শাসন করে ঐ বিশেষ তদন্তকারী দল। কিন্তু দীর্ঘ ৫ বছর যাবৎ মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করা ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ মামলা এবং গ্রেফতার জরুরি ছিল। বিভিন্ন মহলের মতে, এইরূপ জল জালিয়াতির অপরাধ কলকাতার জল বিভাগের দায়িত্বে থাকা জলকারখানা বা আইনি ব্যবস্থা নেয়নি। কেবল কারখানা বন্ধ করার জন্য একটি নোটিশ ধরিয়েই দায়িত্ব শাসন করে ঐ বিশেষ তদন্তকারী দল। কিন্তু দীর্ঘ ৫ বছর যাবৎ মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করা ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ মামলা এবং গ্রেফতার জরুরি ছিল। বিভিন্ন মহলের মতে, এইরূপ জল জালিয়াতির অপরাধ কলকাতার জল বিভাগের দায়িত্বে থাকা জলকারখানা বা আইনি ব্যবস্থা নেয়নি। কেবল কারখানা বন্ধ করার জন্য একটি নোটিশ ধরিয়েই দায়িত্ব শাসন করে ঐ বিশেষ তদন্তকারী দল। কিন্তু দীর্ঘ ৫ বছর যাবৎ মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করা ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ মামলা এবং গ্রেফতার জরুরি ছিল। বিভিন্ন মহলের মতে, এইরূপ জল জালিয়াতির অপরাধ কলকাতার জল বিভাগের দায়িত্বে থাকা জলকারখানা বা আইনি ব্যবস্থা নেয়নি। কেবল কারখানা বন্ধ করার জন্য একটি নোটিশ ধরিয়েই দায়িত্ব শাসন করে ঐ বিশেষ তদন্তকারী দল। কিন্তু দীর্ঘ ৫ বছর যাবৎ মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করা ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ মামলা এবং গ্রেফতার জরুরি ছিল। বিভিন্ন মহলের মতে, এইরূপ জল জালিয়াতির অপরাধ কলকাতার জল বিভাগের দায়িত্বে থাকা জলকারখানা বা আইনি ব্যবস্থা নেয়নি। কেবল কারখানা বন্ধ করার জন্য একটি নোটিশ ধরিয়েই দায়িত্ব শাসন করে ঐ বিশেষ তদন্তকারী দল। কিন্তু দীর্ঘ ৫ বছর যাবৎ মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করা ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ মামলা এবং গ্রেফতার জরুরি ছিল। বিভিন্ন মহলের মতে, এইরূপ জল জালিয়াতির অপরাধ কলকাতার জল বিভাগের দায়িত্বে থাকা জলকারখানা বা আইনি ব্যবস্থা নেয়নি। কেবল কারখানা বন্ধ করার জন্য একটি নোটিশ ধরিয়েই দায়িত্ব শাসন করে ঐ বিশেষ তদন্তকারী দল। কিন্তু দীর্ঘ ৫ বছর যাবৎ মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করা ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ মামলা এবং গ্রেফতার জরুরি ছিল। বিভিন্ন মহলের মতে, এইরূপ জল জালিয়াতির অপরাধ কলকাতার জল বিভাগের দায়িত্বে থাকা জলকারখানা বা আইনি ব্যবস্থা নেয়নি। কেবল কারখানা বন্ধ করার জন্য একটি নোটিশ ধরিয়েই দায়িত্ব শাসন করে ঐ বিশেষ তদন্তকারী দল। কিন্তু দীর্ঘ ৫ বছর যাবৎ মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করা ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ মামলা এবং গ্রেফতার জরুরি ছিল। বিভিন্ন মহলের মতে, এইরূপ জল জালিয়াতির অপরাধ কলকাতার জল বিভাগের দায়িত্বে থাকা জলকারখানা বা আইনি ব্যবস্থা নেয়নি। কেবল কারখানা বন্ধ করার জন্য একটি নোটিশ ধরিয়েই দায়িত্ব শাসন করে ঐ বিশেষ তদন্তকারী দল। কিন্তু দীর্ঘ ৫ বছর যাবৎ মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করা ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ মামলা এবং গ্রেফতার জরুরি ছিল। বিভিন্ন মহলের মতে, এইরূপ জল জালিয়াতির অপরাধ কলকাতার জল বিভাগের দায়িত্বে থাকা জলকারখানা বা আইনি ব্যবস্থা নেয়নি। কেবল কারখানা বন্ধ করার জন্য একটি নোটিশ ধরিয়েই দায়িত্ব শাসন করে ঐ বিশেষ তদন্তকারী দল। কিন্তু দীর্ঘ ৫ বছর যাবৎ মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করা ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ মামলা এবং গ্রেফতার জরুরি ছিল। বিভিন্ন মহলের মতে, এইরূপ জল জালিয়াতির অপরাধ কলকাতার জল বিভাগের দায়িত্বে থাকা জলকারখানা বা আইনি ব্যবস্থা নেয়নি। কেবল কারখানা বন্ধ করার জন্য একটি নোটিশ ধরিয়েই দায়িত্ব শাসন করে ঐ বিশেষ তদন্তকারী দল। কিন্তু দীর্ঘ ৫ বছর যাবৎ মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করা ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ মামলা এবং গ্রেফতার জরুরি ছিল। বিভিন্ন মহলের মতে, এইরূপ জল জালিয়াতির অপরাধ কলকাতার জল বিভাগের দায়িত্বে থাকা জলকারখানা বা আইনি ব্যবস্থা নেয়নি। কেবল কারখানা বন্ধ করার জন্য একটি নোটিশ ধরিয়েই দায়িত্ব শাসন করে ঐ বিশেষ তদন্তকারী দল। কিন্তু দীর্ঘ ৫ বছর যাবৎ মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করা ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ মামলা এবং গ্রেফতার জরুরি ছিল। বিভিন্ন মহলের মতে, এইরূপ জল জালিয়াতির অপরাধ কলকাতার জল বিভাগের দায়িত্বে থাকা জলকারখানা বা আইনি ব্যবস্থা নেয়নি। কেবল কারখানা বন্ধ করার জন্য একটি নোটিশ ধরিয়েই দায়িত্ব শাসন করে ঐ বিশেষ তদন্তকারী দল। কিন্তু দীর্ঘ ৫ বছর যাবৎ মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করা ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ মামলা এবং গ্রেফতার জরুরি ছিল। বিভিন্ন মহলের মতে, এইরূপ জল জালিয়াতির অপরাধ কলকাতার জল বিভাগের দায়িত্বে থাকা জলকারখানা বা আইনি ব্যবস্থা নেয়নি। কেবল কারখানা বন্ধ করার জন্য একটি নোটিশ ধরিয়েই দায়িত্ব শাসন করে ঐ বিশেষ তদন্তকারী দল। কিন্তু দীর্ঘ ৫ বছর যাবৎ মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করা ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ মামলা এবং গ্রেফতার জরুরি ছিল। বিভিন্ন মহলের মতে, এইরূপ জল জালিয়াতির অপরাধ কলকাতার জল বিভাগের দায়িত্বে থাকা জলকারখানা বা আইনি ব্যবস্থা নেয়নি। কেবল কারখানা বন্ধ করার জন্য একটি নোটিশ ধরিয়েই দায়িত্ব শাসন করে ঐ বিশেষ তদন্তকারী দল। কিন্তু দীর্ঘ ৫ বছর যাবৎ মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করা ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ মামলা এবং গ্রেফতার জরুরি ছিল। বিভিন্ন মহলের মতে, এইরূপ জল জালিয়াতির অপরাধ কলকাতার জল বিভাগের দায়িত্বে থাকা জলকারখানা বা আইনি ব্যবস্থা নেয়নি। কেবল কারখানা বন্ধ করার জন্য একটি নোটিশ ধরিয়েই দায়িত্ব শাসন করে ঐ বিশেষ তদন্তকারী দল। কিন্তু দীর্ঘ ৫ বছর যাবৎ মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করা ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ মামলা এবং গ্রেফতার জরুরি ছিল। বিভিন্ন মহলের মতে, এইরূপ জল জালিয়াতির অপরাধ কলকাতার জল বিভাগের দায়িত্বে থাকা জলকারখানা বা আইনি ব্যবস্থা নেয়নি। কেবল কারখানা বন্ধ করার জন্য একটি নোটিশ ধরিয়েই দায়িত্ব শাসন করে ঐ বিশেষ তদন্তকারী দল। কিন্তু দীর্ঘ ৫ বছর যাবৎ মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করা ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ মামলা এবং গ্রেফতার জরুরি ছিল। বিভিন্ন মহলের মতে, এইরূপ জল জালিয়াতির অপরাধ কলকাতার জল বিভাগের দায়িত্বে থাকা জলকারখানা বা আইনি ব্যবস্থা নেয়নি। কেবল কারখানা বন্ধ করার জন্য একটি নোটিশ ধরিয়েই দায়িত্ব শাসন করে ঐ বিশেষ তদন্তকারী দল। কিন্তু দীর্ঘ ৫ বছর যাবৎ মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করা ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ মামলা এবং গ্রেফতার জরুরি ছিল। বিভিন্ন মহলের মতে, এইরূপ জল জালিয়াতির অপরাধ কলকাতার জল বিভাগের দায়িত্বে থাকা জলকারখানা বা আইনি ব্যবস্থা নেয়নি। কেবল কারখানা বন্ধ করার জন্য একটি নোটিশ ধরিয়েই দায়িত্ব শাসন করে ঐ বিশেষ তদন্তকারী দল। কিন্তু দীর্ঘ ৫ বছর যাবৎ মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করা ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ মামলা এবং গ্রেফতার জরুরি ছিল। বিভিন্ন মহলের মতে, এইরূপ জল জালিয়াতির অপরাধ কলকাতার জল বিভাগের দায়িত্বে থাকা জলকারখানা বা আইনি ব্যবস্থা নেয়নি। কেবল কারখানা বন্ধ করার জন্য একটি নোটিশ ধরিয়েই দায়িত্ব শাসন করে ঐ বিশেষ তদন্তকারী দল। কিন্তু দীর্ঘ ৫ বছর যাবৎ মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করা ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ মামলা এবং গ্রেফতার জরুরি ছিল। বিভিন্ন মহলের মতে, এইরূপ জল জালিয়াতির অপরাধ কলকাতার জল বিভাগের দায়িত্বে থাকা জলকারখানা বা আইনি ব্যবস্থা নেয়নি। কেবল কারখানা বন্ধ করার জন্য একটি নোটিশ ধরিয়েই দায়িত্ব শাসন করে ঐ বিশেষ তদন্তকারী দল। কিন্তু দীর্ঘ ৫ বছর যাবৎ মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করা ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ মামলা এবং গ্রেফতার জরুরি ছিল। বিভিন্ন মহলের মতে, এইরূপ জল জালিয়াতির অপরাধ কলকাতার জল বিভাগের দায়িত্বে থাকা জলকারখানা বা আইনি ব্যবস্থা নেয়নি। কেবল কারখানা বন্ধ করার জন্য একটি নোটিশ ধরিয়েই দায়িত্ব শাসন করে ঐ বিশেষ তদন্তকারী দল। কিন্তু দীর্ঘ ৫ বছর যাবৎ মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করা ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ মামলা এবং গ্রেফতার জরুরি ছিল। বিভিন্ন মহলের মতে, এইরূপ জল জালিয়াতির অপরাধ কলকাতার জল বিভাগের দায়িত্বে থাকা জলকারখানা বা আইনি ব্যবস্থা নেয়নি। কেবল কারখানা বন্ধ করার জন্য একটি নোটিশ ধরিয়েই দায়িত্ব শাসন করে ঐ বিশেষ তদন্তকারী দল। কিন্তু দীর্ঘ ৫ বছর যাবৎ মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করা ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ মামলা এবং গ্রেফতার জরুরি ছিল। বিভিন্ন মহলের মতে, এইরূপ জল জালিয়াতির অপরাধ কলকাতার জল বিভাগের দায়িত্বে থাকা জলকারখানা বা আইনি ব্যবস্থা নেয়নি। কেবল কারখানা বন্ধ করার জন্য একটি নোটিশ ধরিয়েই দায়িত্ব শাসন করে ঐ বিশেষ তদন্তকারী দল। কিন্তু দীর্ঘ ৫ বছর যাবৎ মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করা ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ মামলা এবং গ্রেফতার জরুরি ছিল। বিভিন্ন মহলের মতে, এইরূপ জল জালিয়াতির অপরাধ কলকাতার জল বিভাগের দায়িত্বে থাকা জলকারখানা বা আইনি ব্যবস্থা নেয়নি। কেবল কারখানা বন্ধ করার জন্য একটি নোটিশ ধরিয়েই দায়িত্ব শাসন করে ঐ বিশেষ তদন্তকারী দল। কিন্তু দীর্ঘ ৫ বছর যাবৎ মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করা ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ মামলা এবং গ্রেফতার জরুরি ছিল। বিভিন্ন মহলের মতে, এইরূপ জল জালিয়াতির অপরাধ কলকাতার জল বিভাগের দায়িত্বে থাকা জলকারখানা বা আইনি ব্যব

২৩ বছর ধরে নিয়োগ নেই



বিএইচএমএস বেকার ডাক্তাররা স্বাস্থ্য অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেছে। তারা বিএইচএমএসএস শূন্যপদগুলো পূরণ করার দাবি জানিয়েছে। গত ২৩ বছর ধরে টিপিএসসি'র মাধ্যমে নিয়োগ হচ্ছে না বলে তারা দাবি করেছে। অল ত্রিপুরা বিএইচএমএস ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ছিলো এই কর্মসূচি।

দু-দিনের সম্মেলনে ২৩'র-ই রণকৌশল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি।
বিজেপির শরিক বন্ধু
আইপিএফটির রাজনৈতিক
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলছে।
দুদিনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার
আগরতলায়। এই সম্মেলনকে
কেন্দ্র করের রাজনৈতিক উত্তাপ
বাড়িয়ে দিয়েছে বিজেপির শরিক
বন্ধু। কারণ, এ সময়ের টিমে
বিজেপির আইপিএফটি মধ্যে
দিল্লিতে আলাদা রাজ্যের দাবিতে
তিন্ত্রা মথার সাথে কর্মসূচি গ্রহণ
করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে ২০৩৩
সালের বিধানসভা নির্বাচনে
আইপিএফটি কার সাথে যাচ্ছে
সেটিই ছিল বড় আলোচ্য বিষয়।
প্রশস্ত, আগরতলা ছাড়াই
রাজ্যের অন্যান্য জায়গায় এ
সম্মেলনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক
সম্পর্ক নেওয়া হয়েছে। তার আগে
সামগ্ৰিকভাবে সর্বোচ্চ পর্যায়ে এই
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
খুশুগুন-এ (সোমানে নিম্নোক্ত
রাজ্যের পরিষিতি নিয়ে জোর চর্চা
শুরু হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে
তিন্ত্রা মথার সাথে রাজনৈতিক
সম্পর্ক গড়ে তুলে আইপিএফটি
এরদিক নির্বাচনের আগেও তিন্ত্রা
মথার সাথে মৌ স্বাক্ষর করেছিল।
যদিও এটা ছিল দাবিকেন্দ্রীক
সম্মেলন। গত বছরের এমসি
নির্বাহের আগে তিন্ত্রা মথার

পাছে প্রায় পাকাপোড় চুল্লি করার পর আইপিএফটি হঠাৎ করে পলায়নশীল। দলবদ্ধভাবে বর্তমান সরকারের দাবা শরিক বিজেপির সাথেই এডিশ নির্বাচনে ভড়াই। তবে আইপিএফটি কার্যত অস্তিত্বহীন একটি সংকেত পেছনে। রাজনৈতিক মহল মনে করে, ২০১৮ সালের যেরূপে ৮টি বিনামসওয়া আইপিএফটি জয়ই হয়েছে, সেগুলোতেও শক্তি ধরে রাখতে পারেনি এনাসিস দেববর্মার। এক্ষেত্রে তিনপা মথার মনে করে এমনভাবে দারাই পাহাড়ের নল শক্তি। তবে বিজেপি কিংবা সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিজেপি আইপিএফটিতে সাধারণ নিয়মেই সরকারকে থাকতে চায়। বিজেপি নেতারা ববারই বলেন, জ্যোতীর্থম বজায় রাখাই তাদের অন্ত্যাত লক্ষ্য। তবে এক্ষেত্রে আইপিএফটি এবং বিজেপির মধ্যে বিচ্ছেদ হবে কি না তা সময়েই বলবে। কিছুদিন ধরে আগরগার সম গোটো কবিজাই আইপিএফটির সর্বোচ্চ সম্ভাব্যই স্বাধীনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক প্রচার চলছে। এবারের ইই সম্মেলনে ২০২৩ সালের রণকৌশল ঠিকে হাঙ্গামে দিল্লিতে তিনপা মথার সাথে বৈঠক আন্দোলনের পর আইপিএফটি রাজ্যেও বিভিন্ন জায়গায় কর্মসূচি সংগঠিত করেছিল।

এনি সেন দেববর্মী, মেবার কুমার জমাতিয়ারা হিমশিম খাচ্ছে বলেই খবর। যদিও দলের সাধারণ সম্পাদক মেবার কুমার জমাতিয়ার বলেছেন, পাহাড়ে যুব সমাজ তাদের পক্ষেই আছে। শুধু তাই নয়, এডিসি এলাকার উন্নয়নে বিজেপির সরকার অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। রাজ্যে সংরক্ষণকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর প্যাকেজ ঘোষণাও অন্যতম ইস্যু করতে চলেছে শাসক বিজেপি। তবে ২০২৩ সালের আগে এই সম্মেলন প্রাসঙ্গিক করতেই গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৩ সালে কি করতে চলেছে তা নিয়ে জোর চর্চা রাজনৈতিক মহলে।

হাসপাতালের
সামনে থেকে
স্বাস্থ্যকর্মীর
বাইক চুরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
 ধর্মনগর, ১১ ফেব্রুয়ারি।
 হাসপাতালের পার্কিং জোন
 থেকে বাকি চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র
 করে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।
 হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা
 নিয়ে উঠছে একধিক প্রশ্ন।
 ঘটনা ধর্মনগর জেলা
 হাসপাতালে। জানা যায়,
 বৃহস্পতিবার ধর্মনগর জেলা
 হাসপাতালে ডায়ালাইসিস
 বিভাগের টেকনিশিয়ান অজয়
 নমঃ দাস অন্যান্য দিনের মতোই
 হাসপাতালে পার্কিং জোনে
 নিজের বাকটি রেখে ডিউটি
 চলে যান। টিআর০১এমএম
 ১৮৪৭ নম্বরের বাকটি রাতে
 ডিউটি শেষে বাড়ি যাবার জন্য
 নিতে আসলে সংশ্লিষ্ট স্থান থেকে
 বাকটি উধাও দেখে হতচকিত
 হয়ে যান। বহু খোঁজখুঁজির পরও
 বাকটির হদিশ মেলেনি।
 পরবর্তীতে এদিন রাতে ধর্মনগর
 থানায একটি জিডি করেন।
 এমনিতেই বাজাজুড়ে চুরির
 ঘটনা প্রতাই ঘটেছে। এমন কোন
 দিছে না। অন্যদিকে
 হাসপাতালের পার্কিং জোন
 থেকে বাকি চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র
 করে হাসপাতালের নিরাপত্তা
 নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ধ্বংস: চাকুরী ও বাবসা উন্নয়ন ক্ষেত্রেই
জাতক-জাতিকের শত্রু পাবে
এবং ক্ষেত্রের সম্ভাবনা।
কর্মে উন্নতি, পদোন্নতি
ও সাফল্য লাভের
সম্ভাবনা। বন্ধু বা শত্রু
সাধন থাকে দরকার। বাকসংখ্যার
প্রয়োগ।
মকর : চাকুরীজীবী ও বাবসারীয়ে
আর্থিক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে।
আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা বজায়
থাকবে। শরীর ও স্বাস্থ্য
নিয়মে সমস্যায় পড়ার
সম্ভাবনা তবে
চিকিৎসকের পরামর্শে উপশম
মিলবে।

কুণ্ড : চাকরিজীবী ও ব্যবসায়ীদের আর্থিক সচ্ছলতা থাকবে।

 আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকবে। শরীর ও স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ মত্বেয় পরোয়জন। পরিশ্রমে বিশেষ সাফল্য আসবে।

মীন : চাকরিজীবী ও ব্যবসায়ী উভয় ক্ষেত্রে উপার্জন বৃদ্ধি যোগ লক্ষ্য করা যায়। ব্যয়ও বৃদ্ধি পেতে পারে। শরীর ও স্বাস্থ্য একপ্রকার ভালো থাকবে। তবে দুর্ঘটনার যোগ থাকায় সাবধানতা খুব দরকার।

আহত অ্যাছনি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি।। যান
দুর্ঘটনার জখম হলেন ত্রিপ্রা মথার
মুখপাত্র আ্যছনি দেববর্মী।
বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ
শহরের নন্দননগর গোদামের
পেছনে তিনি যান দুর্ঘটনার শিকার
হয়েছিলেন। আহত অবস্থায় তাকে
জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

জিএমপি'র ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ

প্রতিভাদি কলম প্রতিনিধি,
গম্ভাছড়া, ১১ ফেব্রুয়ারি ১১
উপজাতি গণমুক্তি পবিত্র
রইস্যাবাড়ি অঞ্চল কমিটির
উদ্যোগে শুক্রবার ৮ দফা দাবির
ভিত্তিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।
পাশাপাশি বিডিও'র কাছে
দেপুটেশনেও প্রদান করে তাহ।
দাৰিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল,
রইস্যাবাড়ি প্রকল্প বেগা ১০ ফোঁরি
দুনীতির তদন্ত, প্রধানমন্ত্রী আবাস
যোজনার ঘরের কিতায় কিবির টাকা
প্রদান, বিভিন্ন ধর্মোপানীয় জলের
বাবস্থা, গভাছড়া-রইস্যাবাড়ি সড়ক
সংস্কার প্রভৃতি। কর্মসূচির নেতৃত্বে
ছিলেন সিপিআইএমের রাজা কামিরি
সদস্য সন্তোষ চাকমা, মহকুমা
সম্পাদক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা প্রমুখ।

পুলিশকর্মীর
বাড়িতে
চোরের হানা

তিভাবানী কলম প্রতিনিষি,
চট্টালান, ১১ ফেব্রুয়ারি।। শুভমাত্র
সাধারণ নাগরিকরাই
নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন না,
তাঁদের মত পুলিশও এখন
চোর-ছিনতাইবাজদের কাছে
অসহায় হয়ে পড়েছে। অন্তত
বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত মধ্যপাড়া
এলাকার পুলিশকর্মী কৃষ্ণ দত্তের
বাসস্থা এমনটাই। কারণ চোরের দল
শুকুবার ভোরে তাঁর ঘর থেকে গরু
চুরি করতে তার বাড়িতে হানা দেয়।
পুলিশ কর্মীর বাড়িতে চোরের
হানার ঘটনা জানাজানি হতেই
এলাকার চাঞ্চল্য ছড়ায়। কৃষ্ণ দত্ত
নিজেও নাকি চোরদের গরু নিয়ে
যেতে দেখেছিলেন। কিন্তু তিনি
চোরদের আটকানোর সাহস
কোনদিন। তিনি চোরদের আটক
করার জন্য চিৎকার জুড়ে দেন।
প্রতিবেশীরা ছুটে এলে চোরের দল
গরু ফেলে রেখেই পালিয়ে যায়।
জাতীয় সড়কের পাশেই কৃষ্ণ দত্তের
বাড়ি। স্বাভাবিক কারণে এখন প্রশ্ন
উঠেছে শহর এলাকার নিরাপত্তা
ব্যবস্থা নিয়ে। কয়েক মাস আগেও
এই এলাকার তিনজনের বাড়ি
থেকে গরু চুরি হয়েছিল। আজ
পর্যন্ত পুলিশ চোরদের ধরতে
পারেনি। উজ্জ্বর হয়নি গরুও।
নাগরিকদের প্রশ্ন, রাতে যদি
পুলিশের টহলদারি থাকে তাহলে
চোরের দল গাড়ি নিয়ে কিভাবে
একের পর এক বাড়িতে হানা
দিচ্ছে? পুলিশকর্মীর বাড়িতে যদি
এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে
তাহলে সাধারণ মানুষের কি হবে?
বাড়ি উঠেছে পুলিশ যেন এই ধরনের
ঘটনা রোখার জন্য আরও সক্রিয়
হয়। বিশেষ করে কৃষ্ণ দত্তের বাড়ির
ঘটনায় স্থানীয় লোকজন এখন
আতঙ্কিত। খোদ কৃষ্ণ দত্তও এই
ঘটনায় হতবাক।

পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ মহিলা কংগ্রেস



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
চট্টগ্রাম, ১১ ফেব্রুয়ারি। ছিপুরা
প্রদেশ মহিলা কল্যাণত্রেসের এক
প্রতিনিধি দল শুক্রবার সিংগাইজলা
জেলাৰ পুলিছ সুপার রতিরঞ্জন
বেলাথের কাছে ডেপুটেশেন প্রান
করে। তাদের ডেপুটেশেনের মূল
বিষয়বস্তু ছিল দুদিন আগে
টকারজলা থানাধীন গোলাঘাটি
এলাকায় এক মহিলা এবং অপর
এক ব্যক্তির উপর মধ্যস্থায়ী বর্বরতা
চালানের ঘটনা। গত বুধবার রাতে
এক মহিলা এবং অপর এক

যাব্তিকে এক সাথে গাছের সাথে
 বেঁধে মাধবর করে স্থানীয়
 লোকজন। পরকীরার অস্থিযো
 তাদের উপর নির্যাতন চালনা হয়।
 সেই ঘটনা সংবাদমাধ্যম এবং
 সোশাল মিডিয়ায় দোলাত
 ভাইরাল হয়ে যায়। কিন্তু পুলিশ
 এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে
 কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। তাই
 মহিলা কংগ্রেস এদিন পুলিশ
 সুপারের সাথে দেখা করে ঘনিষ্ঠর
 সাথে জড়িত তদের অবলম্বে
 ক্ষেতফতারে দাবি জানান। তিনিপ্রিণি

সমস্যার অনুসন্ধানে পরিদর্শন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি:
 আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি।
 শহরের ঐতিহ্যবাহী নোতা স্মৃতিভাষা
 বিদ্যালয় থেকেই নানা সমস্যায়া
 জর্জরিত। স্কুলে বৃষ্টি হলেই জল
 জমে যায়। জিন নিয়েও সমস্যা
 থেকে। সব বিষয়েই বাবুরা
 রথের প্রশংসনের কাছে অত্যাগেগ
 জানানো হয়েছিল। এবার স্কুল
 পরিদর্শনে যান বিখ্যাত ডা. দিলীপ
 কুমার দাস, পুরণিমের কমিশনার ডা.
 শৈলেশ কুমার যাদবের নেতৃত্বে
 প্রশাসনের একটি প্রতিনিধি দল
 প্রতিনিধি দলে সদর মহকুমা
 শাসকও ছিলেন। নব সমস্যার
 কাণ্ড স্বীকার করে নেন
 পুরণিমের কমিশনার ডা. শৈলেশ
 কুমার যাদবও তিনি জানান।
 বিদ্যালয়ের ছেতের বেশ কিছু সমস্যা
 রয়েছে। জলকালি বাস্তবায়ন সমস্যা

আছে। এছাড়া জমি সংক্রান্ত কিছু সমস্যা রয়ে গেছে। প্রধানশিক্ষকের সাথে বৈঠক করে সমাধান করার চেষ্টা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, রাজ্যের

অন্যতম বনেদি স্কুল নেতাজি সুভাষ
বিদ্যায়িকেনে কয়েকটি বিভাগে
শিক্ষক সংকটের অভিযোগও
রয়েছে। এই স্কুল থেকে বহু মেধাবী

ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে সুনাম
অর্জন করেছে। এই স্কুলটিই
এখন নানা ধরনের
পরিকাঠামোগত অবস্থায় ভুগছে



নেশা বিরোধী অভিযানে ক্লাব

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
ক্ষেত্রয়ারি।। নেশা বিরোধী অভিযা-
নখানায় বড়গেল এলাকার পিওরায়
তারা মহেশপুরের দক্ষিণ বাগান এ-
দেশি মদ উদ্ধার করে। ক্লাবের সভা
গাছে স্থানীয় লোকজন অভিযোগ
করি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তার বড়
উপর হামলা করেছে। সেই খবর
ঘটনামাল ছুটে আসেন। তারা রব
গিরিকে হাসপাতালে নিয়ে আসে।
সদস্যরা সৃজিত গিরির বাড়িতে য

মাইবাড়ি, ১১
নেমে কদমতলা
ক্লাবের সদসরা।
ক প্রচুর পরিমাণ
তি মিহির দাসের
রেছিছেন সৃজিত
ই অজিত গিরির
য়ে ক্লাব কর্তৃপক্ষ
অবস্থায় অজিত
। পরে ক্লাবের
। সেখানে গিয়ে

ন সৃজিত প্রতিদিন নেশাগ্রস্ত অবস্থায়
সাথে ঝগড়া করে। তার মত আরও
অন্য একজন এলাকার পরিবেশে নষ্ট
কাজের সদস্যরা একাবদ্ধভাবে
যাযাযি দক্ষিণ বাগানের কয়েকটি
ঘর। সেই সব বাড়িতে অনেকদিন
থাকেন। বৃহস্পতিবার রাত ১০টা নাগাদ
শি মদ উদ্ধার করে এলাকাবাসী
পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ এসে
করে দেয়। গ্রামের লোকজন ক্রুরের
শাস্তি ব্যক্ত করেছেন।

শক্তির মহড়ায় একেঅপরকে টেক্কা
দিচ্ছে, তেজি রাজধানীর আন্দোলন



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধিঃ
আগসতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি। (বেজিং
রাজধানী আর আলো। বোলানিয়ান
ঘটনাকে কেন্দ্র করে সিপিএম
আগরতলায় সিপিএম কর্মসূচী
সংগঠিত করেছে। বৈদ্য বিশ্বাসের
মৃত্যুর ঘটনায় প্রতিবাদে শালীন
হয়েছে সিপিএম পশ্চিম ত্রিপুরার
কমিটি। নৃশংসভাবে বৈদ্য
বিশ্বাসকে খুনে অভিযুক্ত হুলে
সিপিএম আগরতলায় দোষীদের দণ্ড
ক্ষেত্রের দাবিতে মিলি সংগঠিত
করেছে। মিলি থেকে নেতৃত্ব
করেন— শহিদ নোব্বাঙ্গের মনি
বিজৈপী আশ্রিত মুক্তিযোদ্ধা
ও দুষ্টাভ্যাসগণ শাস্তি প্রদান
করবে। বিষয়গুলি তুলে ধরে নেতৃত্ব
জানান, এই ধরনের ঘটনায় যদি
দোষীদের কাঠোর শাস্তি প্রদান না
করবে, তাহলে তারা আগামীদিনে
বহু বক্তৃতা আলাদা সংগঠিত করবে
১৯ ঘণ্টা আগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে
সরব হয়েছে সিপিএম। তবে
রাজধানীতে আলোদন ক্রম
হচ্ছে। শনিবার আগরতলায়

আসছেন সদ্য কংগ্রেসে ফিরে আসা তথা যোগদানকারী সুদীপ রায় বর্মণ, আশিস কুমার সাহা'রা। তাদের আগমনকে কেন্দ্র করে আন্দোলন তেজি হবে। তবে এ সময়ের মধ্যে বামেরা নানা ইস্যুতে আন্দোলন জারি রেখেছে রাজধানীতে। শুধু তাই নয়, শিবিরে আগরতলায় সুদীপ রায় বর্মণের পরেও নানা আন্দোলন থাকছে। আর এটি আয়োজনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিকভাবেও কংগ্রেস শিবিরাকে যথেষ্ট সুরুশ দিচ্ছে। রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে এবং রায় বর্মণদের কংগ্রেসে যোগদান এই

তাকে কেন্দ্র করে আগরতলার
কর্মসূচিও যথেষ্ট ব্যাহত হবে। তার আগে
বলা যায়, শুক্রবার থেকেই
রাজধানীতে আন্দোলন তেজি হয়েছে।
গোলা। প্রসঙ্গত, এদিনের আন্দোলন
কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে সিপিএম পশ্চিম
ত্রিপুরা জেলা সম্পাদক রতন দাস সহ
অন্যান্যরা দাবি করেছেন, এমনদের
মধ্যে গোটা রাজ্যে বামপন্থীদের
উপর নৃশংসভাবে আক্রমণ
সংগঠিত হচ্ছে। সিপিএম
এসবের মোকাবিলায় রাষ্ট্রায়
ত্মকভাবে বলে নেতৃবৃন্দ তাদের
অঙ্গীকারের কথা জানান।

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের স্লোগান

প্রতিভারী কন্যা প্রতিদিনই, বিয়ে
গতবস্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে জোঁ
ও গুণ্ডার বিবাহোৎসবে অস্তিত্ব হি
সম্মেলন। এদিন সকালে দলীয়
শাফিদ বেদিতে পুষ্পাৰ্ঘ্য অর্পণের
ক্যালিগ্রাফের নামকরণ করা হয় প্র
ধরের নামে। সম্মেলন মঞ্চ নামা
রায়ের নামে। দক্ষিণ জেলায় ত
উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম
চৌধুরী। এছাড়াও উপস্থিত ছি
জোঁধুরী, নারায়ণ কর, সুধন শাল
তাপস দত্ত প্রমুখ। সম্মেলন ভাষা
মজবুত করার লক্ষ্যে নেতাদের
রাখেন। দলকে সুখের পথের ভান্না
দিয়েছেন। সম্মেলন শেষে ৩৩
মহাসদস্যদের পুনরায় জোঁয়ের

শনিবার, ১১ ফেব্রুয়ারি। রাজ্যের
রক্তাক্ত কবির স্মরণার্থে সামাজিক
কর্মীদের মধ্যেও দক্ষিণ জেলা কমিটির
অধ্যক্ষের পতাকা উত্তোলন এবং
তিন দিনের শ্রমের শুরু হয়। মহকুমা
ত্যাগ করে দীর্ঘ দূরত্বের একটি বিজ্ঞান
তরুণী হয় মদন দাস এবং হিমাংশু
সামাজিক প্রদান এবং হিমাংশু
নবীন কমিটির সম্পাদক হিসেবে
নবীন কমিটির সদস্য বালদ
সামাজিক প্রদান হয়। দীপার সেন,
সামাজিক প্রদান হয়ে, নতুন সর্গনগর
অর্থী ভূমিকা পালন করা আহ্বান
দেখা দেবে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণের পরামর্শ
কমিটির গঠন করা হয়। বাসুদেব
হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

ক্রমিক সংখ্যা — ৪৩৩

সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩x৩ ব্লকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে।

সংখ্যা ৪৩২ এর উত্তর

6	8	9	4	3	7	5	2	1
7	4	5	1	2	8	9	6	3
2	1	3	9	5	6	4	7	8
3	7	1	5	6	9	2	8	4
8	9	4	7	1	2	3	5	6
5	2	6	8	4	3	7	1	9
9	3	2	6	7	1	8	4	5
1	5	8	2	9	4	6	3	7
4	6	7	3	8	5	1	9	2

টাইটানিক জাহাজের সঙ্গে কংগ্রেসকে তুলনা সুবল’র



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি।। টাইটানিক জাহাজের সঙ্গে কংগ্রেসকে তুলনা করলেন কংগ্রেসত্যাগী সুবল ভৌমিক। তৃণমূল রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির বর্তমান আহ্বায়ক সুবল ভৌমিক বলেন, কংগ্রেসের কিছুই নেই। কংগ্রেস এখন টাইটানিক জাহাজ। সুবল ভৌমিক আরও বলেন, এই কংগ্রেস কিছুই করতে পারবে না। যারা কংগ্রেসে গেছেন তারাও সেই

অভিজ্ঞতা নিয়েই কংগ্রেস ছেড়েছিলেন এক সমঝ। কমিউনিস্টদের হারাতে বিজেপিকে না চাইলেও কংগ্রেসের প্রায় সকলেই বিজেপিতে চলে গিয়েছিলেন। কংগ্রেসের ব্যর্থতার কারণেই এ রাজ্যে বিজেপি শক্তি বাড়িয়েছে এবং ক্ষমতায় এসেছে। যারা নতুন করে স্বপ্ন দেখাচ্ছে কংগ্রেসের হয়ে তারাও জেনে গেছে, কংগ্রেস এখন টাইটানিক জাহাজ। শুধু এ রাজ্যেই নয়, গোটা

দেশেই কংগ্রেস টাইটানিক জাহাজ হয়ে গেছে। সেই জায়গা থেকে কংগ্রেসকে তুলে আনা আর সম্ভব নয়। এদিন সুবল ভৌমিকের হাত ধরে ২৮৪ পরিবারের ৭০৫ জন ভোটার তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন বলে নেতৃবৃন্দ দাবি করেন। তার পাশাপাশি আগামীদিনে দল আরও বেশি শক্তিশালী হচ্ছে বলে দাবি করেন নেতৃবৃন্দ। তার সাথে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কর্মসূচিও সংগঠিত করা হচ্ছে তৃণমূলের তরফে।

ডিএম’র দ্বারস্থ টিম বাদল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১১ ফেব্রুয়ারি।। প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিরোধী দলের উপ-নেতা বাদল চৌধুরী বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মোক্ষমুখি হয়ে জানিয়েছিলেন তিনি বিলোনিয়ার বিকেআই গ্যালারি রক্ষার প্রশ্নে জেলাশাসকের সাথে কথা বলবেন। ওইদিন রাতেই বিলোনিয়ার রাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের কমলপুর বাজারে বানকমী বেনু বিশ্বাসের রহস্যজনক মৃত্যু হয়।



এই ঘটনাকে খুন বলেই অভিযোগ করা হচ্ছে। তাই শুক্রবার বাদল চৌধুরীর নেতৃত্বে সিপিআইএম’র এক প্রতিনিধি দল জেলাশাসকের সাথে দুটি বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন। তাদের তরফ থেকে একদিকে যেমন বিকেআই সৌভি্যাম রক্ষা করে জাতীয় সড়ক নির্মাণের দাবি জানানো হয়েছে, ঠিক তেমনি বেনু বিশ্বাস হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িতদের গ্রেফতারের দাবিও জানানো হয়। পাশাপাশি আমজাদনগরের

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর নিয়ে দলবাজি বন্ধ করার বিষয়েও তারা জেলাশাসকের সাথে কথা বলেন। এদিন বাদল চৌধুরীর সাথে ছিলেন তাপস দত্ত, সুধন দাস। জেলাশাসক কার্যালয় থেকে বেরিয়ে বাদল চৌধুরী বলেন, বেনু বিশ্বাসকে বিজেপির দুষ্কৃতিকা খুন করেছে। ইতিমধ্যেই খুনিদের বিচার চেয়ে মৃতের পরিবারের তরফ থেকে পিআরবাড়ি থানায় মামলা

করা রাতের অন্ধকারে বিকেআই মাঠকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে তা তদন্ত করে বের করা হোক। বাদল চৌধুরী আরও বলেন, গত ২৯ জানুয়ারি স্বাম্যুখ বিধানসভার অন্তর্গত আমজাদনগরে বিজেপি’র দুষ্কৃতিকা দফায় দফায় আক্রমণ করেছিল। এ নিয়ে পুলিশের কাছে মামলা দায়ের হলেও তাদের গ্রেফতার করা হয়নি। অন্যদিকে, সিপিআইএম মহকুমার সম্পাদক-সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। এক কথায় পুলিশ রাজনৈতিক বং দেখে মামলা নিচ্ছে এবং তদন্ত করছে বলে অভিযোগ বাদল চৌধুরীর। তার কথা অনুযায়ী বাম নেতা-কর্মীদের মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে তাদের গ্রেফতারের নামে হয়রানি করা হচ্ছে। যাতে করে তারা বাড়িঘর ছেড়ে চলে যান। অথচ আক্রান্তদের দায়ের করা মামলার বিষয়ে পুলিশ উদাসীন। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর নিয়ে বিজেপি নাওয়ার রাজনীতি শুরু করেছে বলে তার অভিযোগ। ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে অনেকের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নিচ্ছে বিজেপি নেতারা। ঘর নিয়ে দলবাজি করে প্রকৃত প্রাপ্তদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। এসব কিছু রও সৃষ্ট তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে জেলাশাসকের কাছে।

জনপ্রিয় ডাক্তারের বদলি ঘিরে আন্বেয়গিরির রূপ নিচ্ছে জলাবাসা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১১ ফেব্রুয়ারি।। পানিসাগর মহকুমা সদর থেকে ৩ কি.মি. দূরবর্তী জলাবাসা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জনপ্রিয় চিকিৎসক ডাক্তার শান্তনু পালকে এলাকাবাসীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে বদলির ষড়যন্ত্র ঘিরে জনমনে ক্ষোভ আন্বেয়গিরির রূপ পরিগ্রহ করার তথ্য প্রতিবাদী কলম’র দফতরে জমা পড়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, জলাবাসা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এম.ও.আই.সি’র দায়িত্ব বিগত বাম আমল থেকেই সামলে আসছেন ডাক্তার মনোজিত ভৌমিক। গত ৬/৭ বছরে ভৌমিক বাবু জনগণের নিকট ডাক্তাররূপী ভগবানের স্থান করে নিতে ব্যর্থ হচ্ছিলেন। ইদানীং এম.ও.আই.সি তার সরকারি কোয়ার্টারকে একাংশে সমাজবিরোধীর আড্ডাখানায় পরিণত করার অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় ভুক্তভোগী মানুষ। আস্থা না থাকায় কোনও রোগী ডাক্তার মনোজিত ভৌমিকের সংস্পর্শে যেতে অনাগ্রহী বলে জলাবাসার জনগণের অভিযোগ। স্থানীয় ভুক্তভোগী মানুষের ইচ্ছা, যত তাড়াতাড়ি স্বাস্থ্য দফতর ডাক্তার মনোজিত ভৌমিক এই স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে নিকট কিন্তু দফতর সে পথে না গিয়ে মাত্র দু-বছর পূর্বে জলাবাসা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগ দিয়ে ডাক্তার শান্তনু পাল এলাকাবাসীর নিকট ডাক্তাররূপী “ভগবান” আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন তার নিরলস পরিষেবা প্রশান্নের মাধ্যমে। এলাকাবাসী প্রতিবেদককে জানান, একদা সর্বজনপ্রিয় ও সুবিখ্যাত ডাক্তার

প্রসন্ন ভট্টাচার্যের মত শান্তনু পালকে দেখতে শুরু করেন বৃহত্তর জলাবাসা এলাকার জাতি-জনজাতি অশ্বের মানুষ। এমনও জানা যায় যে, জরুরি কাজে ডাক্তার শান্তনু পাল ছুটিতে গেলে রোগীরা হাসপাতালে হাজির হয়ে বিকল্প পরিষেবা গ্রহণ না করেই বাড়িতে ফিরে যেতে বাধ্য হতেন অর্থাৎ শান্তনুবাবুর পরিষেবা তাদের চাই-ই চাই। এমতাবস্থায় মাস দু’য়েক পরে ডাক্তার শান্তনু পালকে অন্যত্র বদলির আদেশ আসলে আওগ্নে যুতগ্রহিত হয়। জলাবাসার জনগণ ডাক্তার শান্তনু পালের বদলির আদেশ রদ করতে গণস্বাক্ষর সম্বলিত আবেদন পাঠান উত্তর জেলার চিফ মেডিক্যাল অফিসার অরুণাচল চক্রবর্তী বরাবর। উল্লেখ্য, উত্তর জেলার সি.এম.ও জনস্বার্থের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে ডাক্তার শান্তনু পালের বদলির আদেশ পূর্বরোয়া পেকুছড়া, জলাবাসা, পূর্ব জলাবাসা, ইন্দুরাইল, ভালুকছড়া ও জুরি আরএফ’র জাতি-জনজাতি অশ্বের মানুষ নড়ে চড়ে বসেছেন বলে জানা গেছে। ভুক্তভোগী জলাবাসার জনগণ খোঁজ খবর

নিয়ে ডাক্তার শান্তনু পালের বদলির পেছনে জনস্বার্থ নয়, চক্রান্ত ও স্বজনপোষণের গন্ধ চেষ্টা করে। তারা প্রতিবাদী কলম’কে জানান, এম.ও.আই.সি মনোজিত ভৌমিককে বদলি করলে পরবর্তী সিনিয়র ডাক্তার শান্তনু পাল স্বভাবতই এম.ও.আই.সি হাতেন কিন্তু তা না করে স্বজনপোষণকে প্রধান দিচ্ছে ভগবানরূপী জনপ্রিয় ডাক্তার শান্তনু পালকে বলির পাঁঠা করেছে প্রশাসনের অভ্যন্তরস্থ স্বার্থাচ্ছেষী মহল। সূত্রটি আরও জানিয়েছে, ডাক্তার শান্তনু পালকে সারিয়ে কিছুদিন পর এম.ও. আই.সি মনোজিত ভৌমিককে সরানো হলে বাগিনা ডাক্তারের এম.ও.আই.সি’র দায়িত্ব পেতে কোন অসুবিধা হবে না। সূত্রটি আরও জানায়, তিলেখে হাসপাতালের জনৈক। মহিলা ডাক্তারকেও জলাবাসায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে স্বার্থাচ্ছেষী মহল’র। ক্ষুব্ধ জলাবাসার জনগণ প্রতিবাদী কলম’কে জানান, গোষ্ঠী প্রাধান্য ও স্বজনপোষণের ব্রু-প্লট ডাক্তার মেনে নবেন না। জনপ্রিয় ডাক্তার শান্তনু পালের বদলির আদেশ জনস্বার্থে রদ না হলে জলাবাসার পরিস্থিতি একদা বালকমুনি হাইস্কুলে সংঘটিত দক্ষমজ্ঞ ও কুরবকেত্রের রনপ পরিগ্রহ করতে পারে।

একই এলাকার ৫ বাড়িতে চুরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১১ ফেব্রুয়ারি।। নেশাখোরদের আফ্রালনে দিন দিন বেড়েই চলেছে চুরি কাণ্ড। নেশার সামগ্রী যোগান দিতে এক শ্রেণির নেশাখোর যুবকরা বাড়ি বাড়ি থেকে রাতের অন্ধকারে গৃহপালিত পশু থেকে শুরু করে বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। এক প্রকার টুটো জগন্নাথের ভূমিকায় পুলিশ। বিশেষ করে তেলিয়ামুড়া-সহ মুন্সিয়াকামী থানা এলাকায় একের পর এক চুরির ঘটনা ঘটলেও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ফের একবার বৃহস্পতিবার রাতে একই এলাকার পাঁচটি বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। তেলিয়ামুড়া থানাধীন মানিক দেববর্মা এবং দক্ষিণ গকুলনগর এডিসি ভিলেজ এলাকায় রাতের আধারে রাবার শিট-সহ গবাদিপশু চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। তেলিয়ামুড়া থানা পুলিশের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। জানা যায়, তেলিয়ামুড়া থানাধীন মানিক দেববর্মা এডিসি ভিলেজ এবং দক্ষিণ গকুলনগর এডিসি ভিলেজ জনজাতি অংশের লোকদের বসবাস। ওই এলাকার বেশিরভাগ মানুষজনেরা কৃষিকাজ-সহ গবাদি পশু প্রতি পালনের মধ্য দিয়ে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। বিশেষ করে গবাদি পশু প্রতিপালনের পর সেগুলি বিক্রি করে চিকিৎসার খরচ কিংবা বেলেমেয়ের পড়াশোনার খরচ চালিয়ে থাকে। এদিন রাতে এই দুটি এডিসি ভিলেজে বসবাসকারী পাঁচটি পরিবারে পনেরটি গবাদি পশু ছাগল এবং পাঁঠা চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। তাদেরই অপর আরেকটি বাড়িতে রাবার শিট চুরি হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। অনুমান করা হচ্ছে চুরি যাওয়া গবাদিপশু ছাগল ও পাঁঠা-সহ রাবার শিটের মূল্য আনুমানিক ৭০ হাজার টাকা বলে জানা গেছে। ওই এলাকার সরল মানুষজনেরা থানায় কোনো অভিযোগ দায়ের করেনি। এদিকে অভিযোগ উঠতে শুরু করে দিয়েছে, তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ এর মেশকালীন টহলদারি বিষয় নিয়েও। এলাকাবাসীদের থেকে আরো জানা যায়, প্রতিনিয়ত এলাকায় গবাদি পশু চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে।

সুধীন্দ্র দাসগুপ্তের নামে সেতু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১১ ফেব্রুয়ারি।। বিজেপি’র প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি সুধীন্দ্র দাসগুপ্তের নামে সেতু গড়ে উঠছে কল্যাণপুরে। শুক্রবার প্রস্তাবিত ওই সেতুর শিলান্যাস হয়। এলাকার বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরীর হাত ধরে সেতুর শিলান্যাস হয়েছে। খোয়াই নদীর উপর কল্যাণপুর ব্রকের অন্তর্গত দুর্গাপুর এবং দ্বারিকাপুর গাঁওসভার মধ্যে এই সেতু সংযোগ

শতায়ু কীর্তনিয়ার প্রয়াণে নামকীর্তনে ভাটার টান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলপুর, ১১ ফেব্রুয়ারি।। কীর্তনের প্রতি তার আগ্রহ এবং ভালোবাসা কারোর কাছেই অজানা নয়। অনেকেই কীর্তন এবং কানাই দেবনাথকে একে অপরের পরিপূরক বলেই মনে করতেন। যেহেতু শতায়ু কীর্তনিয়া কানাই দেবনাথ পৃথিবীর মায়ী মমতা ত্যাগ করে পরলোকে পাড়ি দিয়েছেন, তাই গোটা কীর্তনিয়া সমাজই যেন আজ মনমরা। কারণ, এখন আর কেউ কীর্তনের জন্য সবাইকে ডেকে নিয়ে যাবেন না। ১০১ বছরে কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের ৬নং ওয়ার্ড নওয়াগাঁও এলাকার বাসিন্দা কানাই দেবনাথ বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ নিজ বাড়িতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে ৮০ বছরের স্ত্রী ললিতা দেবনাথ, দুই ছেলে, তিন কন্যা সহ নানি নাতনিদের রেখে গেছেন কানাই দেবনাথ। লোকমুখে শোনা যায়, ১৯৪৭ সালের আগেই পূর্ব বাংলার শ্রীমঙ্গল শাহজি বাজার থেকে কমলপুর এসেছিলেন কানাই দেবনাথ। কমলপুর বাজারে পান



সমর্পণ করেছিলেন তিনি। বিশেষ করে হরিরোবা, কল্কিনারায়ণ সেবা ক্লবেরা ব্রিনাথ কীর্তনে তার উপস্থিতি ছিল বাধ্যতামূলক। বিনে পয়সায় মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিনি

কীর্তন করতে ভালোবাসতেন। নিজেও যেমন কীর্তন করতেন, ঠিক তেমনি সহকর্মীদেরও উৎসাহিত করে বাড়ি বাড়ি নিয়ে যেতেন। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয়, কানাই দেবনাথ যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন থেকেই গ্রামীণ এলাকায় সেই কীর্তনে ভাটার টান পড়েছে। কারণ, কানাই দেবনাথের মত আর কারোর মধ্যেই সেই উৎসাহ দেখা যায়নি যিনি স্বউদ্যোগী হয়ে দল গঠন করে কীর্তন করতে যাবেন। এক কথায়, কানাই দেবনাথ যেভাবে সহকর্মীদের নিয়ে মানুষের বাড়ি বাড়ি হরিনাম সংকীর্তন করতেন সেই চিত্র এখন আর দেখা যায় না। কানাই দেবনাথের মৃত্যুতে গোটা কমলপুর জুড়েই শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তার মৃত্যুর খবর পেয়ে বিভিন্ন এলাকার মানুষ তার বাড়িতে এসে শেষ শ্রদ্ধা জানান। পাশাপাশি তার নানি-নাতনি সহ পরিবারের সদস্যরা বাজি পটকার মাধ্যমে তাদের প্রিয় কানাই দেবনাথকে শেষ বিদায় জানান। প্রবীণ ওই কীর্তনিয়ার মৃত্যুতে শোক ব্যক্ত করেছেন মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেবও।

গাঁজা-সহ আটক মহিলা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১১ ফেব্রুয়ারি।। প্যাকেট ভর্তি গাঁজা-সহ আটক এক মহিলা। ঘটনা মুন্সিয়াকামী থানাধীন ৩৫মাইল এলাকায়। শুক্রবার সন্ধ্যায় ৩৫মাইল এলাকায় গাড়ি তল্লাশির সময় গাঁজা-সহ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে ওই মহিলা। এদিন দুপুর থেকেই মুন্সিয়াকামী থানার পুলিশ ৩৫মাইলে যানবাহন তল্লাশি শুরু করে। সন্ধ্যা নাগাদ ৪ প্যাকেট ৬ কেজি গাঁজা-সহ ওই মহিলাকে আটক করা হয়। অভিযুক্ত মহিলা যাত্রীবাহী বাসে ছিল। সেই মহিলার গতিবিধি সন্দেহজনক বলে মনে হওয়ায় পুলিশ তাকে জেরা করে। তখনই মহিলা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু পুলিশের নজরপারি থাকায় মহিলা পালিয়ে যেতে পারেনি। পরবর্তী সময় ঘটনার খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনোচরণ জমাতিয়া ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। মহিলার কাছ থেকে উদ্ধারকৃত গাঁজার বাজার মূল্য ৩০ হাজার টাকা হবে। যদিও এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি মহিলা সেই গাঁজা নিয়ে কোথায় যাচ্ছিল। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ ওই মহিলার নাম এখনও সংবাদমাধ্যমের কাছে বলতে চাননি।

সুধীন্দ্র দাসগুপ্তের নামে সেতু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১১ ফেব্রুয়ারি।। বিজেপি’র প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি সুধীন্দ্র দাসগুপ্তের নামে সেতু গড়ে উঠছে কল্যাণপুরে। শুক্রবার প্রস্তাবিত ওই সেতুর শিলান্যাস হয়। এলাকার বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরীর হাত ধরে সেতুর শিলান্যাস হয়েছে। খোয়াই নদীর উপর কল্যাণপুর ব্রকের অন্তর্গত দুর্গাপুর এবং দ্বারিকাপুর গাঁওসভার মধ্যে এই সেতু সংযোগ

স্থাপন করবে। বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী অনুষ্ঠানে ভাষণ রাখতে গিয়ে জানান, ওই এলাকার মানুষ অনেক দিন ধরেই সেতুর দাবি জানিয়ে আসছেন। দীর্ঘ বাম শাসনে কানাই দেবনাথের সেই দাবি উপেক্ষিত ছিল। তিনি রাজনীতির নামে বিভিন্নভাবে পরিস্থিতি উত্তাল করার চেষ্টা করছেন তারা কোন দিন সাধারণ মানুষের দাবিকে গুরুত্ব দেননি। বর্তমান সময়ে রাজ্যের

বিজেপি-আইপিএফটি জেট সরকার মানুষের দাবিকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করছে। যদিও এই সরকারের বয়স প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ মাস, কিন্তু দীর্ঘ ২ বছরের বেশি সময় করোনায় জন্য সব কাজই ব্যাহত হয়েছে। এরপরও সরকার মানুষকে সাথে নিয়ে তাদের যাবতীয় দাবিকে পূরণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যার অন্যতম নিদর্শন সুধীন্দ্র দাসগুপ্ত সেতু। প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা

ব্যয়ে এই সেতু নির্মিত হবে। বিধায়ক আশা ব্যক্ত করেছেন সেতুটি গড়ে উঠলে গোটা এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতি হবে। এদিন সেতুর শিলান্যাস অনুষ্ঠানে শ্রমী শাকীকত উপচে পড়া ভীড় ছিল। অনুষ্ঠানে থামোময়ন দফতরের আধিকারিক-সহ ব্লক চেয়ারম্যান, পঞ্চায়েত প্রধান, উপ-প্রধান সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

৪৮ ঘণ্টায় ৭ জঙ্গির আত্মসমর্পণ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১১ ফেব্রুয়ারি।। আত্মসমর্পণের হিড়িক লেগেছে এনএলএফটি-তে। দু’দিনে ৭ জঙ্গি আত্মসমর্পণ করলো। আত্মসমর্পণের সময় তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার দাবি করেছে। উত্তর জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমার আনন্দবাজার থানায় এসে গোয়েন্দা পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এরা সবাই এনএলএফটি’র (পিডি) দলের সদস্য ছিলেন। আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে পাঁচজন রামম রাইফেলসের কাছে ধরা দিয়েছে শুক্রবার। বাকি দু’জন একদিন আগেই পুলিশের গোয়েন্দা শাখার কাছে আত্মসমর্পণ করে। তারা জানিয়েছে, ১০ মাস আগে এনএলএফটি’র (পিডি) গ্রুপে যোগদান করেছিল। তাদের প্রশিক্ষণ হয় বাংলাদেশের কানরাই গ্রামে। পরিমল দেববর্মা গ্রেফতার হওয়ার পরই তার জঙ্গি দলটি দুর্বল হয়ে পড়ে। একদিন আগেই পুলিশের গোয়েন্দা শাখার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল দুই জঙ্গি। এরা হল— হাকিমুরাই রিয়াং (৩৬) বাড়ি ক্লাস্টার ভিলেজ, আনন্দবাজার, অনিজন হল এজামুনি রিয়াং (৩৫) বাড়ি হাজাছড়া, আনন্দবাজার। শুক্রবার আত্মসমর্পণ করেছে আরও ৫ জন। এরা আনন্দবাজারে আসাম

রাইফেলসের কাছেই আত্মসমর্পণ করে। এরা হল— রামবাবল ত্রিপুরা (৪০), তার বাড়ি সুরিয়াহামপাড়ায়, স্বপন ত্রিপুরা (২২), তার বাড়ি রামমনি কুমার পান্ডায়, জলাশকা ত্রিপুরা (৩৪), বাড়ি সুরিয়া হামপাড়া, যুব রঞ্জন ত্রিপুরা (৩৫), বাড়ি সুরিয়া হামপাড়া এবং খগেন্দ্র রিয়াং (২৯) বাড়ি স্বর্গজয়পাড়ায়। আত্মসমর্পণকারীরা

পুলিশের কাছে জানিয়েছে, স্বাধীন ত্রিপুরা গড়ার স্বপ্ন দেখিয়ে তাদের জঙ্গি দলে যোগদান করানো হয়েছিল। ১০ মাসেই বুকে গেছেন এটা তাদের লক্ষ্য নয়। তুল বুঝিয়ে তাদের জঙ্গি দলে নেওয়া হয়েছে। তুল বুঝতেই ফিরে এসেছে স্বাভাবিক জীবনে। যদিও আত্মসমর্পণকারীরা কোনও অস্ত্রশস্ত্র জমা দেয়নি বলে জানা গেছে।

দুর্ঘটনায় আহত যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১১ ফেব্রুয়ারি।। হের জাতীয় সড়কে যান দুর্ঘটনায় আহত হন এক যুবক। তেলিয়ামুড়া থানাধীন পুরাতন টিআরটিসি এলাকায় ২৩ বছরের কেশব দাস বাইক নিয়ে দুর্ঘটনাপ্রাপ্ত হন। টিআরটিসি ১৯৫৩ নম্বরের বাইক নিয়ে তিনি তেলিয়ামুড়া বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। একটি মারুতি গাড়ি তার বাইকে ধাক্কা দেয়। এতে কেশব দাস রাস্তায় ছিটকে পড়েন। প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এবং আহত যুবককে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে আসে। তবে মারুতি গাড়িটি ঘটনার পরই পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। বর্তমানে আহত যুবক তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO. 21/EE/E-CELL/ARDD/2021-22. Date : 07/02/2022. Memo No F.1(20)/E-Cell/ARDD/WORKS/TENDER/21/3536-45 Date: 07/02/2022.	
Percentage rate bids in single bid percentage rate tender are invited on behalf of the 'Government of Tripura' in PWD -7(Seven) upto 3.00 p.m on 17/02/2022 for DNIT : i) 53/EE/E-CELL/ARDD/2021-22 ii) 54/EE/E-CELL/ARDD/2021-22 iii) 55/EE/E-CELL/ARDD/2021-22 & iv) 56/EE/E-CELL/ARDD/2021-22. All details can be seen in the office of the Undersigned. For any query please contact 9436969700.	
N.B :- For details please Visit https://ardd.tripura.gov.in .	
ICA-C-3706-22	Sd/-Illegible Executive Engineer Engineering Cell, ARDD. P.N. Complex, Agartala

NOTICE INVITING e-TENDER	
OBCs Welfare Department, Government of Tripura invites electronic Bids through e-Procurement Portal of Government of Tripura (https://tripuratenders.gov.in) from interested lawful owners of Maruti Eco Vehicle for providing 1 (one) Maruti Eco Vehicle to the office of the Hon'ble Minister, OBCs Welfare Department office as on hiring basis in two stage Bid System. OBCs Welfare Department, Government of Tripura. Detailed tender notice, schedules and tender documents can be obtained from https://tripuratenders.gov.in . Last Date of submission of the e-Tender: 24-02- 2022 up to 5.00 P.M.	
ICA-C-3688-22	Sd/-Illegible (KUNTAL DAS) Director OBCs Welfare Department Government of Tripura

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: EE-IED/AMB/35/2021-22 Dated: 09.02.2022	
The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD (Building), Ambassa, Dhulai Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' item rate tender from the appropriate registered owner of the commercial vehicle Maruti Van (Omni) / EECO of model not older than 2018, up to 12.00 P.M. on 23.02.2022 for the following work -	
Sl. No	DNIT No.

Sl. No	DNIT No.	ESTI-MATED COST	EAR-NEST MONEY	LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR ISSUE OF TENDER FORM	TIME AND DATE OF OPENING OF TENDER
1.	EE-IED/AMB/180/2021-22	Rs. 3,69,080.00	Rs. 3,691.00	Upto 14.00 Hrs. on 22.02.2022	At 12.30 Hrs. on 23.02.2022

The tender documents are available for inspection in the office of the **Executive Engineer, Internal Electrification Division, Ambassa, Dhulai Tripura** from 11.00 A.M. to 4.00 P.M. during office hours on all working days specified as above.

For and on behalf of Governor of Tripura Sd/- Illegible (Er. Ajit Ghosh) Executive Engineer Internal Electrification Division, PWD Ambassa Dhulai Tripura.	
ICA-C-3694-22	

সদ্বান চাই	
Ref.:Baikhora P.S GDE/27, 27 dated 08-02-2022	
পাশের ছবিটি শ্রী প্রিয়া চক্রবর্তী, স্বামী-মৃত সুবল চক্রবর্তী, আনুমানিক বয়স ১৮ বৎসর, সাং- চরকাই (মধ্যপাড়া), থানা বাইখোড়া, জেলা-দক্ষিণ ত্রিপুরা, উচ্চতা-৪ ফুট, গায়ের রঙ-করসা, পরা ছিল খয়েরি ও সাদা কাপড়ের স্কুল ড্রেস। গত ০৭-০২-২০২২ (ইং) সকাল আনুমানিক ৭.৩০ মিনিট সময় নিজ বাড়ি হইতে বিদ্যালয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য করে বাড়ি থেকে বের হয়, সে আর বাড়ীতে ফিরে আসে না। উক্ত নিখোঁজ-মেয়েটিকে এখন পর্যন্ত কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নাই।	
উপরে উল্লিখিত নিখোঁজ মেয়েটির সন্ধ্যেক কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্ন লিখিত ঠিকানার ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।	
(যোগাযোগের ঠিকানা) ১) এস.পি (ডি.আই.বি) কন্ট্রোল দক্ষিণ ত্রিপুরা, বিলোনিয়া, ফোন নম্বর : ০3823-222052, 7628007079	
২) বাইখোড়া থানা : ফোন নম্বর : 7085878885	
Sd/- Illegible Superintendent of Police South Tripura District	
ICA/D/1780/22	

জয়ের আশা নিয়ে নামছে ফরোয়ার্ড, রামকৃষ্ণ



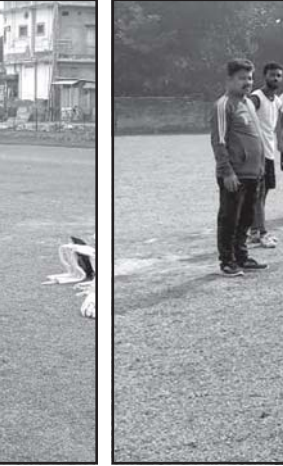
প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ সুপার লিগের প্রথম ম্যাচে ফরোয়ার্ড ক্লাব এবং রামকৃষ্ণ ক্লাব দুইটি দলই জয়ের লক্ষ্য নিয়ে নামছে। সুপার লিগে প্রতিটি দল মাত্র তিনটি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবে। অর্থাৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিশেষ সুযোগ নেই। সেরা দল নিয়ে জয়ের লক্ষ্যেই ঝাঁপাতে হবে। প্রথম ম্যাচে পয়েন্ট হারানোর অর্থ হলো খেতাবি দৌড় থেকে অনেকটা দূরে সরে যাওয়া। এই কথাটা মাথায় রেখেই আগামীকাল খেলতে নামছে ফরোয়ার্ড ক্লাব এবং রামকৃষ্ণ ক্লাব। শুক্রবার দুইটি দলই শেষ প্রস্তুতি সারলো। রামকৃষ্ণ ক্লাবে চোট-আঘাতের কিছুটা সমস্যা রয়েছে। প্রথম একাদশের দুই ফুটবলার সম্পূর্ণ ফিট নয়। তারপরও

কুশল স্মৃতি টেনিসে নয়টি দল

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ ১৮-তম কুশল স্মৃতি ওপেন টেনিসে নয়টি দল অংশগ্রহণ করবে। শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয় প্রতিযোগিতার ড্র। পাশাপাশি প্রাথমিক পর্বের খেলাও শুরু হয়। এদিন মালঞ্চ নিবাস স্টেট টেনিস কমপ্লেক্সে এই ড্র অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিএসএফ-র ডিআইজি ডঃ আশিস কুমার, ত্রিপুরার টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের দাবি সুজিত রায় সহ অন্যান্যরা। অংশগ্রহণকারী দলগুলিকে দুইটি গ্রুপে রাখা হয়েছে। ‘এ’ গ্রুপের দলগুলি হলো—বাংলা, ত্রিপুরা-ব্লু, বিএসএফ, মেঘালয়। ‘বি’ গ্রুপের দলগুলি হলো—কলকাতা স্পোর্টস ক্লাব, ত্রিপুরা-হোয়াইট, ওএনজিসি, মিজোরাম, নিপকো। প্রথম ম্যাচে এদিন গতবারের চ্যাম্পিয়ন বাংলা ত্রিপুরা-ব্লু দলের বিরুদ্ধে জয় পায়। অন্যদিকে, মিজোরাম হারিয়ে দিয়েছে ওএনজিসি-কে। আগামীকাল দুপুর বারোটার মালঞ্চ নিবাস স্টেট টেনিস কমপ্লেক্সে প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান উদ্বোধন হবে। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

রাজনীতির করালগ্রাসে এমবিবি স্টেডিয়াম

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্যের গর্বের এমবিবি স্টেডিয়ামও আজ রাজনীতির করালগ্রাসে চলে এসেছে। অবশ্য ক্রিকেটপ্রেমীরা এতে মোটেই বিপ্লবত নয়। এটাই তো হওয়ার ছিল। ক্রিকেট এবং ক্রিকেটারদের উন্নতির প্রতিশ্রুতি দিয়ে দায়িত্বে আসার পর থেকে যুগ্মসচিব এবং সভাপতির প্রধান কাজ ছিল দুইটি। প্রথমাি সচিব অপসারণ। আর দ্বিতীয়টি রাজ্যের ধনীমল ক্রীড়া সংস্থা টিসিএ-কে শাসক দলের হুজুরায় নিয়ে আসা। ২০১৯-র সেপ্টেম্বর থেকে এই প্রক্রিয়াটিই চলে আসছিল। এবার যোলোকলা পূর্ণ হলো। এমবিবি-র মতো একটি গর্বের এবং দেশের প্রথম বারির স্টেডিয়ামে এবার টেনিস বারি প্রতিযোগিতা হবে। প্রশ্ন উঠতেই পারে, এই প্রতিযোগিতার আয়োজক কারা? ৯-বনমালীপুর মন্ডল এই টেনিস প্রতিযোগিতার আয়োজক। সুতরাং সভাপতি এবং যুগ্মসচিব আনন্দ হাতওয়ালি দিতে দিতে এমবিবি স্টেডিয়ামের সর্বনাশের রাস্তা খুলে দেবেন এতে আর অবাক হওয়ার কিছু আছে? প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, ৯-বনমালীপুর মন্ডলের উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন দলকে দেওয়া হবে একটি টাটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ি। এছাড়া রানার্সআপ



তাদেরকে প্রথম একাদশে রেখে মাঠে নামবে তারা। অন্যদিকে, ফরোয়ার্ড ক্লাবে চোট-আঘাতজনিত কোন সমস্যা নেই। রাখাল শিন্ডের কোয়ার্টার ফাইনালে এই দুই দল মুখোমুখি হয়েছিল। ম্যাচে ৩-১ গোলে জয় পায় ফরোয়ার্ড ক্লাব। লিগেও প্রাথমিক পর্বে ৪-০ গোলে জয় তুলে নেয় ফরোয়ার্ড ক্লাব। চলতি মরশুমে দুই দলের তৃতীয় সাক্ষাৎ-এ কি হবে সেটা সময়ই

বলেবে। আপাতত দুইটি দলই জয়ের লক্ষ্য নিয়ে ঝাঁপাতে চায়। ফরোয়ার্ড কোচ সুভাষ বোস জানিয়েছেন, তিনি জয়ের ব্যাপারে ১০০ শতাংশ আশাবাদী। অন্যদিকে রামকৃষ্ণ কোচ কৌশিক রায় বলেছেন, জয়ের লক্ষ্য নিয়েই আমরা নামবো। অর্থাৎ দুইটি দলই অনেক ইতিবাচক। দলগত শক্তির বিচারে ফুটবল বিশেষজ্ঞরা কোন দলকেই এগিয়ে রাখছে না। ফরোয়ার্ড ক্লাবের হয়ে দুই বিদেশি

চিজোবা এবং ভিদাল চিসানো মাঠে নামবে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, বিদেশিদের সৌজন্যে তারা এগিয়ে। তবে বিদেশি সমৃদ্ধ এগিয়ে চল সংখ্য-কে দুর্দান্ত খেলে হারিয়েছে রামকৃষ্ণ ক্লাব। তাদের হাতে বিদেশি নয় বাটে তবে বেশ কয়েকজন উন্নতমানের ভিনরাজ্যের ফুটবলার রয়েছে। যারা এখনও পর্যন্ত দলকে টেনে নিয়ে চলেছে। রামকৃষ্ণ

●এরপর দুইয়ের পাতায়

চার কোচের ফুটবল বুদ্ধির উপরই লিগ জয় নির্ভর করবে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ শাসক দলের এক প্রবীণ বিধায়কের সৌজন্যে রামকৃষ্ণ ক্লাবের জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনকে ওয়াকওভার দেওয়া ছাড়া টিএফএ-র এবারের সিনিয়র ডিভিশন লিগ ফুটবলের প্রথম পর্ব অবশ্য ঠিকভাবেই শেষ হয়েছে। জুয়েলস-র অবনমন বাঁচাতে প্রবীণ বিধায়কের নিজের ক্লাব রামকৃষ্ণ ক্লাব অবশ্য ওয়াকওভার দিতে বাধ্য হয়। অবশ্য সুপার লিগে যেহেতু সিঙ্গল লিগ বা প্রথম লিগের পয়েন্ট যুক্ত হবে না তাই রামকৃষ্ণ নিজেরা সুপারের উঠে

জুয়েলস-কে অবনমন থেকে বাঁচাতে ওয়াকওভার দেয়। রাম আমলের মতো অতীতে বাম আমলেও কিন্তু পুলিশকে যত্নম্বর বা চক্রান্ত করে নিচে নামানোর অভিযোগ রয়েছে। পুলিশ যেহেতু সরকারি দল আর পুলিশের অফিসাররা ফুটবল দল নিয়ে তেমন উৎসাহও দেখান না তাই তাদের অবনমনে ঠেলে দেওয়া সহজ। এদিকে, আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে সুপারের খেলা। যেহেতু শূন্য থেকে শুরু তাই সুপারের গট-আপ বা ওয়াকওভারের সুযোগ নেই। সুপার লিগে কিন্তু চার দলের

সামনেই সমান সুযোগ। চার দলই লিগ জিততে পারে। ২০১৯ সালে লিগ জিতেছিল এগিয়ে চল সংখ্য। ২০২০ সালে কোন খেলা হয়নি। এখন ২০২১ সালের খেলা চলছে। এবার অবশ্য শিশু জিতছে এগিয়ে চল সংখ্য। এগিয়ে চল সংখ্যের লক্ষ্য এবার দ্বি-মুকুট জয়। তবে লিগে এগিয়ে চল সংখ্য কিন্তু দুইটি ম্যাচ হেরেছে। দুইটি বড় ম্যাচে তাদের পরাজিত হতে হয়েছে। ফরোয়ার্ড ক্লাবও দুইটি ম্যাচ হেরেছে। রামকৃষ্ণ ওয়াকওভার সহ দুইটি ম্যাচ হেরেছে। লালবাহাদুর অবশ্য

●এরপর দুইয়ের পাতায়

এক দিনের সিরিজে চুনকাম রোহিতদের ৩-০ ব্যবধানে জয়ী পোলার্ডদের বিপক্ষে

আমোদাবাদ, ১১ ফেব্রুয়ারি।। তৃতীয় এক দিনের ম্যাচেও পূর্বদ্রুত ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ৯৬ রানে হেরে গেল তারা। শ্রেয়স আয়ারের দুর্দান্ত ব্যাটিং এবং বোলারদের সম্মিলিত পারফরম্যান্সে হেরে গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল। চার পরিবর্তন করেও ক্যারিবিয়ানদের অনায়াসে হারিয়ে দিল তারা। অন্যান্য দিনের মতো ভারতের শুরুটা শুক্রবার ভাল হয়নি। ১৬ রানের মাথাতেই রোহিত শর্মাকে হারায় ভারত। কভারে ড্রাইভ করতে গিয়ে আলজারি জেসেফের ঢুকে আসা বলে বোল্ড হয়ে যান রোহিত। তিন বল পরেই আউট কোহিলিও। লেগ সিন্ডের বলে ফ্রিক করতে গিয়েছিলো। ব্যাটের ক্যাচ লেগে উইকেটকিপার শেই হোপের হাতে কাচ চলে যায়। এক ওভারে দু’ইউকেট হারিয়ে তখন বজায় চাপে ভাঙে। কিছুক্ষণ পরে ফিরে যান দলে ফেরা শিখর ধবনও (৩০)। এই অবস্থায় দলের হাল ধরে শ্রেয়স আয়ার এবং ঋষভ পঙ্খ। খারাপ শর্ট খেলে আউট হওয়ার জন্য দুর্দাম রয়েছে পঙ্হের। কিন্তু শুক্রবার চাপের মুখে পরিণত মানসিকতা দেখিয়ে খেলে যান পঙ্হ। যোগ্য সঙ্গত দেন শ্রেয়স, যিনি ঠান্ডা মাখার জন্য পরিচিত। চতুর্থ উইকেটে

দু’জনে মিলে যোগ করেন ১১০ রান। অর্ধশতরান করে পঙ্হ (৫৬) ফেরার পরে বেশিক্ষণ সূর্যকুমার যাদব টিকতে পারেননি। তবে ওয়াশিটন মুনদরকে (৩৩) নিয়ে ভারতের ইনিংস টানতে থাকেন। শতরান পাননি শ্রেয়স। ৮০ রানের মাথায় আউট হন। এরপর ব্যাট হাতে দীপক চাহারের ঝোড়ো ইনিংসের সৌজন্যে ভারতের রান আড়াইশো পেরিয়ে যায়। ২৬৫ রানে শেষ হয় ভারতের ইনিংস বল হাতে শুরু থেকেই ক্যারিবিয়ানদের উপর দাপট দেখাতে থাকেন ভারতীয় বোলাররা। ২৫ রানের প্রথম তিন উইকেটে পড়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের। এরপর কিছুক্ষণ ডারেন ব্রাভো (১৯) এবং নিকোলাস পুরান (৩৪) হাল ধরলেও বেশিক্ষণ কেউই টিকতে পারেননি। ৮২ রানের মধ্যে সাত উইকেট হারিয়ে ফেলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দীপক চাহার, মহম্মদ সিরাজ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ থেকে কুলদীপ যাদব, প্রত্যেকেই দুরন্ত বল করছিলেন। শেষ দিকে ঝোড়ো ইনিংসে খেলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ওডিয়ান স্টিথ (৩৬)। দলের ১২২ রানের মাথায় ফেরেন তিনি।

তবু যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এতদূর পৌঁছল, তার পিছনে দায়ী নবম উইকেটে আলজেরি

●এরপর দুইয়ের পাতায়

স্পোর্টিং মাঠে গোলপোস্ট

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ দীর্ঘ ৩৫ বছরের অবসান। কামালখাট স্কুলের ফুটবল মাঠে গোলপোস্ট বসলো। ৩৫ বছর ধরে স্থানীয় ফুটবলপ্রেমীরা কখনও পাইপ কিংবা কখনও বাঁশ জোড়াতালি দিয়ে গোলপোস্টের কাজ চালাতো। অনেক চেষ্টা হয়েছিল যাতে মাঠে গোলপোস্ট বসানো যায়। বাম আমলের দীর্ঘ বঞ্চনার পর পূর্ব কামালখাটের পঞ্চায়েত প্রধান পলাশ সিনহা এবং পশ্চিম কামালখাটের পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীচরণ দাস-র উদ্যোগে অবশেষে কামালখাটের ফুটবলপ্রেমীদের প্রত্যাশা পূরণ হলো।

গীতা রানি দাস স্মৃতি ক্রিকেট

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ অববিদ সম্বৎ পরিচালিত গীতা রানি দাস স্মৃতি নবকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে। প্রতিটি ম্যাচ হবে ১৬ ওভারের। চ্যাম্পিয়ন দল ২৫ হাজার টাকা, রানার্সআপ দল ১৫ হাজার টাকা পুরস্কার পাবে। এছাড়া ম্যান অফ দ্য সিরিজের জন্য রয়েছে একটি মোবাইল ফোন। প্রতিটি ম্যাচের সেরাদেরও পুরস্কার দেওয়া হবে। ১০০০ টাকা এন্ট্রি ফি সহ আগামী ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক দলগুলিকে নাম জমা দিতে বলা হয়েছে।

ম্যাচ গড়াপেটায় দৌষী সাব্যস্ত জাতীয় কোচ সৌম্যদীপ

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি।। ম্যাচ গড়াপেটায় দৌষী সাব্যস্ত হলেন জাতীয় টেবিল টেনিস দলের কোচ সৌম্যদীপ রায়। টেবিল টেনিস খেলোয়াড় মণিকা বাত্রার কাম মামলার রায়ে জানালো দিল্লি হাইকোর্ট। এর ফলে কোচ শান্তি হতে পারে তাঁরা। টেবিল টেনিস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার এজিকিউটিভ কমিটিকেও ছ’মাসের জন্য নির্বাসিত করেছে দিল্লি হাইকোর্ট। আদালত জানিয়েছে, সংস্থার কাজ পরিচালনার জন্য এক সপ্তাহের মধ্যে নিয়োগ করা হবে প্রশ্নাক গাত ববর, প্রত্যেকেই দুরন্ত বল করছিলেন। সৌম্যদীপ রায় তাঁকে অলিম্পিক্সের যোগ্যতা অর্জন পর্বের একটি ম্যাচ ছেড়ে দিতে বলেন। ম্যাচটি মণিকা হারলে টোকিও অলিম্পিক্সে সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়ের যোগ্যতা অর্জন করা সহজ হত। উল্লেখ্য, সৌম্যদীপ রায়ের কাছেই প্রশিক্ষণ নিতেন সুতীর্থা।

মণিকা অলিম্পিক্স সিঙ্গপুসে সৌম্যদীপের কোচিংয়ে খেলতে অস্বীকার করেন। মণিকার বক্তব্য ছিল, কয়েক মাস আগে ম্যাচ গড়াপেটায় যুক্ত হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে, এমন কারোর কোচিংয়ে খেলতে তাঁর মানোসম্মোহে সমস্যা হবে। জাতীয় দলের কোচের অধীনে খেলতে অস্বীকার করায় মণিকাকে শোকজ করে টেবিল টেনিস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া। তার পরও অবশ্য মণিকার বাজিগত কোচ সম্ময় পরাজাপেক্ষে অলিম্পিক্সে ট্রেনিং করানোর অনুমতি দেওয়া হয়। যদিও ম্যাচে তাঁর প্রবেশাধিকার ছিল না। অলিম্পিক্সের পর এশিয়ান টেবিল টেনিস টিম চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য ভারতীয় দলে সুযোগ পাননি মণিকা। যদিও সে সময় তিনি ছয় ঝাপ উঠে বিশ্ব ক্রমপর্যায়ে ৫০ নম্বরে ছিলেন। যা তাঁর জীবনের সেরা। জি সাথিয়ানের মতো দশ হাজার টাকা এবং একটা সিজনে সর্বোচ্চ ৭২টি ম্যাচে ৭.২ লক্ষ টাকা অনুদান পাওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু একদিনকে তিন বছর ধরে যেননা রাজ্যভিত্তিক সৌম্যদীপের।

আজ আইপিএল-র নিলাম

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ আগামীকাল আইপিএল-র দুই দিনব্যাপী নিলাম পর্ব শুরু হবে। ব্যাঙ্গালুরুতে দুই দিনব্যাপী এই মেগা নিলামে ত্রিপুরার ক্রিকেটপ্রেমীরা তাকিয়ে রয়েছে রাজ্যের প্রতিভাবান অমিত আলি-র দিকে। মূলতঃ লেগস্পিনার পাশাপাশি ব্যাটের হাতটাও মন্দ নয়। একাধিক দলে ট্রায়াল দিয়েছে অমিত। পাশাপাশি ব্যাঙ্গালুরুতে এনসিএ-র বিশেষ

শিবিরেও সুযোগ পেয়েছে। এবার নিলামে ডাক পাওয়ার অপেক্ষায় অমিত আলি। শুধু অমিত নয়, গোটা রাজ্যের ক্রিকেটপ্রেমীরাই একটি গৌরবময় ঘটনার সাক্ষী হতে চায়। ২০০৮ থেকে শুরু হয়েছে আইপিএল। দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো, এই ১৪ বছরে ত্রিপুরার একজন ক্রিকেটারও আইপিএল খেলার সুযোগ পায়নি। অমিত আলি-র হাত ধরে কি এই ব্যর্থতার অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরা হবে?

ক্রিকেটার এই আইপিএল-র নিলামে অংশগ্রহণ করবে। এদের মধ্যে ৩৭০ জন ভারতীয়। এছাড়া ২২০ জন বিদেশি। কোনাধনের অমিত আলি ইতিমধ্যেই জাতীয় ক্ষেত্রে তার যোগ্যতার একাধিক প্রমাণ দিয়েছে। তার স্বীকৃতিও পেতে শুরু করেছে। ত্রিপুরার প্রথম ক্রিকেটার হিসাবে আইপিএল-এ সুযোগ পেয়ে ইতিহাস গড়তে পারবে অমিত আলি? আগামী দুইদিন অধীর আখ্যেই অপেক্ষায় থাকবে ত্রিপুরার ক্রিকেটপ্রেমীরা।

হোটেলে নিভৃতবাসে রঞ্জি দল

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ দিল্লিতে পৌছেই হোটেলে নিভৃতবাস পর্ব শুরু হয়েছে। রঞ্জি দলের ক্রিকেটার এবং স্পোর্টিং স্টাফ প্রত্যেকেই নিভৃতবাসে রয়েছে। পাঁচদিন এই পর্ব কাটাতে হবে। মোট দুইবার প্রতিটি সদস্যের কোভিড টেস্ট হবে। শুক্রবারই প্রথম টেস্ট হওয়ার কথা। রিপোর্ট পাওয়া যাবে একদিন পর। আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে রঞ্জি ট্রফিতে অভিযান শুরু করবে রঞ্জি দল। আসর দ্রুত শেষ করার তাগিদে এবার বিসিসিআই রঞ্জি ট্রফিতে ম্যাচের সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছে। প্রতিটি দল বার তিনটি করে ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবে। আট গ্রুপ থেকে একটি করে দল কোয়ার্টার ফাইনালে উঠবে। ফলে ত্রিপুরার জন্য বেশ কঠিন লড়াই অপেক্ষা করছে। ক্রিকেট মহল নিশ্চিত নয় যে, ত্রিপুরা এই কঠিন লড়াইয়ের সফল মোকাবেলা করতে পারবে। দলে বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান ক্রিকেটার অবশ্যই

রয়েছে। কিন্তু সমস্যা হলো, ২০১৯-র পর আর দিবসীয় ম্যাচে নামার সুযোগ হয়নি। এই বছরও দুইটি সর্কস্কিপ্ত ফরম্যাটের ক্রিকেট খেলেছে। হঠাৎ করে চারদিনের ম্যাচ খেলতে নামলে সমস্যা হবেনই। পাশাপাশি পর্যাপ্ত প্রস্তুতিও সেভাবে হয়নি। পেশাদার ক্রিকেটার বাছাইয়েও দুই নম্বর করেছে টিসিএ। এক আजीবন সদস্যের বক্তব্য হলো, টিসিএ সম্ভবত চায় না রাজ্য দলের সাফল্য। তাই রদদিমার্কা ভিনরাজ্যের ক্রিকেটার নিয়ে এসেছে। এই অবস্থায় স্থানীয়রাই দলের ভরসা। তারা যদি নিজেদের মেলে ধরতে পারে তাহলে হয়তো ফলাফল কিছুটা আশানুরূপ হবে। অন্যথায় পাঞ্জাব, হরিয়ানার মতো দলের বিরুদ্ধে লড়াই করাই কঠিন হয়ে যাবে। আগামী ১৫ এবং ১৬ ফেব্রুয়ারি অনুশীলনের সুযোগ পাবে রাজ্য দল। পরেরদিনই ম্যাচ খেলতে হবে। আগামীকাল থেকে হোটেলে জিম হবে বলে জানা গেছে।

৩৯ নং ওয়ার্ডের উদ্যোগে অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ পুর নিগমের ৩৯ নং ওয়ার্ডের উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৯-তম জন্মদিবস পালনের অঙ্গ হিসাবে শুক্রবার এডিনগর স্কুল মাঠে একটি অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই আখঃ প্লে সেন্টার অ্যাথলেটিক্সের উদ্বোধন উ পলক্ষ্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শুরুতেই স্বামী বিবেকানন্দ এবং সন্ধ্যা প্রয়াত লতা মঙ্গেশকরকে প্রতিভূতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন আদ্যে অতিথিবর্ন্দ। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তথা নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার এই

ক্রীড়ায়জ্ঞের সূচনা করেন। স্বাগত ভাষণ শেষ করেন ৩৯ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অলক রায়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের অধিকর্তা সুবিকান্ত দেববর্মা, রাজ্য বিজেপি সভাপতি মানিক সাহা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সভাপতি অম্বরা দেব সরকার, ক্রীড়া অধিকারিক স্বপন সাহা সহ অন্যান্যরা। ১২টি প্লে সেন্টারের মোট ২৬০ জন অ্যাথলিট এতে অংশগ্রহণ করে। সর্বমিলিয়ে আটটি ইভেন্টে তারা অংশগ্রহণ করে। ৪১ পয়েন্ট পেয়ে ক্রাশিয়ান হয়েছে ডঃ বি আর আদ্যেদর কোচি সেন্টার। মেয়েদের ৩ হাজার মিটার দৌড়ে কলেজ প্লে

সেন্টারের মিস্সা চৌধুরী, ছেলেদের বিভাগে আকাশ বর্মণ, মেয়েদের ৪০০ মিটার স্প্রিন্টে ডঃ বি আর আদ্যেদরক সিঙ্গি-র অন্তরা ঘোষ, ছেলেদের বিভাগে একই সেন্টারের অনিকেত শীল প্রথম স্থান পেয়েছে। মেয়েদের লংজাম্পে প্রথম হয়েছে ইন্ডনগরের পিয়ালী দাস, ছেলেদের লংজাম্পে প্রথম হয়েছে পশ্চিম নোয়োগাঁও-র শহিনুল ইসলাম চৌধুরী। এছাড়া মেয়েদের শটপুটে এডিনগরের নিপা আক্তার, ছেলেদের বিভাগে রাকেশ দেববর্মা প্রথম স্থান পেয়েছে। প্রাক্ষে অতিথিবর্ন্দে সম্পন্ন হওয়ার কাউন্সিলার অলক রায় প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

তীব্র আর্থিক সংকটে মহকুমা ক্রিকেটের কোচিং সেন্টারগুলিতে তালা ঝুলছে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ তীব্র আর্থিক সংকটে অধিকাংশ মহকুমা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। টিসিএ-র বর্তমান কমিটির সামলে নাকি নজিরবিহীন আর্থিক সংকটে সিংহভাগ মহকুমা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। জানা গেছে, চরম আর্থিক সংকটে অধিকাংশ মহকুমা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনই নাকি তাদের নিয়মিত কোচিং ক্যাম্প বন্ধ করে রেখেছে। তবে যারা এখনও কোচিং ক্যাম্প চালিয়ে রেখেছে তারা নাকি টাফল আত্মাবে ছেলে-মেয়েদের প্র্যাকটিস বল যেমন দিতে পারছে না তে মনি ছেড়ে-মেয়েদের সামান্য টিফিন পর্যন্ত দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বিভিন্ন মহকুমা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের অভিযোগ, টিসিএ-র বর্তমান কমিটি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে মহকুমা ক্রিকেট সংস্থাগুলির আর্থিক সংকট শুরু হয়। যেহেতু যুগ্মসচিবের মৌখিক নির্দেশে গত আড়াই বছরে কোন মহকুমা ক্লাব ক্রিকেট হয়নি তাই নিয়ম মতো কোন মহকুমা টিসিএ-র শ্রম দলে। জাতীয় দল থেকে বাদ পড়ার পরেই আদালতের দ্বারস্থ হন মণিকা। হাইকোর্টের রায় তাঁর পক্ষে যাওয়ার ফলে কড়া শাস্তি হতে পারে

সিনিয়র ক্রিকেট বন্ধ তেমনি দুই সিজন ধরে বন্ধ মহকুমা ক্লাব ক্রিকেট। এতে করে এক-একটি মহকুমা গত দুই সিজনে প্রায় ২০-২৫ লক্ষ টাকার অনুদান থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এছাড়া রাজ্য স্কুল ক্রিকেট বন্ধ থাকায় ক্ষতি হয়েছে মহকুমাগুলির। অভিযোগ, উচ্চ আদালতের নির্দেশে তিমির চন্দ পুনরায় টিসিএ-র সচিব পদে ফিরে আসার পর রাজ্য সরকারের কোভিড নিয়ম মেনে ঘরোয়া ক্রিকেট শুরু করার নির্দেশ দেওয়ার পর এখন নাকি টিসিএ-র এক কর্তা বিভিন্ন মহকুমা কে ফোনে হুমকি দিচ্ছেন যে, তারা যেন সচিবের কথায় খেলা শুরু না করে। এখানে নাকি সভাপতির নামও বলা হচ্ছে। সভাপতির অনুমতি ছাড়া নাকি কোন খেলার আয়োজন করলে ওই মহকুমাকে কোন টাকা দেওয়া হবে না। ফলে অধিকাংশ মহকুমা তৈরি হয়েও খেলা শুরু করতে পারছে না। অসহিষ্ণু মহকুমা তৈরি হয়েও ১৪ জোনাল ক্রিকেট কবে হবে, কবে হবে অনুর্ধ্ব ১৪ রাজ্য ক্রিকেট তা কেউ জানে না। তেমনি বিভিন্ন মহকুমায় অনুর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট শুরু করার আশ্বাস নির্দেশ নাকি নেই। তেমনি স্কুল

ক্রিকেট বা মহকুমা ক্লাব ক্রিকেট। জেনৈক মহকুমা ক্রিকেট কর্তা বলেন, ক্লাব ক্রিকেট না হলে মহকুমাগুলির আর্থিক সংকট শেষ হবে না। কেননা একমাত্র ক্লাব ক্রিকেটেই টিসিএ-র অনুদান বেশি। একটি ম্যাচের জন্য দশ হাজার টাকা এবং প্রস্তুতির জন্য কয়েক লক্ষ টাকা। অভিযোগ, ২৯ মাসে টিসিএ-র বর্তমান কমিটি টিসিএ-র সচিব পদে ফিরে আসার পর রাজ্য সরকারের কোভিড নিয়ম মেনে ঘরোয়া ক্রিকেট শুরু করার নির্দেশ দেওয়ার পর এখন নাকি টিসিএ-র এক কর্তা বিভিন্ন মহকুমা কে ফোনে হুমকি দিচ্ছেন যে, তারা যেন সচিবের কথায় খেলা শুরু না করে। এখানে নাকি সভাপতির নামও বলা হচ্ছে। সভাপতির অনুমতি ছাড়া নাকি কোন খেলার আয়োজন করলে ওই মহকুমাকে কোন টাকা দেওয়া হবে না। ফলে অধিকাংশ মহকুমা তৈরি হয়েও খেলা শুরু করতে পারছে না। অসহিষ্ণু মহকুমা তৈরি হয়েও ১৪ জোনাল ক্রিকেট কবে হবে, কবে হবে অনুর্ধ্ব ১৪ রাজ্য ক্রিকেট তা কেউ জানে না। তেমনি বিভিন্ন মহকুমায় অনুর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট শুরু করার আশ্বাস নির্দেশ নাকি নেই। তেমনি স্কুল

হাসপাতালে নাসের স্বামীর তাণ্ডব

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি,
বিশাগণড়, ১১ ফেব্রুয়ারী। স্বী
নার্স বলেছি কি আমি তার কর্মজীবন
নির্ভর বাড়ি ভেবে নিয়েছেহ
শুক্রবার দুপুর ১টা ১০ মিনিট নাগাদ
বিশাগণড় মরুকা হাসপাতালে
একজন নার্স স্বামী এসে যে
ধরনের তথ্য চালিয়েছেন তা দেখে
সবাই এই প্রস্তুতি করেছেন। তবে
তিনি কি কারণে হাসপাতাল এসে
তাঁকে দাখলেন তা কেউই
স্পষ্টভাবে বলতে পারছেন না
হাসপাতালের বেসরকারি
নিরাপত্তাকর্মীরা প্রথমে তাকে
হাসপাতালে আসার কারণ জিজ্ঞাসা
করেন। কিন্তু তিনি কোন প্রশ্নের
উত্তর না দিয়ে হস্তিহাসি করে
ভেতরে চলে যান। ভেতরে যাওয়ার
সময় স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে যেমন
ইচ্ছাকৃত করে, ঠিক তেমন
ভেতরে গিয়েও একইভাবে চিৎকার

করতে থাকেন। পরবর্তী সময়ে স্বাস্থ্যকর্মীরা তাকে অবগত করেন যে, হাসপাতালে আসা রোগীর আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন। তখন কিছুটা তিনি নিজেকে শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করলেও তার গোটা আচরণে সবাই হতবাক হয়ে পড়েন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, হাসপাতালের

নিরাপত্তারক্ষীরা কেন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন না? হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও বিষয়টি নিয়ে এখনও চূপ কেন? যদি কোন রোগীর আত্মীয়পরিজন হাসপাতালে অভিযোগ জানাতে চিৎকার করেন তাহলে সঙ্গে সঙ্গে দুতিন গাড়ি পুলিশ কিংবা টিএসআর জওয়ান ছুটে

আসে। কিন্তু এদিনের ঘটনায় কোন পুঁথিখোঁজকে হাসপাতালে আসতে দেখে যায়নি। অভিযুক্তের জীবিত নেই। কিন্তু কি ঘটনায় খামচাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে? হাসপাতালে আসা অন্য রোগী ও তাড়িয়ে আনায় পরিজনরা। অভিযোগ করেছে হয়তো ওই ব্যক্তি ঘটনার সময় সুস্থ অবস্থায় ছিলেন না। কারণ, সুস্থ মানুষকে কোনভাবেই হাসপাতালে এসে এ ধরনের অচৈর ঘটনা দেখে যায় না। অজ্ঞেয়, ওই ব্যক্তি হাসপাতালের চিকিৎসক সহ অন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে দুর্ব্যবহার করছেন। তারা ও ঘটনায় চিৎকার করছেন এবং পর্যন্ত মুখ খুলছেন। গায়ে করা হচ্ছে, হয়তো জীবিত কোন বিষয় নিয়েই তিনি হাসপাতালে এসে কবর মিনতিতে মাথা ত্যাব শুরু করেছেন। তবে সেই কাবর এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

ফের নিখোঁজ
যুবতি, চাঞ্চল্য

প্ৰতিবাদী কলম প্ৰতিনিধি,
চিডিলম, ১১ ফেব্ৰুৱাৰী। ৱাজে
হাদীসীংকালে নিৰ্মাণ্ৰে ঘণ্টা
বাজৰে শিৱনাংলম উঠে আসংক।
এ ধৰনেৰে ঘণ্টা ৱাজব্যাসীত
নিৰ্মাণ্ৰে তুলংক। ফেৰে কং যুৱতি
বাণীংকৰে ঘণ্টাংক কেন্দ্ৰ কৰে
চাংকলা তেঁৱে দেয়ংক। ঘণ্টা
জংপুংজলা আৱডি ব্ৰকেৰ অশুংত
অশংকনগণ ভিলেজ কমিটি
এলাকাৰে নগৰ সৰ্গাৰ পাড়ায়। বাডি
থেকে বাজাংৰে উদ্দেশ্যে বৈয়ং
আৰ বাডি ফেৰেনি সদ্য কলং
পাশ কৰা ৱীতা দেববৰ্মা(২১।)
শিত জি মাহেদেৱবৰ্মা ঘণ্টাৰ
বিবৰণে ৱাজা, বয়, বৃষ্ণপতিবায়
প্ৰচল ব্ৰিশ্ৰামগঞ্জ সাংগ্ৰহিক বাজাৰ।
হুংত এলাকাওংলাংক অধিক
সংখ্যায় জনজাতি নাগৰিকসে।
ব্ৰিশ্ৰামগঞ্জ বাজাংৰে এদিন আসংক।
ৱীতাও বাডিংত তাৰ মাকে বলে

পুলিশের বিবৃতিতে ভুল তথ্য

পতিবানী কলম প্রতিনিধি,
আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি।

এখনকটা উজ্জ্বলের ঘটনা ভুল তথ্য
দিয়ে পুলিশ সারের খবর দিচ্ছে। এক
খানার সাফল্য অন্য খানার উপর
চলিয়ে দেওয়া হয়েছে খোদ পুলিশ
নিদর্শন দফতর থেকে এক প্রেস
বক্তার দ্বারা মাধ্যমে নাবালিকা
মায়েককে উদ্ধার করতে আসতলি
খানার পুলিশ। কিন্তু পুলিশের প্রেস
বক্তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেখানো হয়েছে
খোয়াই খানার। এই ঘটনা ঘিরে
দুই দফা তৈরি হয়েছে পুলিশের
মধ্যেই। জানা গেছে, গত ৮
ফেব্রুয়ারি তেলিয়ামুড়া এলাকা
থেকে কল্যাণপুরের একটি মেয়ে
আগরতলায় শিকার হন। ১৫ বছরের
মল্লিকার হত্যায় সোপানই মামলা

করেণ তার বাবা। পুলিশার নম্বর
৬/১০২২। পুলিশ ভারতীয়
দফতরির ৩৬৬ ধারায় মামলা নিয়ে
রায়েজার থানাওলিকে এই তথ্য
পৌছে দিয়ে। খবর আসে শহরতলির
আমতলি থানা এলাকার বেলাবার
মেয়েটিকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।
খবর পেয়ে শুক্রবার আমতলি
থানার পুলিশ বিকাল ৫টা নাগাদ
বেলাবর থেকেই অপরূহভাবে উদ্ধার
করা মোবাইল পুর হারাই এই
উদ্ধার করা হয়। এই খবর পেয়ে
কল্যাণ পুর থানা থেকে পুলিশ এই
উদ্ধার হওয়া মেয়েটিকে আমতলি
থানা থেকে নিয়ে যায়। কিন্তু মাদার
পর যখন পুলিশ সদর দফতর থেকে
এআইডি এসে রিলিজ জারি করেন
সেখানে দেখানো হয় শোয়াই থানার

● এদপদ দুইয়েগ থানা

GRAMMAR & SPOKEN

ছোটদের, বড়দের ও Competitive পরীক্ষার্থীদের English grammar, Spoken, Written ও Translation পড়ানো হয় এবং Recording Videos প্রদান করা হয়।

— : যোগাযোগ করুন :—
Mob - 9863451923
8837086099

আদলা বিক্রয়

এখানে পুরাতন আদলা ইট,
চিপস, দরজা, জানালা, কাঠ,
টিন বিক্রয় হয়।
“শিবশক্তি কেরিং সেন্টার”
8413987741
9051811933
বিঃদ্রঃ এখানে পুরাতন
বিল্ডিং ক্রয় করে ভেঙে
নিয়ে যাওয়া হয়।

লোক চাই

Fast Food or Restaurant এর জন্য Cook, helper, চাই। অতিসত্বর যোগাযোগ করুন।

— : যোগাযোগ : —
Mob - 6009509093

ভাড়া দেওয়া হইবে

বড় রাস্তার পাশে একটি
চালুক্যাফে / রেস্টুরেন্টের
সব জিনিসপত্র সহ ভাড়া
দেওয়া হবে।

— : যোগাযোগ : —
Mob - 9366793390

চুরির গাড়ি কার ?

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি। স্বরূপটি চুরির ঘটনার আলোকে নির্দেশে গাড়ি পেলেন মেরি দেববর্মা। গত ৩০ ডিসেম্বর চুরি ঘটা গাড়ি বলে চন্দ্রপুর এইসবটি এলাকার কিছু যুবক স্বরূপটি গাড়িটি চুরি করেছিল। গাড়ির মালিক মেরি দেববর্মাও তার চোর বলে দাবি করেছিলেন। ঘটনায় তদন্ত করে পূর্ব আয়ারল্যান্ড থানার পুলিশ। মেরি দেববর্মাও গাড়িটি পূর্ব থানার কাছে দিয়ে আলাতে আসবেন করেন। শেষ পর্যন্ত শুকুবার আলাত স্বরূপটি গাড়িটি মেরি বলে নির্দেশ দিয়েছেন। মেরি দেববর্মা জানান, সতেরো জন্ম হয়েছে। স্বরূপটি গাড়িটি চুরির কারণে আমার অপবাদ দেওয়া হয়েছিল। গাড়ির মালিকানা দাবি করে এই যুবক চন্দ্রপুরে রয়েছে। কিন্তু আমাকেই চোর বলে হায়েছিল। এই ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে গাড়িটি কার? আলাতের নির্দেশে গাড়িটি পেলেন মেরির মেরি দেববর্মা। অথচ এই গাড়িটির মালিকানা দাবি করে এই যুবক চন্দ্রপুরে গাড়িটি এলাকার ব্যাপক হট তৈরি করেছিল। থানায়ও মামলা করে। তাদের বিবেচনা কোনও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে জানা গেছে।

মহিলাকে পিটিয়ে বীরত্ব

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
সোনা মুড়া, ১১ ফেব্রুয়ারি।
মহিলাদের উপর মারধরের
প্রণয়তা বাড়ছে। সামান্য একটি
বিবাদকে ঘিরে এক মহিলাকে
বেধড়ক পিটিয়ে দিলো তিন
পায়গু। গুরতর অবস্থা ওই
মহিলাকে জিবিপি হাসপাতালে
ভর্তি করা হলো ও পুলিশ একজনও
অভিযুক্তকে থেফতার করেনি।
আহত গৃহবধূর অবস্থা গুরতর
বেধ জানা গেছে। এঘটনাই
হয়েছে সোনা মুড়া। এলাকায়
অভিযুক্তরা হলো আলি আহমেদ,

রাজীব হোসেন এবং ফুলচান।
প্রতিবেশীর বাড়িতে গরু
চড়ানোকে কেন্দ্র করে এই ঝগড়ার
সূত্রপাত হয়। বগলা ডিহাির
প্রতিবেশী গহবধুকে ঈশ্রিতহাির
এবং বেধড়ক পেটানো হয়। আহত
গুহবধুকে এলাকার লোকজন
উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয়
সেনানুমুতা হাসপাতালে ভর্তি
করায়। সেখান থেকে পাঠিয়ে
দেওয়া হয় জিবিপি হাসপাতালে।
তিনি ঘটনার বিচার চান। কিন্তু
পুলিশ এখনও পর্যন্ত
অভিযুক্তদের খেফতার করেনি।

বিশ্বজিৎ হত্যায় সাড়ে তিন বছর পর চার্জ গঠন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি। শহরের মিলনচত্রে বিজেপি নেতা বিশ্বেশ্বর পাণ্ডা হতাকার পর সাড়ে তিন বছর পর আদালতে চার্জশিত হন। বাড়ির পাশেই মেডিক্যাল রিসার্চসেন্ট্রের কাছে বিশ্বেশ্বর পাণ্ডা (৩৬)-কে গুলি করা হতাকা করা হয়েছে। এই ঘটনায় অভিযুক্তরা সবাই মিলে শাসকদলনেই নেতা-কর্মী। গাঙ্গুল্যকার এই খুনের ঘটনায় পাঁচ নেতা-কর্মীর নামেই চার্জশিত দিয়েছিল পুলিশ। শুক্রবার পশ্চিম বেঙ্গল দ্বারা বিচারের অন্তিমণ্ডন হয়েছিল কলকাতায় পাঁচ জনের নামে চার্জশিত করা হয়। ভারতীয় অদ্যবধি ২০০২, ২০১, ৩৪ থানা ছাড়াও ২২ আর্মি অগ্নিবীজ চার্জগঠন হয়েছে। অভিযুক্ত হলো—বিজেপির যুব মোর্চার প্রাক্তন নেতা প্রাণভিষ্য ভৌমিক। পান্ডা কান্তি ভৌমিক, বিপ্লব দাস, রতন খুন্না এবং বিশ্বেশ্বর দে। ২০১৮ সালের ২৪ জুন মিলনচত্রে একাধিক খুন হয়েছিল বিজেপির ৪৬নং গোলেওঁড় সাধারণ সম্পাদক বিশ্বেশ্বর পাণ্ডা।

ব্যাস এখন আর দুঃখ নয়

আপনি কি স্টেটে আছেন কেন যেহেতু সকল সমস্যাআই রয়েছে সমাধান
সমস্যা ১০০ শতাংশে অতিসম্ভব সমাধান পাবেন আমাদের কাছে।

মিয়া সুফি খান



যেমন চাকরি, গৃহ অশান্তি, প্রেম, বিবাহ, কালো জাদু, সতীন এর যন্ত্রণা অথবা শত্রুদমন, সম্ভাবনের চিন্তা, স্বপ্ন মুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার ভূতহানি সমাধান পাবেন আমাদের কাজের দ্বারা।

যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাছের কোন ব্যক্তি অন্য কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অভিসম্বল আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

তত্ত্ব মত বন্ধীকরণ এবং অন্তর-অন্তর পেশোপাশি ভায়া সুফি খান। সবচেয়ে অকস্মিক এটি নাম।

মোবাইলঃ ৪798144508 / ৪798144507

ঠিকানা- ভোলাগিরি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (নিয়ার শনি মন্দির)



মেডিকা সেন্টার আগরতলা

মেডিকা সুপারস্পেশালিটি হাসপিটালের বিশেষজ্ঞ
চিকিৎসকগণ পরামর্শের জন্য উপস্থিত থাকবেন





ডাঃ সুনন্দন বসু
কনসালটেন্ট - নিউরো অ্যান্ড স্পাইন সার্জারি
*MBBS, FRCS, EANS,
European Certificate of Neurosurgery*





ডাঃ নন্দিনি বিশ্বাস
কনসালটেন্ট - রেসপিরেটরি মেডিসিন
MRCP (UK & London) CCT (UK) FRCP (Edin)



তারিখ : 24/02/2022

☎ 7005128797 / 03812310066

টেরেসা হেল্থ কেয়ার

বিবেকানন্দ স্টেডিয়ামের পশ্চিম দিকে, নর্থ গেটের সামনে,
আগরতলা, ত্রিপুরা ৭৯৯০০১

ইন্ডিয়া আয়ুর্বেদিক মেডিসিন সেন্টার
Paradise Chowmuhani, Near Khadi Gramodyog Bhavan
Agartala - 8787626182

যেকোনো ব্যাথা থেকে
Relife
যেমন -
বাতের ব্যাথা,
কোমর ব্যাথা,
হাটু ব্যাথা।
ব্যবহার করুন।

Orthorelf
30 Capsules

Orthorelf
30 Capsules

Orthorelf Capsules
MRP : 275/-

নিজেই নিজের Boss হয়ে চলুন -
আজই Join করুন ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ
রাষ্ট্রায়ত্ত্বাীত বীমা সংস্থা তথা Life Insurance
Corporation of India তে এজেন্ট হিসাবে
এবং তাতে সুবিধা হিসেবে পাবেন মাসিক
স্টাইপেন্ড ৫০০০ থেকে ৬০০০ হাজার
টাকা, আকর্ষণীয় কমিশন আয়, মাসিক
ইন্সলিডিং, পেনশন, গ্রাটুইটি, সৌভাগ্য
সাফল্য এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ইত্যাদি
আরও অতিরিক্ত সুবিধা।
যোগাযোগ করুন:-7005400300

পাইলস, ফিসটুলা ক্লিনিক

বিনা অপারেশনে আয়ুর্বেদিক ক্ষারসূত্র পদ্ধতি চিকিৎসালয়


STOP BLEEDING


REFRAINS RUPTURED VEINS


SHIFTS PILES MASS


CURES PILES COMPLETELY

ডাঃ স্বরূপ মজুমদার

এম.এস (আয়ু)

আসিস্টেন্ট প্রফেসর, রাজীব গান্ধী মেমোরিয়াল
আয়ুর্বেদিক কলেজ এণ্ড হস্পিটাল।

03813564210 / 8119907265 / 8119853440

মেডিস্ক্যান ডায়গনোস্টিক

৪৫, হরি গঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা।

অল ইন্ডিয়া ওপেন চ্যালেঞ্জ

Free মেম্বা 3 ঘণ্টায় 100% গ্যারান্টিতে সম্মাধান

প্রোমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সন্তান ও শত্রু থেকে পরিত্রাণ, গুজবন, কর্শে বাধা, ওপুন্দিয়া কলজাজু মুঠকরগী, জাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।

চারে বাসে A to Z সমস্যার সমাধান

যদি কারও স্বামী, প্রেমী অথবা মেয়ে কারও বশীভূত হয়ে তাহলে একবার অপবাই ফোন করুন আর ব্যয়ে বসেই দ্রুত সমাধান পান।

স্পেশালিস্ট এ বশীকরণ, মুঠকরগী এবং কলজাজু

Contact 9667700474



Happy Valentines Day

INDIAN CAKES & NUTS

AGARTALA

বাড়িতে বসেই মানের পছন্দমতো কেক অর্ডার করার জন্য আইই Android Playstore থেকে ডাউনলোড করুন "INDIAN CAKES AND NUTS" App এবং কম্পিউটার থেকে indiancakesandnuts.com Home Delivery Available.

কেক-এর কাজ শিখে নিজেকে বিনির্ভর করে গড়ে তোলার জন্য আইই যোগাযোগ Open.

Franchise Opportunity Open.

Call : 7005503316

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অল ত্রিপুরা কনটাক্টরস এসোসিয়েশনের সমস্ত সদস্যদের নিয়ে আগামী ১৩ই ফেব্রুয়ারি (রবিবার) বেলা ১২টায় আমাদের এসোসিয়েশনের হল ঘরে এক বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়েছে। এই সভায় সকল স্তরের সদস্যদের উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

আলোচ্য বিষয়

- ১) এসোসিয়েশনের ভবিষ্যত কর্ম পদ্ধতি।
- ২) সাধারণ সভার দিন ঠিক করা।
- ৩) বিবিধ।

সভাচ্য চন্দ্র দত্ত
চেয়ারম্যান, এডহক কমিটি
অল ত্রিপুরা কনটাক্টরস এসোসিয়েশন

বিশেষ দৃষ্টব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা নেই। যে কোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাঘ্য, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

আপনার শহরে এসে গেছে
Japanese Technology তে তৈরী
ভারতবর্ষ খ্যাত উন্নত মানের

SANJUI

DIGITAL AUTO RICKSHAW FARE METER

ত্রিপুরা সরকারের পরিবহন দপ্তর দ্বারা অনুমোদিত

BOOKING & SERVICES CENTRE

Authorised Distributor :
(Approved by Tripura Transport Dept. and State
Legal Metrology Dept.)

M/S. AJAY PAUL
Sakuntala Road, Opp. of Metro Bazar,
Agartala, Tripura (W)

Mobile : 9774543698 / 9436122718

CMYK

CMYK